ব্রজেন্দ্র পথে।

(কর্ম্ম)

“কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ”

অন্ত্যলীলা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

“নিতাই রমন গোরা, (ঠাকুর) নরহরির চিতচোরা”

শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী।

“গৌর বই আর পুরুষ নাই, নারী বই আর মানুষ নাই”

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড।

“নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে,
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিয়া গোরামুখ বিদারিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥”

শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী।

“জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।”

শ্রীকৃষ্ণমাধুরী।

শ্রীদ্বিজপ্রসন্ন সাহা প্রণীত।
“মাতৃ আশ্রম” স্বর্গদ্বার—পুরী।

মূল্য—।৵০ মাত্র।

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন

যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন

সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ ?

কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি

শ্লাঘ্য করে নেত্র তনু মন ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা

পুরীধাম ঃ

৺রথযাত্রা, নবকলেবর

১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল

প্রকাশক—

শ্রীবিপ্রপ্রসন্ন সাহা

শ্রীদেবীপ্রসন্ন সাহা

"দুর্গাপ্রসন্ন ফার্ম্মেসী" পাবনা

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন

যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন

সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?

কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি

শ্লাঘ্য করে নেত্র তনু মন॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বগুড়া দি সাধনা মেসিন প্রেসে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বাগছী দ্বারা মুদ্রিত

ব্রজের পথে।

(কর্ম্ম)

উৎসর্গ পত্র।

যে শ্রীগুরুদেবের আদেশে এই "ব্রজের পথে" ছাপান হইল,

তিনি আজ নিত্যধাম প্রাপ্ত। পিতৃতুল্য স্নেহময়

সেই ৺কৃষ্ণনাথ ঠাকুর প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে

ইহা কৃতজ্ঞতাশ্রুতে উৎসর্গ হইল।

শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ

আলস্য, আরামে খেল মোরে আর দেহ সুখে।
শ্রীগুরু মোরে এমন্ ডাক্ দাও, যেন কিছু নাহি থাকে ॥
তোমার মত শান্তিদাতা, ত্রিজগতে নাই।
ছুটিয়া ছুটিয়া দেখেছি মুই, শান্তি নাহি পাই ॥
হৃদয় মধ্যে লুকান তোমার আছে এমন ধন।
সেই গুণে বুঝেছি আমি, ঠিক তুমিই আপন জন ॥
চাও না ধন, চাও না স্বার্থ, মোর নাম বলিতে খুসী।
তুমি যেন কত সুখ পাও মোরে ভালবাসি ॥
মুই চরণ ছেড়ে যাই যে দূরে, 'তুমি' ডাক বারে বারে
বল "উৎসবে এস দ্বিজপ্রসন্ন" শ্রীগৌর অভিসারে ॥
মুই তারে দেখে, থাকি সুখে, এ প্রাণ দিতে ইচ্ছা হয়।
অনন্ত জীবনের কৃতজ্ঞতায় এই হৃদি ভেসে যায় ॥
এমন বন্ধু কেবা আছে যে দিবে গৌরবরে।
দ্বিজ দাস কয়, সে মধু বিলায়, আজও শ্রীখণ্ডপুরে ॥

প্রেরণা।

"জীব জাগো জীব জাগো প্রাণগোরা বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥"

আমরা আনন্দের জীব, আনন্দ ও প্রেমই আমাদের স্বভাব, চৈতন্যেই আমাদের প্রকাশ। আমরা এই নিজ স্বভাবচ্যুত হইয়া কত জন্ম হইতে যে আনন্দ আনন্দ করিয়া কতরূপ ভাবে, কতরূপ নিয়মে, কতরূপ বন্ধনে, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়াছি তাহা সংখ্যা করা অতীব কঠিন। কিন্তু সে আনন্দ কোথায়, সে প্রকৃত সুখ কোথায়, সে চেতনা কোথায়। তাই পরম দয়াল প্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের এই অতি দুঃখময় আকুলি বিকুলি অবস্থা, জীবের দুর্ব্বলতা, যাতনা ও দুর্দ্দশা, জীবের মোহনিদ্রা দেখিয়া, উপরোক্ত গীতে প্রভাতি কীর্ত্তনে যেন জাগাইয়া দিতেছেন। হায় হায়, প্রাণের ভ্রাতা ভগিণীগণ, আপনারা একবার নিজেদের দূরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া, নিজেদের প্রকৃত স্বভাবের কথা, আদি স্থানের কথা, উৎপত্তির কথা, বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক পথে অগ্রসর হইয়া আনন্দ লাভ করুন, সত্য আনন্দের অধিকারী হউন, জীবন জন্ম ধন্য করুন। জয় গুরুগৌরাঙ্গ বলিয়ে, প্রেমানন্দে মাতিয়ে ব্রজের পথে ধাবিত হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃপা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদিগকেও টানিয়া লউন। নতুবা জীবের যাতনা, জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পথ বড়ই কঠিন, বড়ই সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাতীতও বলা যায়। প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে "আমি কে ও আমি কার"। এই বিশ্লেষণে নিষ্পত্তি হইবে আমি এ সংসারের কিছুই নয়, এ দেহও নয়, এ বাহিক মনও নয়। আমি নিত্য সত্য

আনন্দময়ের প্রেমময়ের কিঞ্চিৎ প্রকাশ জীব। আমার জন্ম মৃত্যু ক্ষয়াদি কিছুই নাই, আমার ঠিক সম্বন্ধ তাঁহার সহিত। তবে আমি এত শোচণীয়, পরিবর্ত্তনশীল, দুর্ব্বল, জড় ও দুঃখী বা পতিত কেন? পাপের মুখে এত সহজে অগ্রসর হই কেন, পুণ্যের পথে সদা চলিতে পারি না কেন? কারণ এই "দেহ ও 'আমি' জ্ঞান" সব ভ্রম করাইতেছে। মনে নিতাই হয় এই দেহই 'আমি'। এই দেহই 'আমার', এই দেহ সম্বন্ধীয় সর্ব্বসুখই 'আমার'। ইহা যেন নিত্য এইরূপই থাকিবে। এই দেহাদির সুখের জন্য, নামের বা রূপ যশের জন্য, আমার ধন, জন, পরিবার সর্ব্বস্ব। এই দেহাদিকে যে সুখ দিতে পারিল না, যে আনন্দ দিতে পারিল না, সেরূপ ধন জন আমার নহে, আমার সহিত তাহাদের প্রয়োজন ত' নাই, আমি অনায়াসে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি। আমার স্বার্থের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ, তাহারাই আমার, তাহারাই আমার প্রাণের বন্ধু, তাহারাই আমার ধন জন সম্পত্তি। আমার অধীনে সব—"এই মোহ বা মায়া"।

জীবদুর্দ্দশা।

২৯।১।৩১

কোথা যাস্ ও মূঢ় জীব! চোরের মতন।
নিজ স্বভাব, নিজ কার্য্য হয়ে বিস্মরণ॥
অতীব মলিন দেখি, নাহি কোন বল।
ভোগ আশে লুব্ধ তব—ইন্দ্রিয়সকল॥
কার 'তুমি', কিবা কার্য্য সব পাশরিলে।

সুখ আশে, ভোগ পথ, অধর্ম্ম ধরিলে ॥
কে তোমার আপনার কিছু না জানিলে।
ঠিক জান্‌লে কি মায়া মোহ ফাঁস দেয় গলে ?
কি দুঃখ দিতেছে তারা রাক্ষস মতন।
আশু সুখে—পরে দুঃখে, দেয় অসহ্য বেদন ॥
অসতীর মত তুমি হয়ে কলঙ্কিনী।
ও মুখ দেখাতে নার কাঁদিছ আপনি ॥
(দত্ত) সময়, অর্থ, শক্তি যত করিতেছ চুরি।
নিজ ভোগে, নিজ সুখে কিবা বাহাদুরী ?
মাতা পিতা কাঁদে তোর সবে অন্তরালে।
শ্রীগুরুর ইচ্ছা, আদেশ কিছু না বুঝিলে ?
অসহ্য যন্ত্রণা পাও, তবু ভোগে মন।
'আমি' এই দেহ জ্ঞানে সতত মগন ॥
কার 'তুমি', কেবা 'আমি' ভাব একবার।
'তুমি' যার তাঁরে ভজি হও ভব পার ॥

সংসারীর প্রেম যেমনি ধনে জনে রয়।
তেমনি প্রেম দিবে তোরে গোরা রসময় ॥
একবার শ্রীগুরু বলে করিলে স্মরণ।
মোহ মায়া দূরে যাবে পাবি নিত্য ধন ॥
দয়াল নিতাই শ্রীগুরুরূপে দ্বারে দ্বারে যায়।
জীব দুঃখে কেঁদে কেঁদে প্রেমধন বিলায় ॥

চোরের প্রায়শ্চিত্ত।

২৭।২।৩১

মুই ভোগ, সুখ, আরাম, বিরামে কতই করি চুরি।
'আমি', স্বার্থে, নিজ সুখে তব ধন বৃথা হরি॥
মুই মাথা মুড়াব, গোবর খাব, কর্‌ব প্রায়শ্চিত্ত।
কাহারও মনে দুঃখ দিয়ে হরিব না তার বিত্ত॥
যাহা লব, প্রতিদান দিব, দ্বিগুণ কি চারি গুণ।
আত্মা মোর কুশলে রবে, আর দাতার রবে ঋণ॥
(দাতা) মনে মনে তুষ্ট রবে সদা মোর প্রতি।
জান্‌বে প্রাণে, মোর বিহনে, হবে তাঁর ক্ষতি॥
যেরূপ গৌড়ের নবাবের ছিল শ্রীরূপ সনাতন।
বৈষ্ণব হবার পূর্ব্বে ভয়ে, করিল বন্ধন।
তেমনি মন, 'তুমি' সুখে তাঁর প্রজাদের দুঃখে।
যেন মত্ত হয়ে দিবারাতি অনন্ত প্রেমে থাকে॥
অনন্তের দাস মোরা আবার অনন্তেই যাব।
অনন্তকাল চলেছি ছুটে, কেন বা বাঁধা রব॥
সসীম এই ধনজনে, আর 'আমি দেহ' জ্ঞানে।
কেন বৃথা প'ড়্‌ব মোরা কৃপণ আইন বন্ধনে॥
নিত্যানন্দে উঠ্‌ব মোরা অনন্ত আকাশে।
কৃপায় তাঁর প্রেম—পেয়ে চল্‌ব ভাবাবেশে॥
এমন অনন্ত কর্‌ব দান, কিংবা দিব প্রাণ।
যে গুণেতেঁ মাতাপিতা গুরুর বাড়িবে সম্মান॥

নিজ স্বার্থ নাহি রবে, হব 'তুমি' সুখে সুখী।
ত্রিভুবনে তব রূপ বা তব সন্তান দেখি॥
এইরূপে অন্তর্মুখী, কর মোরে শ্রীগুরু।
হৃদে দিয়ে অনন্ত প্রেম একবার হয়ে কল্পতরু॥
আর যেন বন্ধ করি না মোরা অনন্তের দ্বার।
হেরি প্রাণগোপাল প্রভু, শ্রীললিতা আর রামদাস আচার॥
প্রেম, সেবায় মত্ত হয়ে কর্‌ব নানা দান।
প্রেমের গুণে সসীম হবে অসীমে আগুয়ান॥
প্রকৃতিও দেখ অনন্তকাল কত করিতেছে দান।
জল, বায়ু, তেজ, বিদ্যুৎ কিংবা জীবে প্রাণ॥
তবু তাঁর ভাণ্ডার দেখ যেন অনন্ত অক্ষয়।
প্রেমে পাত্রে, কালে দানে কোন নাহি ভয়॥
ঐ প্রেমের হাটে, শ্রীযমুনা তটে, টান মোরে গুরু।
অনন্ত সেবা প্রেমে ভাসিয়ে ভিজাও হৃদয়মরু॥

অনন্তের কুল।

১১।২।৩১

অনন্তের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ফুটালে 'প্রসন্ন' রূপে।
"দ্বিজপ্রসন্ন" নাম দিল সাধে আমার মা আর বাপে॥
তাঁদের ইচ্ছায় ওভারসিয়ার হনু, পরে হব ইঞ্জিনিয়ার।
তাঁদের কৃপাতে শ্রীগুরু গৌর পেনু, এ জীবে করিতে উদ্ধার॥
উন্নতি ও আনন্দের পথে টানিছে ঐ ইচ্ছা বলে।
ভজিতে সেবিতে; প্রেমেতে মাতিতে যা মন ব্রজে চলে॥

নতুবা আর শান্তি নাই হেথা, আলস্য আরামে পতন।
ভোগেতে আনে মায়া মোহ সব আর কামিনীকাঞ্চন ॥
শত কামনায়, জীব ভেসে যায়, আঁধারে পথ না পেয়ে।
বড যাতনায়, নিরয় ভুঞ্জয়, (হেথা) দেখে না গো কেহ চেয়ে
একজন শুধু ডাকে আয় আয়, বাজায়ে মোহনবাঁশী।
রাধা রাধা বলে, প্রেমে ঢলে ঢলে, যায় মোরা সবে দাসী

শরণ ও ভজন।

৬।৩।৩১

উঠালে উঠি, বসালে বসি, ছুটালে ছুটিয়া যাই।
কাঁদালে কাঁদি, হাসালে হাসি, গাওয়ালে তবে সে গাই ॥
তোমারি জানি, প্রাণের স্বামী, দেখালে দর্শন পাই।
মুই পুনঃ পুনঃ ভুগিয়ে দেখেছি, মোর কোনই শক্তি নাই
দ্রুত এস এস, হৃদয়ে ব'স, কহাও তব কথা।
মুই প্রতিজ্ঞা করেছি, শরণ নিতেছি, সময় দিও না বৃথা ॥
তোমারি তরে, যেন বাক্ স্ফুরে, তোমারি তরে কার্য্য।
তোমারি দাস, যদি ক'রে রাখ, তবে যেন দিও রাজ্য ॥
নতুবা আমার, দেখি বার বার, সবই যে মিথ্যা।
মোহেতে ডুবায়, নরকে ঢুকায়, কভু চাই আত্মহত্যা ॥
এইরূপ যে নরক যন্ত্রণা জীব নিত্য নিত্য ভুগে।
তবুও চায় সুখ, শেষে পায় দুঃখ, দেহ অনুরাগে ॥
দেহও রবে না, কেহও যাবে না, সত্য মোর সঙ্গে।
আপন জনে, ঘনিষ্ট জ্ঞানে, মুখে অগ্নি দিবে রঙ্গে ॥

এ হেন সংসারে, কেন বারে বারে, কেন পাঠাও তুমি ?
কি উদ্দেশ্য তোমার, বল একবার, ওগো প্রাণের স্বামী ॥
যদি পাঠাইবে, ভক্তি সেবা দিবে, করিবে সত্য দাসী ।
সদা কবে কথা, বিবেকে সর্ব্বদা, দেখি যেন তব হাসি ॥
স্বপ্নে দেখা দিবে, ডাকিলে আসিবে, বিপদে রহিবে তুমি ।
না ডাকিলেও যেন, স্মরণ মনন, সেবন করি গো আমি ॥
তোমার সন্তানে, প্রাণ মন দানে, যেন গো ভালবাসি ।
(যেন) তোমারি প্রেমে, তোমারি নামে, কর্ম্মে পরকাশি ॥
শেষের দিনে, যুগল মিলনে, করিও দর্শন দান ।
হেরিতে হেরিতে অশ্রুবারিতে, যেন ত্যজি এহি প্রাণ ॥
বোলহরি বলে, মৃদঙ্গও তালে, যেন নেচে নেচে যাই ।
সেই বৃন্দাবনে, গোপীজন সনে, যেন গো সেবন পাই ॥
চন্দনে চর্চ্চিত, পুষ্পে বিভূষিত করিব নিজ করে ।
সেই নিত্য দেহ, দাও দাও গুরু, তব স্নেহাশীষ বরে ॥

উপরোক্ত চারিটী পদ্যেই জীবের প্রকৃত অবস্থার কথা ও লক্ষ্য বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে স্নেহের ভ্রাতা হরিপ্রসন্নের লিখিত কয়েকটী পদ্যে জীব যেমন আকুলি বিকুলি করিয়া থাকে তাহা এই পুস্তকে প্রকাশ হইয়াছে। নিজেও যেটুকু যেটুকু সত্য ও জ্ঞান কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই এ পুস্তকে প্রকাশ হইল। আমরা এই কর্ম্মক্ষেত্রে যেন কোন (Higher power) উচ্চ শক্তির প্রেরণায় কর্ম্ম করিতেছি, এই সদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের পৌছিবার স্থান একটী, কিন্তু পথ নানা। কর্ম্মে, জ্ঞানে বা প্রেমে —যাহার যেভাবের স্বাভাবিক প্রাবল্যতা, তাহাই ধরিয়া যাইতে হইবে। এ সংসারে মাতাপিতা শ্রীগুরুজন যেন সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁহাদের আদেশ বা ইচ্ছা বুঝিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহাদের অবশ্য পরমমঙ্গল হয়।

যে যে পথেই যান, বিবেক ও শাস্ত্র সকলেই সমানভাবে পাইবেন। তাঁহাদের ইচ্ছাদি ইহার সহিত মিল করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতেই পরম আনন্দ, প্রেম বা মঙ্গল উপলব্ধি হইবে। কেবল সরল প্রাণের ব্যাকুলতা চাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরু শরণ চাই। ইহাতে সর্ব্ব সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রেমের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান।

শ্রীগুরু শরণ।

২৭।৭।৩০

কখন কি করাবে প্রভু, তুমিই জ্ঞান তাহা।
ঠিক পুতুলমত নাচাইতেছ এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আহা।
মাতৃ পিতৃ ইচ্ছা আর শ্রীগুরু বাক্য সাধনে।
দ্রুত যেন যেতে পারি (তব) শান্তিময় চরণে॥
মনিবকে পূর্ণ তুষ্ট করি ইচ্ছা আদেশ পালি।
তাঁর মঙ্গল চিন্তা করি দিয়ে স্বার্থে জলাঞ্জলি॥
বিবেকাদেশ, নিয়ম, প্রগ্রামে কার্য্য করি যাব।।
পিতৃলোকের ও শ্রীগুরু কুলের তুষ্টি সম্পাদিব॥
অধীনস্থের মঙ্গলার্থে সদা করি ধ্যান।
তাঁদের উন্নতি, সুখ সাধনে দিব ধন ও জ্ঞান॥
নিজ জীব্‌কে কর্‌ব দয়া, পরমাত্মা কুশলে।
কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম সেবায় সদা আমি ভুলে॥
পরমাত্মার যত গুণ হৃদয়ে ফুটিবে।
বিশ্বময় জীবাত্মায় আপন করি লবে॥

তাঁদের তরে আশ্রম, ভবন, সেবা নিরবধি।
প্রেম, জ্ঞান, পবিত্রানন্দ যত নিয়মাদি॥
ব্রজবাসী মধুমতী—খণ্ডের ঠাকুর নরহরি।
(মোরে) প্রেম দিয়ে করাও সব মুই কিছুই কর্‌তে নারি
"আত্মাকুশলে সর্ব্বসিদ্ধি, তরয়ে সংসারবারিধি"

উড়িষ্যাদেশে প্রবাদ।

প্রগ্রাম্ বা সময়মত শৃঙ্খলায় কার্য্য

২৬।১।৩১

যে যে সেবা কর্‌তে হবে দৃঢ় নিষ্ঠায় কর।
অগ্রে পশ্চাতে যাহা হবে কর পর পর॥
ঠিক্ সময়মত দ্রুত কর্‌বে, রাখ্‌বে নাকো বাঁকী।
দেখ যেন ভোগ, আলস্য দেয় না কভু ফাঁকি॥
যে দিনকার যা, কর্‌বে তাহা, রাখ্‌বে সময় আর।
যেন কতই কর্‌তে পার, করি আদেশ প্রেম প্রচার॥
তাঁর আদেশে বিশ্বাস কর, কর হিত সাধন।
বিবেক সনে মিলিয়ে আদেশ কর মনিব সেবন॥
যতই দ্রুত কর্‌বে তুমি, তত তুষ্ট হবে স্বামী।
প্রাণের আনন্দ উঠ্‌বে ফুটে; হবে সবে অনুগামী॥
সম্মান, সমৃদ্ধি বাড়াবে তাঁর, তুমি সেবা বলে।
এমন ভাগ্য কবে হবে মোর, শুধু গুরু বিশ্বাস ফলে?

কর্ম্মে সাধনা-নীতি।

২৫।২।৩১

(১)

কেন ভাবিস্ ও মূঢ় মন! এত অতীত ভবিষ্যৎ চেয়ে।
দেখ্‌ছিস্ না যে বর্ত্তমান যাচ্ছে দ্রুত বেয়ে॥
করবার যা তা এখনি কর্,
সময় কেশের অগ্রে ধর,
নতুবা অতীত হয়ে যাবে, যাবে সে পালিয়ে।
তুই হা হুতাশে ভাব্‌বি আবার, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥

(২)

বর্ত্তমানে পার্‌বি যাহা যাবি তা সাধিয়ে।
কর্‌ব ব'লে রাখ্‌লে ফেলে রবে বোঝা হয়ে॥
সেই বোঝাটী ভারি হবে,
যতই তোর কাল যাবে,
সবে কত গালি দিবে, নানা কষ্ট পেয়ে।
সেবা কার্য্যের অযোগ্য তুই, যাবে সবে ক'য়ে॥

(৩)

তাইতে আশীষ পাবি না তুই ওরে অলপ্পেয়ে।
দুঃখে, শোকে মর্‌বি কেঁদে, সবার পিছে ধেয়ে॥
করিস্ যদি ঠিক সময়ে কাজ,
তুই যেন হবি নিজেই রাজ,
আনন্দে রবি এই বিশ্বমাঝ, সবে দেখবে চেয়ে।
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর মন, কর্ত্তব্য সাধিয়ে॥

(৪)

যদি শ্রেষ্ঠ, সুন্দর হয় কার্য্য, আস্‌বে সবে ধেয়ে।
আনন্দ, উন্নতি পশ্চাতে তোর আস্‌বে জয় গেয়ে
কর্ম্মক্ষেত্রে কর সারথি
বিবেকাদেশে সেব পতি,
যে তোর উভয় কুলের গতি, তাঁর গুণ গেয়ে।
প্রেমদাতা, নামদাতা নিতাই গৌর দুই ভায়ে॥

মঙ্গল।

সত্য কথা, সত্য কার্য্য যা আসিবে প্রথমে।
তাহাই নিষ্ঠায় সম্পাদিবে লয়ে তাঁর নামে॥
নিজ আশা, ভোগ বাসনা সব বিসর্জ্জিবে।
(যেন) ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

মাতৃচরণে বিশ্বাস ও কর্ম্মনীতি।

৬।৩।৩১

(১)

৷৴১

তোমার ইচ্ছা চল্‌ছে দেহে ঠিক নদীর মত।
কৃতজ্ঞতাশ্রুতে হচ্চে কার্য্য তোমার শত শত॥
যখন যে ভাব দিবে ইচ্ছা, আদেশ পালয়িবে

সেই ভাবে চলি যেন মুই অতি দ্রুত।
স্বার্থ সুখে কর্‌ব স্নান, * যদি হই স্বার্থ চিন্তারত॥

(২)

অন্য কথা আর কব না নিতান্ত সতীর মত।
নিন্দা, স্তুতি, আত্ম যশে আর হব না কভু রত॥
কাঁদি যেন তোমার দুঃখে, রাখ্‌তে না পারি সুখে,
(জানি) আলস্য, আরাম ভোগে মজি পাপ করি শত শত।
আমার মত মহাপাপীকে সবে কৃপা কর অবিরত॥

(৩)

মায়ের পূজা, মায়ের সেবা, কিছুই হ'ল না,
মোর ভোগের দেহ দুর্ব্বলতায় চল্‌তে পারে না॥
তবুও নিজ সুখ আশা করি, তোমার দুঃখ পাসরি,
হৃদয় ভরা ভক্তি দিয়ে মা একবার জাগাও না।
অশ্রু, জবা, বিল্বদলে তোমার পূজা করাও না॥

(৪)

তোমার আজ্ঞা আর ব্রাহ্মণাশীষে বিশ্বাস দাও না।
আর ধূলা খেলা, ভোগ সুখে, টেনে নিও না॥
তোমার পূজা করাবে 'তুমি' দৃঢ় বিশ্বাসে যেন ভ্রমি,
(তোমার) পূজা সম্ভারে, তোমার কুটির, পূর্ণ কর না।
মোর পিতৃলোক আর গুরুজন একবার দেখুক না॥

---

* স্বার্থচিন্তারত জীব অপবিত্র, চিন্তা আসিবা মাত্র স্নান করা উচিত

(৫)

মুই না গেলে তোর কার্য্যে মা কেহই আসে না।
সবে যেন হয় প্রবঞ্চক, তোর আদেশ মানে না॥
(মুই) যবে ধরি বিশ্বাস করে, সময়, অর্থ সদ্ব্যয় ক'রে,
তখন সব দ্রুত আসে ছুটে, আর বস্‌তে পারে না।
(তুমিও) বৎস পিছু গাভী ন্যায় ছুট মা, আর রইতে পার না।

কাশীধামস্থ মায়ের পত্র।

ভোগ, হিসাব নিকাশ, নানা আইনাদি জড়িত এই কঠিন সংসারে, সভ্য সংসারে, আমার মায়ের মত সরলতা মাখা, পবিত্র ও নিষ্কাম, নিস্বার্থ হৃদয়ের একটু পরিচয় দেওয়া যেন কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহারই আদেশে বিশ্বাসে আমি কত কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি, মাতৃ চরণরঞ্জে আমি ৩ বার মহাবিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও পত্রাদি পাইলে মনে হয় যেন এ জগতে এখনও ভালবাসা—সরলতা আছে—প্রাণ যেন ভরিয়া যায়—অশ্রুজল দরদর ধারায় বহিতে থাকে—মনে হয় যেন আরও কিছু দিন এ জগতে বাস করি। হিসাব নিকাশ করিয়া লোকে বড় হইতে চেষ্টা করে, অর্থ সঞ্চয় করিব আশা করে, নানা সুখ পাইব আশা করে কিন্তু তাহা হয় কি—পায় কি? তাহাতে ঠিক্ সত্য নাই, ঠিক সুখ প্রেমে—সরল বিশ্বাসে। সরল ও গভীর প্রেমে যাহা চাহিবে তাহাই আসিবে। স্বার্থে ভোগে এ প্রেম ঠিক থাকে না—শুষ্ক বা মলিন হয়। সকলের মূলে প্রেম থাকিলে তবে সরস—তবে সত্য। সেই শুদ্ধ প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হউক—তাঁর পদে মতি হউক।

১নং পত্র।

কাশীধাম।

১২ই পৌষ।

(সন ১৩৩৭ সাল)

নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু—

পরম শুভআশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিশেষ সমাচার এই যে, বাবা অনেক দিন হইল আপনার টাকা পাইয়াছি এবং সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। সময়মত আমি পত্র লিখিতে পারি নাই তাহাতে মনে দুঃখ করিবেন না। একমাসের ছুটী নিয়াও একদিন সুস্থ থাকিতে পারেন নাই। ঐ সকল নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গিয়েছে। টাকাও অনেক খরচ হইয়াছে। বাবা আপনার একদিন সুস্থ থাকিবার উপায় নাই। শ্রীমতি যোগমায়াকে নিয়া আসিতে পারিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্ন পাবনায় কি রকম আছে, তাহার পড়া কি রকম চলিতেছে জানাইবেন। পুরীর আপনার "মাতৃ আশ্রমে"র মেরামতের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, সেখানে ভাড়াটে আছে কিনা জানাইবেন। বাবা, আপনার সাইটের সংসারে খরচ ত কম নয়, ক্রমান্নই বেশীর দরকার। তাহাতে উপরি কার্য্য করাই কষ্ট। রান্না করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী রাখিয়াছেন, মায়ের পত্রে জানিলাম। তাহা রাখা ত দরকার নিতান্ত। শ্রীমান্ শ্রীমতিদের নিয়া মা একা পারিবে কেন। সে ঠাকুরাণীর খরচ ত কম নয়। তাহার খাওয়া পরা আর বেতন সম্ভব ৩৲ টাকা দিতে হয়। কাশীতে এ বৎসর চাউল, দাইল, আটা প্রভৃতি সকল জিনিষ খুব সস্তা হইয়াছে, ওখানে কি রকম কিছু সস্তা হইয়াছে কিনা জানাইবেন। অনেক দিন পরে বাবা মায়ের পত্র পাইয়াছি, মায়ের হাতের সেই চুড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মা কাঁচের

চুড়ি হাতে পরিতেছে শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। মা ত এখন ছেলে মানুষ নয়, তাহার কি এখন কাচের চুড়ি পরা সম্ভব হয়। সর্ব্বদা হাতে পরিতে পারে একটু মজবুত ক'রে ক গাছা চুড়ি ক'রে দেওয়া একান্ত দরকার। আপনার হাতে উপরি একটা পয়সা আসিলে অমনি তাহা দান করিবেন। কাজেই সংসারের এ সকলের প্রতি মাত্রই লক্ষ্য করেন না। মেয়ে লোকের হাতে একটী কিছু পরিতেই হইবে। ইহা কেবল সখের জন্যই সকলে পরে না। শ্রীমতি লক্ষ্মীপ্রিয়ার হাতেও কিছুই নাই। ছেলে মানুষেরা হাতে কি কাচের চুড়ি থাকে, দেওয়া মাত্র ভেঙ্গে ফেলে। তাহার হাতে বোধ হয় ১০৲।১২৲ টাকা হইলেই বাঁধান চুড়ি হইতে পারে। আপনি বাবা ঘোর সংসারী হইয়াও সংসার ছাড়ার ভাব আপনার, কিন্তু বাবা সংসার ত আপনাকে ছাড়ে নাই। আপনার সংসারে ভগবান যাহাদের পাঠাইয়াছেন তাহাদের যাহা দরকার তাহাও আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তাহা অকর্ত্তব্য ব'লে মনে অবহেলা করেন বলেই করিয়া উঠিতে পারেন না এবং চেষ্টাও করেন না। যাহাই হউক বাবা মাকে আমার রাগ করিবেন না। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াই মায়ের পত্র পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। এখন থেকে বিশেষ একটু চেষ্টা রাখিবেন যাহাতে মায়ের হাতের চুড়ি হয় তাহাতে অবহেলা করিবেন না। যে সকল মোকদ্দমায় ব্যপ্ত ছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে কিনা। এত কষ্ট ক'রে ঘুরে এসে এক দিন সুস্থ থাকিতে পারেন নাই। মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটে অস্থির আছেন। তাহার মধ্যেও আপনার হতভাগিনী মায়ের টাকা দেওয়া সকলের চেয়ে আগে। বাবা শত ধন্যবাদ আপনার মাতৃভক্তিকে। আপনার মা'ই প্রকৃত রত্নগর্ভা ছিলেন। আমি চিরহতভাগিনী, আপনার মত মাতৃভক্তের দ্বারায় যে মা অন্নপূর্ণা আমাকে চালাইতেছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ মনে করি। আপনার মাতৃপিতৃভক্তি সর্ব্বদা প্রাণে প্রবল থাক, তাঁহার জোরেই আপনার সকল কর্ম্ম সফল সম্পূর্ণ হইবে এই আশীর্ব্বাদ এবং বাবা বিশ্বনাথের

কাছে প্রার্থনা। বাবা আপনার শরীরের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবেন এবং খাওয়ার প্রতি একটূ যত্ন রাখিবেন। আপনার হতভাগিনী মায়ের শত কোটী আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন, সর্ব্বদা খুব সাবধানে থাকিবেন, এবং শ্রীমান্ শ্রীমতিদের সাবধানে রাখিবেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্নকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। শ্রীমান্ বলাইচাঁদকে শ্রীমতিগণকে আমার শত শত আশীর্ব্বাদ দিবেন, আগতে সকলের মঙ্গল জানাইবেন। আমরা একপ্রকার আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

আপনার চিরহতভাগিনী মা।

পুনঃ—

মাকে আমার রাগ করিবেন না এবং অসন্তুষ্ট হইবেন না। বাবা! মায়ের অনুরোধ।

২ নং পত্র।

শ্রীমতি অশ্রুমতী দাসী

সাবিত্রী সদৃশেষু।

নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু,

পরমশুভআশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিশেষ সমাচার এই যে, মা অনেক দিন পরে তোমার এক পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। মাঝে মাঝে এইরূপ পত্র দিতে বাধা করিবে না। মা, তোমার হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাচের চুড়ি পড়িতেছ শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াই তোমার পত্র পাওয়ার জন্য অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই পত্র দেও নাই। কোন্ কারণে যে পত্র দাও নাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। মা, বাবা আমার তোমাদের নিয়ে সংসারে

আছেন মাত্র। বাবার ত সংসারের ভাব কিছুই নাই, ইহা পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্যের বিষয়। জগতে সংসারী ও বিষয় আসক্ত বিশেষ দুঃখী।
মায়ার জগৎ অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর মাত্র।
জীব বুঝিতে না পারিয়াই, আসক্তিতে লিপ্ত হইয়া থাকে। বাবার আমার নানা রকম খরচ অত্যন্ত বেশী। তাহাতে ঐ সকল বিষয় লক্ষ্য নাই মাত্রই। আমি ত লিখিলাম, লক্ষ্মীপ্রিয়ার এবং তোমার হাতের চুড়ি যাহাতে ক'রে দিতে পারেন চেষ্টা করিবেন। কি বলেন আমাকে জানাইবে। তোমাদের রান্না করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী রাখিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তিনি কি রকম লোক, রাতদিন থাকেন কিনা, কোন্ দেশে বাড়ী, কত টাকা মাহিনা দিতে হয়, তাহা জানাইবে। শ্রীমতি যোগমায়াকে বাবা নিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। যোগমায়াকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমার শরীর কেমন আছে, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে, শ্রীমান্ শ্রীমতিদের সাবধানে রাখিবে। মাঝে মাঝে পত্র দিতে বাধা করিবে না। মা, তোমরা ভিন্ন আর যে আমার কেহই নাই। তোমরা ভাল থাক, শান্তিতে থাক, তাহাই আমার সর্ব্বদা জানিতে বাসনা এবং বাবা বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা। তুমি মা, তোমার হতভাগিনী মায়ের শত শত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, শ্রীমান্ শ্রীমতিদেরও আশীর্ব্বাদ দিবে। তোমার বাপের বাড়ীর সকলে কেমন আছে, তাহাদের মঙ্গল জানাইবে। যোগমায়া মা প্রায় এক বৎসর তাহার সেই ছেলের কাছে শিলং এবং কামক্ষায় ছিল, কিছুদিন হইল কাশী আসিয়াছেন। ভাল আছেন জানিবে। আগতে তোমাদের সকলের মঙ্গল জানাইবে। মা জগতে সৎকর্ম্ম আর ভক্তি বিশ্বাসের চেয়ে আর কিছুই বেশী নয়। সর্ব্বদাই ভগবানকে **স্মরণ রেখে চলিবা। তাঁহার সংসার, তাঁহার ছেলেমেয়ে, তাঁহার কাজ, ইহাই মনে**

ক'রে চলিবা। ভগবান, মানুষ যাহাকে যাহা করান সেই তাহাই করে। মানুষ নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। সর্ব্বদা ইহা মনে ক'রে চলিবে, তাহা হইলে **আর মনে অশান্তি আসিবে না।** সকলে মঙ্গল শান্তিতে থাক এই আশীর্ব্বাদ, **ভগবানে মতি রাখ।** ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমার চিরহতভাগিনী মা।

সন্তানের প্রার্থনা ঃ—

নাহি শক্তি নাহি ভক্তি নিশ্চয় নিশ্চয় মা।
তোমার **কৃপায় প্রেম না পেলে কিছুই হয় না॥**
মা, তোমার ইচ্ছায়, তোমার আদেশে জাগাও মোদের প্রাণ।
কুম্ভমেলায় আর্ত্তপ্রাণ ত্যায় কর শক্তি দান॥
(প্রদত্ত) সময়, অর্থ, শক্তি বিন্দু আর না ক্ষরিবে।
(মোর) শ্রম, দুঃখ, ব্যাকুলতা দেখি পাষাণ গলিবে॥
আলস্য, অনিয়ম, ভোগ সুখেচ্ছায় যত পাপ আনে।
প্রেম, সেবায়, নিয়ম, প্রগ্রামে চল ব্রহ্ম পানে॥
(যথা) 'তুমি' সুখে, 'তুমি'র ভোগে, 'তুমি'র স্মরণ পূজনে।
এ আত্মারাম পাবে শান্তি শ্রীরাস মঞ্চ রমনে॥

মা, মা, মা—তোমার ইচ্ছা, তোমার আদেশ, তোমারই প্রদত্ত ভাবাদি যদি তোমারই আশীষে সত্য সত্যই পূর্ণ হইবে তবে হউক—শীঘ্র হউক। এক ভাই তোমাকে হারাইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে—বোধ হয় এত দিন

তোমার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছে। আমাকেও তেম্‌নি শ্রীচরণে স্থান দিও—হৃদয়ে সুমধুর প্রেম ভক্তি দিও—নিত্যধামে সেবা দিও—বাসন্তীকুঞ্জে আশ্রয় দিও—নতুবা আমাকেও গাহিতে হইবে ঃ—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
(আমি) জনমেরি শোধ ডাকি মা তোরে
তুই কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ (আমায়) ভাল ত বাসে না,
এই পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসা বাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা স'য়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা॥"

স্নেহাশীর্ব্বাদ

সেরপুর নিবাসী শ্রীমান্ ব্রজগোপাল এই "ব্রজের পথে" পুস্তক প্রকাশে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছে, তজ্জন্য আমার প্রাণের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

গ্রন্থকার।

ভ্রম সংশোধন পত্র।

পৃঃ ।৶০—"নরকে ঢুকায়" স্থানে "নরকে চুবায়" হইবে।

পৃঃ ৸৵০—"চরণ রঞ্জে" স্থানে "চরণ রজে" হইবে।

পৃঃ ৩৩—"বন্ধু" স্থলে "বসু" হইবে।

পৃঃ ৩৩—"বাসায় থাকেন" স্থানে "বাসায় থাকেন না" হইবে।

পৃঃ ৩৬—কেনে, দণ্ড, থাকে ও আশ্রয় পর '।' স্থানে , হইবে।

পৃঃ ৪০—চতুর্দ্দশ লাইনের পর—

"সবাই বলে তোমার মনিব (সদা) কু-কথা কয় মুখে" হইবে।

পৃঃ ৫২—ধরিয়া স্থানে "ধরিলে" হইবে।

পৃঃ ৫৪—শোভিছে ও মিছে পর '॥' স্থানে '।' হইবে।

পৃঃ ৬০—কর্ম্মে জন্ম নিবারণ স্থলে "কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় জন্ম নিবারণ" হইবে।

পৃঃ ৬০—"একদিন সত্য" স্থানে "এত দিন সত্য" হইবে।

পৃঃ ৯৫—নীরব হইয়া থাক স্থলে "নীরব হইয়া যাক্" হইবে।

পৃঃ ১১৩—"অসতী সতী" স্থানে শুধু "অসতী" হইবে।

পৃঃ ১২৮—"প্রেমে হবি জড় জড়" স্থানে "প্রেমে হবি জর্ জর্" হইবে।

পৃঃ ১২৯—"সুগন্ধ কবারি" স্থানে "সুগন্ধ কবরি" হইবে।

—:*)::(*:—

কৃতজ্ঞতা।

পরলোকগত ৺শরৎ ভায়ার জন্যই আপনাদের প্রেসের সহিত পরিচিত হই। আপনারাও সাধ্যমত যত্ন লইয়া কার্য্য করিতেছেন জন্য কৃতজ্ঞতা জানিবেন।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

গীত ঃ—

গ্রন্থকার লিখিত ঃ—

'তুমি' সত্য ও গুরু সত্য।

(শেষ রাত্রি ১।৮।২৭)

১। সত্য দেখি যে পিতামাতা স্নেহ,
সত্য দেখি গো তব ধাম, গেহ,
সত্য বুঝেছি তোমারি কর্ত্তব্য,
যাহে পবিত্র আনন্দ দেয় গো।
সত্য দেখি যে তব আকর্ষণ,
যার প্রতি সদা ধায় প্রাণ মন,
সত্য তব বিবেক আদেশ,
আর ঋষি গোপীজন গো॥

২। অসত্য মোর সুখাশা যত
ভোগবিলাসে দুঃখ শত শত,
মোর যত সব ধন, জন আদি,
আমারি বলিয়ে ধরি গো।
আসে সবে মোরে সুখ দিবে বলে,
পরায় সবে মায়া ফাঁস গলে,
শেষেতে সবে রৌরবেতে ফেলে,
বড়ই শাস্তি দেয় গো॥

৩। আমার বলিতে না রহে কেহ,
কেবা বন্ধু, ভ্রাতা, কোথাকার স্নেহ,
সকলেই চাহে স্বার্থ অহরহঃ,
সেই কার্য্যে মোরে চাহে গো।
দিলেই তাঁদের স্বার্থে আঘাত,
সংসারে বাড়ে মহা উৎপাত,
গলে পিঠে বেঁধে করে কষাঘাত,
দুঃখে প্রাণ যায় গো॥

৪। সকল দুয়ারে গিয়া যে দেখেছি,
মায়ার লাথি কত যে খেয়েছি,
তাই শেষে তব পানেতে ফিরেছি
মোর প্রাণেরি বন্ধু গো।
জন্ম জন্ম হ'তে আছ মোর সনে,
নিজ গুণে প্রেমে মোর পালনে,
মুই কিন্তু ভুলেও তোমারে দেখিনে,
যদিও কত কথা তব শুনি গো॥

৫। নিজ গুণে তব কৃপা বুঝিয়ে,
শ্রীচরণে মোরে দু'বৎসর রাখিয়ে, *

* ৺জগন্নাথ দেব দু'বৎসর আশাতীত ভাবে পুরীধামে রাখিয়াছিলেন। প্রায় ১০ মাস কাল এ দাস বিনা বেতনে আনন্দে পরিবার লইয়া সমুদ্র তীরে বাস করে, তাহাতে অনেক কৃপা বুঝিতে পারে।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম সম্মুখে দেখিয়ে,
বড়ই আনন্দ দাও গো।
মোর সুখাশা, যতেক পিয়াসা,
ঘুচিয়ে দাও প্রভু শুদ্ধ ভালবাসা,
তব ধামে মোর দাও নিত্য বাসা,
ক পিতৃ গুরু ইচ্ছা বলে গো॥

নিয়ম ও ব্যাকুল স্মরণ।

(২।৮।২৭ শেষ রাত্রি)

পশু, পাখী, দেবতাগণে কেমন নিয়মে চলেছে।
† ২॥ দিন আর ত্রিশ বর্ষে কত * বিধবা যে বাঁচে॥
হরিদাস আর সতীগণের লয়ে শ্রীচরণ ধূলি।
নিয়ম নিষ্ঠায়, আদেশ পালনে যেন 'তুমি' নাহি ভুলি॥

ক পিতৃদেব যখন ৺জগন্নাথ দর্শনে প্রথম গমন করেন, তখন অশ্রুজলে এ দাসের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

† ২॥ দিন পর একবেলা প্রসাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস পরিব্রাজক অতি সুস্থ ও সবল ছিলেন।

* পার্লাকিমিডিতে একজন বিধবা ত্রিশ বর্ষাধিক না খাইয়া বাঁচিয়া আছেন। কেবল গ্রীষ্মের দিনে অতি তৃষ্ণায় একটু জল পান করেন। বেশ পরিশ্রমী।

তাতেই আস্‌বে প্রেম-বল মোর শ্রীগুরু বলেছে।
মাতাপিতা গুরু ইচ্ছায় দেখ অনন্ত বল আছে॥
মহাবীর আর গোপীজনের চরণ শরণ লয়ে।
আনন্দে নিষ্ঠায় আদেশ পালি যাব ব্রজে ধেয়ে॥
সঙ্কল্প ক'রে কর্ম্ম, জ্ঞান কিছুই ভাল নয়।
'তুমি' স্মরণ মনন ও ভাবে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
দেখেছি তাই গোশালা, আর উচ্চ সিংহাসনে।
জক্কর কূপ, হনুমান সাগর আর শ্রাদ্ধ ও কীর্ত্তনে॥
Asst. Engineer আদেশ প্রাপ্তি, আর জলের কলে
কে যেন সব মনের মাঝে পূর্ব্বে দেয় বলে॥
পিতৃজীবনে কত দেখি ভগিনী বিবাহাদি।
আমেরিকা আর সংযম বিফলে দূরহ সংকল্প ব্যাধি॥
'তুমি' সুখে সিংগিড়িতে সব বসেই পাই।
শ্রেষ্ঠ গৃহ গ্রামে মিল্‌লে, যেই 'তুমি' সুখ চাই॥
এখন 'তুমি'র রাজ্য হউক প্রকাশ, আর তব নাম।
Sectionএর দেখব সুখ, আর নদীয়া ধাম॥
আনন্দে অধীনস্থগণ সাজায় যে তব ঘর।
তাঁদের সাহায্যে গুরু কৃপায় যেন পাই সেই নাগর॥

নব জীবন

(৬।৮।২৭)

নূতন জন্মে, লভি নব ধর্ম্মে, আজি নূতন ভাবেতে সেজেছি।
গিয়েছিনু ম'রে, 'আমি' 'আমি' ক'রে, কত নিজ সুখ খুঁজেছি ॥
নাহি পাই তাহা, বিষয়েতে আহা, কত যে যাতনা ভুগেছি।
তবু ধেয়ে গেছি, মোহেতে মজেছি, মায়া লাথি কত খেয়েছি ॥
গুরু কৃপা ক'রে, এসে নিজ ঘরে, প্রাণ ব্যাকুল দেখেছে।
অতীব গোপনে, প্রাণ ধনে এনে, নিত্য আনন্দ দিয়েছে ॥
তাঁরি স্মরণ মননে, শ্রীগুরু বন্দনে, প্রেমপুলক হয় গো।
সরল প্রাণেতে, বিশ্বাস ও সেবাতে, বড় আনন্দ দেয় গো ॥
সে যে কৃপাসিন্ধু, জগতেরি বন্ধু, আমার প্রাণের ধন গো।
ভাব, আদেশদাতা, সব সৃষ্টিকর্ত্তা, মোর দেহ মনে পালে গো ॥
আদেশ পালনে, দ্রুত প্রাণপণে, নিত্য আবির্ভাব হয় গো।
মহাতেজ দানে, ধন জনে আনে, কিছু না অভাব রয় গো ॥
পদে পদে দেখি, সদা বিশ্বাস রাখি, দ্রুত ব্রজপানে ধাই গো।
আদেশ পূরণে, লবে বৃন্দাবনে, নিত্য সেবাদি দিবে গো ॥
'আমি' স্বার্থ ভুলে, নিত্য দেহ পেলে, গোপীজনগণে লয় গো।
হাত ধরি টানে, শিখায় সেবনে, প্রেমধন প্রাণে দেয় গো ॥
সে প্রেম পরশে, সদাই হরষে, সেবা আশে প্রাণ নাচে গো।
কবে ভাগ্য হবে, সেবায় তুষিব, সতী যথা পতি সেবে গো ॥

তাহে পাব শক্তি; আর দৃঢ় ভক্তি, নিত্যপতি চরণে গো।
মোর দুঃখ দূরে যাবে, (মন) বিলাসে মজিবে, তাঁরি সুখে সুখী রব গো॥
তাঁর সুখ বিনা, কিছু চাহিব না, অনন্ত জীবন তরে গো।
তাঁর সুখ তরে, দুঃখের সম্ভারে, আনন্দে মাথায় লব গো॥
মাতা, সতী রাধে, স্থান দিও পদে, দাও সেই দৃঢ় সেবা গো।
শুদ্ধ প্রেম দিয়ে, ব্রজে টেনে লয়ে, নিজ কুঞ্জে বিলাস দাও গো॥

জগদুদ্ধার।

উঠ প্রভু জগন্নাথ, সর্ব্বদাসে করি সাথ,
ঘুচাও ভারত দুঃখ তব রাজ্য করিয়ে।
উচ্চ নীচ সাম্য করি, বলাও সবে হরি হরি,
সর্ব্বজাতি করি এক তব প্রসাদ পাইয়ে॥
সাদা কাল সর্ব্ব বর্ণ, ভ্রাতৃভাবে কর ধন্য,
সর্ব্ব ভাষায় তব স্তুতি এক কণ্ঠে গাহিয়ে।
পতিতপাবন নাম ধন্য, উদ্ধারিয়ে দ্বিজপ্রসন্ন,
ক'রলে বাঁকী নাহি রবে, আর পতিত বলিয়ে॥
সব হতে সে যে হীন, মহাপাপে সুনিপুণ,
সবই তব জানা আছে কাজ কি আর লুকিয়ে।
পুরুষ স্ত্রী ভাই ভগিনী, কিংবা মাতৃসম গণি,
যেন কোন বিকার নাহি উঠে ভেদাভেদ ভাবিয়ে॥

বাহ্যিকের যত রূপ, সবই যে হয় বিরূপ,
নিত্যরূপ গোপনারী দেও সবে জানিয়ে।
* যাঁরা তব রাঁধে অন্ন, সেই গোপীজন ধন্য,
যেবা তোমায় করে সেবা বাহ্যে পুরুষ হইয়ে॥
একমাত্র পুরুষ 'তুমি', ওহে প্রভু জগৎস্বামী,
কর রমণ বিলাস-কুঞ্জে নিত্যবেশে আসিয়ে।
সহায় হবে মধুমতী, বিলাসেতে যাঁর প্রীতি,
নরহরি দাস হের্‌বে গুরুবল পাইয়ে।

পূজাবিধি।

(২৭।১০।২৭)

কেন কেন কাঁদ প্রাণ নিত্যধামে যেতে।
কিছুতেই সুখ না পেয়ে এই রৌরবেতে॥
কে তোমায় দেখাবে পথ গুরু গৌর বিনে।
বিশ্বাস কি হয়েছে এবে তাঁদের শ্রীচরণে ?
যদি হয়ে থাকে কর, কর দত্তমন্ত্র সাধন।
প্রাণপণে লও নাম শ্রীহরিদাস মতন॥

* ঐ জগন্নাথ মন্দির এক সাধু মুখে জানা যায়, যাঁহারা রন্ধন করেন সব গোপীজন।

নামে আর স্মরণ মননে হবে প্রেমময়।
যেমন "পারুল" জপে নিশ্চয় তাহা লভ্য হয়॥
"আকবর সা২" ডাকে যেমন নিশ্চয় সে আসে
যত পাপী হও না কেন পাইবে বিশ্বাসে॥
তাঁর দত্ত কথা শুন, বিবেক শাস্ত্র মাঝে।
তাঁর পূজা, সেবা ছাড়ি যেওনা অন্য কাজে॥
তাঁর নাম, গৌরব, গুণ, কার্য্যে প্রচার কর।
স্বপ্নদত্ত গোপীবেশে কুঞ্জে ভজন কর॥
বর্ত্তমানে মাতৃপিতৃ আদেশ পালন করি।
তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ শেষে ভজ গৌরহরি॥
দ্রুত চল ওরে মন, ঐ সত্য ব্রজের পথে।
আলস্য, রিপু আর মরণ আসিছে পশ্চাতে॥

পরলোকগত স্নেহের ভ্রাতা—
হরিপ্রসন্নের লিখিত ও সমাহৃত-

ভূমিকা।

কে বলে এই সংসারেই সব শেষ। যদি শেষ হবে তবে ভজন সাধন, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কথা শাস্ত্রে দেখা যায় কেন? বিজ্ঞজন বা সাধু ও পণ্ডিতগণ তাহা পালন করেন কেন? মৃত্যুর পরেও আত্মার নিত্য স্থিতি আছে। ঐ আত্মা আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করেন. অনেকে অনেক কার্য্যে সহায় হন, এই সরল বিশ্বাস। যদিও কর্ম্মফলে কনিষ্ঠ সহোদর "হরিপ্রসন্ন" ছাড়িয়া গিয়াছে, তবুও এই সুদূর বিদেশে তাঁহার সপিণ্ডকরণকালে ঠিক শেষ রাত্রিতে দেখা দিয়া যাহা বলিয়াছে তাহা আমার প্রাণে ধ্রুবসত্য বলিয়া লাগিয়াছে। মরণের পারে নিত্যধামে আবার আমরা মিলিত হইব, আশা। ভাইটী সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ে যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহার স্মরণ চিহ্ন জন্য ছাপান হইল। ৺হরিপ্রসন্নের জন্ম সন ১৩০৫ সাল, ৩রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, পাবনা। মৃত্যু সন ১৩৩২ সাল, ২৭শে চৈত্র, শনিবার, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীদ্বিজপ্রসন্ন সাহা

মাতৃ আশ্রম, স্বর্গদার—পুরী

ভক্তপদাশ্রয়।

জাগো জাগো নগরবাসী নিশি অবসান রে।
জাগিয়ে কর্‌না মন বিভু গুণ গান রে॥
গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে, উঠরে কুতুহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে।
শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম, গাওরে অবিরাম,
পরিণামে পাবে পরিত্রাণ রে॥
শ্রীরাধা মাধব জয়, বলরে দুরাশয়,
হবে চিরশান্তির বিমল রে।
জয় রাধা মঙ্গল, বলরে অবিরল,
ধিক্ বন্ধু কুলিশ পাষাণ রে॥
(বল) জয় রাধা শ্যাম, পূরিবে মনস্কাম,
ভক্তিভরে বল অনিবার রে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য (বল), হইবে জনম ধন্য,
নামে পাপীতাপীর হবে পুণ্য ভাই রে॥
আর কেন বৃথা মন, করহ গাত্রোত্থান,
অলসতা করি পরিহার রে।
ভক্তি অর্ঘ্য ল'য়ে হাতে, অগ্রসর হও পথে,
মুক্তি তব হবে সুনিশ্চয় রে॥
"হরিপ্রসন্ন" দীন অতি, না জানে ভকতি স্তুতি,
চাহে গৌর-ভক্তবৃন্দের পদাশ্রয় রে॥

-ঃ(০)ঃ———

প্রার্থনা।

সুর—আজি এসেছি, আজি এসেছি, আজি এসেছি,
বঁধু হে লয়ে এই হাসিরূপ গান।

(একবার) এসহে হরিহে, এসহে হরিহে, কোথা আছ
ওহে ভগবান্।
ডাকিছে অধম জনে, এসহে কৃপাগুণে, রাখ তব কৃপাসিন্ধু
নাম॥
তোমার কৃপায় দেব আসিয়া ধরণী মাঝে,
তোমার ইচ্ছায় দেব সাজিতেছি কত সাজে,
তোমারি করুণাবলে, তোমারেই অবহেলে, অহংমদে মত্ত
সদা প্রাণ।
আবার তোমার করুণাগুণে, তরিছে অধম জনে, কত শত
কে করে গণন॥
তোমার ইচ্ছায় দেব, কাণা খোঁড়া দুঃখী জনে,
ভুঞ্জিছে অশেষ দুঃখ নিশি দিন জাগরণে,
তোমার এ ব্যবহারে, দোষিছে সবে তোমারে, কেন প্রভু
হে দীন শরণ;
তোমার দয়াল নামে, কলঙ্ক রটিছে কেনে, (প্রভু) তুমিই ত
এ সবার কারণ॥

এতদিন নাহি বুঝে তোমার এ লীলা খেলা,
করিয়াছি তোমায় প্রভু নানামতে অবহেলা,
(আবার) তোমারই করুণাবলে, সে সব গিয়েছি ভুলে.
জেনেছি হে অধম তারণ।
দুঃখই জগতে সার, দুঃখ বিনা নাহি আর, দুঃখই হয়
সুখের কারণ ॥
দুঃখ না থাকিলে সুখ কিরূপে সম্ভবে হায়,
অর্জ্জুনও তোমার নিকট দুঃখ চেয়েছিল তাই,
অসার সুখের তরে, ধন পুত্র পরিবারে, কেন তবে মত্ত
নরগণ ;
কেহ বা যদিও হায়, ছুটিয়া যাইতে চায়, (আবার) পারে
না সে তোমারই কারণ ॥
নিগূঢ় মায়ার পাশে করিয়াছ বদ্ধ কেনে,
বাঁধিয়াছ কেনই বা মো সবারে প্রাণে প্রাণে,
তোমার বিচিত্র লীলা, যাহা যাহা প্রকাশিলা, (শুনি)
জগতেরি হিতের কারণ ;
শুধু হইয়া অজ্ঞানান্ধ, তোমারে বলিহে মন্দ, তুমি হে
ইহারও কারণ ॥
মো সম অধমের বাণী যদিও না শুনতে পাও,
থাকে যেন পদে মতি এ আশীষটী দাও গো দাও,
স্বদেশের উপকার, পর-সেবা ব্রত আর, (যেন) গুরুজনে
সেবি প্রাণপণ ;

"হরিপ্রসন্ন" দীন, সাধন ভজনহীন, অন্তে যাচে ও রাঙ্গা চরণ॥

——:(০):——

শ্রীশ্রীমদনগোপাল দেবো বিজয়তে।

"পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

শ্রদ্ধাতর্পণ।

স্নেহময় পিতা তুমি কোথা গেছ চলিয়া ?
কাঁদি মোরা অনিবার,
কোথা গেলে পাব আর,
একবার বল পিতঃ পুত্র মনে স্মরিয়া।
জনমের মত মোরা লই পুনঃ হেরিয়া॥
সংসার রণভূমি মাঝে,
ছিলে সেনাপতি সাজে,
শত্রুগণ চারিদিকে গর্জ্জিতেছে আসিয়া।
কে তাদের সুমিষ্ট-বাক্যে লবে মিত্র করিয়া॥
যত বোঝা ভার লয়ে,
সুমেরু পর্ব্বত হয়ে,
ছিলে পিতা আমাদের উপরেতে বসিয়া।
কোন্ পাপে সেই পর্ব্বত গেল ওগো ধসিয়া॥

এতদিন ভাবি নাই,
এতদিন কাঁদি নাই,
স্বধু পিতা তবো পরে' সব ভার চাপিয়া।
এবে কি করিব মোরা নাহি পাই ভাবিয়া ॥

তব শোকে মর্ম্মাহতা,
কাঁদিছে মোদের মাতা,
ভাগ্যহীন পৌত্রদ্বয় কোলে তাঁর লইয়া।
বারেক তাহারে তুমি দেখিলে না চাহিয়া ॥

স্বর্গধামে যাত্রাকালে,
সবাইকে দেখে গেলে,
(স্বধু) বড় ছেলে ও বউমাকে কেন গেলে ফাঁকি দিয়া
শোকে মর্ম্মাহত তাঁরা দেখ না গো আসিয়া ॥

একাদশী দিনে তুমি,
গিয়াছ গো স্বর্গভূমি,
অনন্ত আনন্দ প্রেমে আছ সেথা ডুবিয়া।
অনন্ত শান্তির কণা দাও প্রাণে ঢালিয়া ॥

ধর্ম্মবল দাও প্রাণে,
করি যেন প্রাণপণে,
দেব দ্বিজে ভক্তি আর পড়ি প্রাণ ঢালিয়া।
রাখি যেন তব নাম ক্রমোন্নতি লভিয়া ॥

মনের আবেগে যাহা,
মনে এল লিখি তাহা,

জ্ঞানহীন অবোধ বলে লইও না ধরিয়া।
এ শ্রদ্ধাতর্পণ লও শ্রাদ্ধদিনে আসিয়া॥

পাবনা
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৫

ভাগ্যহীন—
"হরিপ্রসন্ন"

——:(০):——

কটক দর্শনে ;

সুর—কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া আছি পড়িয়া হে-

কটক সহর দেখিয়া অবাক্ হইয়া আছি পড়িয়া হে।
এমন বিস্তৃত পথ সৌধ বিরাজিত আর দেখিনে,
যেন রাখিয়াছে কেও গো সাজাইয়া।
পাবনা ইত্যাদি ক্ষুদ্র টাউন দেখে,
যেন ডুবিয়া ছিলাম গো তিমিরে,
ভাবতাম আমাদের ন্যায় সুন্দর দেশ,
আর বুঝি কোথা নাইরে,
এখন কটক দেখিয়া সে পাবনার কথা,
(যেন) যেতেছি ক্রমে গো পাশরিয়া

বহরমপুর যেতে কটকে কেন গো
আইনু আমি নামিয়া।
এখন এ সহর দেখিয়া গিয়াছি ভুলিয়া,
এবে কেমনে যাইব ছাড়িয়া।
যদি বেঁচে থাকি কভু জীবনে গো,
দেখে যাব পুনঃ আসিয়া॥
সামান্য নরে কি লিখিতে পারে,
সুধু মনের আবেগ বলিয়া,
পাগলের মত লিখিলাম যত,
পাগলামীর মহিমা প্রচারিয়া,
দীন "হরি" বলে যেন অন্তিমকালে,
এ দেশ না যাই ভুলিয়া॥

বহরমপুর (গঞ্জাম) আগমনে

সুর—কি বলিয়ে এলে, কি আশায় ভুলে,
ছাড় পিয়াসেরই রে মন।

(১)

বহরমপুর দেশে, মনের হরষে,
পড়াশুনার আশে এসেছি।

আসিয়ে হেথায়, কেন যেন হায়,
গভীর আনন্দে ভেসেছি ॥

(২)

কেন এত কাল থাকিনু পাবনায়,
মজিনু কেন বা অনর্থক খেলায়,
বড় দাদার পাশে, কেন নাহি এসে,
বুঝে সুঝে পাঠ করেছি ॥

(৩)

কত উপদেশ লিখিতেন তিনি,
মোহের ঘোরে তখন শুনেও শুনিনি,
(কেন) মোহ না ভাঙ্গিয়ে, মোহের অধীন হয়ে,
পাঠেতে বিমুখ হয়েছি ॥

(৪)

যদিও এখন বুঝি কিছু কিছু,
কিন্তু তিল তিল ক'রে পড়ে গেছি পিছু,
এবে অভ্যাসের দোষে, বাঁধা কর্ম্মপাশে,
(ওযে) ছাড়িব কেমনে ভাবিতেছি ॥

(৫)

শাসন ও চেষ্টায় যদি কিছু হয়,
বাঁধিয়াছি হিয়া সেই ভরসায়,
থাকি দাদার শাসনে, আর খাটি প্রাণপণে,
পড়িতে বাসনা করেছি ॥

(৬)

স্বর্গ হ'তে পিতা কর আশীর্ব্বাদ,

পূরে যেন এই অভাগার সাধ,

(হেথা) মাতৃপদ ধূলি লব, গুরুজনেরে সেবিব,

এরূপ সঙ্কল্প করেছি॥

মাগো বীণাপাণি, কোথা আছ তুমি,

শুনি মাগো নাকি তুমি অন্তর্যামী,

বুঝে অন্তরের কথা, পূরাইও সর্ব্বথা,

(তব) চরণে শরণ লভেছি॥

-ঃ(০)ঃ———

মাতৃ আগমনে।

এস মা জননী, জগত পালিনী,

এস ত্রিনয়নী দীন কুটিরে।

কোথা মা অভয়া, দে মা পদ ছায়া,

হেরব তব কায়া অশান্ত অন্তরে॥

অনন্ত দাদা মোদের দীন অতিশয়,

তোমারে পূজিবে আছিল আশয়,

(সুধু) ভক্তির প্রভাবে, আসিলে মা এবে,

(ওমা) আশীষ করো তবে (তাঁর) উন্নতি তরে॥

মা তোমারি তরে মিলেছি আজ সবে,
হরষিত মনে তারা তারা রবে,
উৎসবে মাতিয়া, নাচিয়া গাইয়া,
(তব) প্রসাদ পাইয়া যাইব ঘরে॥
দামোদর এবং যতীশের আগ্রহে,
লিখিতেছি কিছু তব অনুগ্রহে
"হীন হরি" কয়, অন্তরে সভয়,
(যেন) অন্তে স্থান পায় (তব) অভয় ক্রোড়ে॥

পাকুল্লা
তাং ৮ই কার্ত্তিক
১৩২১ সাল।

তোমারই
কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীহরিপ্রসন্ন সাহা

শ্রীআনন্দ কুমার সাহার বাটীতে ৺দক্ষিণা কালীর পূজাপলক্ষে।

-ঃ(০)ঃ-

মাতৃ বিদায়ে।

চলিলে মা আজি মোদিগে ত্যজিয়া
তব আগমনে, হরষিত মনে,
মোরা ছিনু গত নিশি আনন্দে মাতিয়া

কেন গো জননী হইয়ে নিদয়া,
ছিলে এত কাল মোদিগে ছাড়িয়া
যদিও বা এলে তুদিনও না র'লে'
চলিলে পাষাণী মোদিগে ফেলিয়া ॥
(মোরা) সাধনভজনবিহীন সন্তান,
বিপদে পড়িলে ক'রো মা গো ত্রাণ,
(যদি) ডাকি মা মা ব'লে, ছুটে এসে কোলে,
লইও জননী আদরে তুলিয়া ॥
(মোরা) এই আশীষ মাগি তব রাঙ্গা পায়,
(যেন) চিরদিন মতি তব পদে রয়,
(যেন) বিশ্বভ্রাতৃভাবে, (সবে) থাকি মা সদ্ভাবে,
(মাগো) পরদুঃখে যেন সদা কাঁদে হিয়া ॥

——:(০):——

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

হাসিয়া উঠিছে ধরণী আবার বীণাপাণি মাতা আগমনে;
হুঙ্কারি উঠিছে দরশন আশে, কোকিল পাপিয়া মধুর তানে
বরষের পরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
তোমারে পূজিছে শত উপচারে।
মোরা দীন অতি, কি আছে শকতি,
আসিছ মা সুধু করুণা ভরে ॥

মাঘের প্রথমে, শুক্লা পঞ্চমীতে,
পুষ্পাঞ্জলি দিব মায়ের চরণে।
আসিও ধীমান্! ক'রো দরশন,
ধন্য হব মোরা তব আগমনে॥

পাবনা (দিলালপুর) ৪ঠা মাঘ, ১৩২৬ সাল	বিনীত— দিলালপুরস্থ "বালকবৃন্দ"

-ঃ(০)ঃ-

বারুণী গঙ্গাস্নান।

তাং ৫ই চৈত্র, ১৩২৬

এস সবে মিলি, দিয়ে করতালি
গঙ্গাস্নানে যাই নাচিয়া।
মা মা বলিয়ে, দু'বাহু তুলিয়ে,
আনন্দে বিহ্বল হইয়া॥
বরষের পরে মায়ের কৃপায়
কত শত পাপীর পাপ হয় ক্ষয়,
(তাই) এই শুভদিনে, বারুণীর স্নানে,
(মোরা) এসেছি সকলে মিলিয়া

(মাগো) তোমার মহিমা করিতে প্রচার,
ভগীরথ আনিল স'য়ে দুঃখভার,
(যত) পাপী তরাইতে, এসেছ মহীতে,
(মোদিগে) তরাইও কৃপা করিয়া ॥
মোরা মহাপাপী কুলের অঙ্গার,
মা গো শরণ লইনু চরণে তোমার,
"দীন হরি" চায়, তব পদাশ্রয়,
(দিও) অজ্ঞান তিমিরে নাশিয়া।

——:(০):——

শ্রমে ভয়।

ভবে কাজ কি আমার আর খেটে।
থাকৃতে এত সহায়, কিসের বা ভয়, কেনই বা হব মুটে ॥
বাটী থেকে ঐ খাটার ভয়ে এসেছি হেথা ছুটে,
২।৪ দিন মধ্যেই ফির্বো ব'লে (এখন) ফেরার কথাই বলিনি মোটে।
আবার ভগ্নীপতি মস্ত ধনী, সবাই কাঁপে তাহার চোটে ॥
আমি আবার তাঁর বড় কুটুম খেতে দিতে হবে অকপটে,
আজ ক'মাস হ'ল ভাবছি সুধু দুঃখ আছে মোর ললাটে।
খাটতে যদি নাহি পারি কিবা দোষ এই পোড়া পেটে ॥

ভাবতাম্ বাড়ী ছেড়ে দূরে যাব রব না নিকটে।
একটী পেট বই ত নয়, যাবেই একরূপে কেটে কুটে ॥
হঠাৎ হেথায় এসে সে ভাব আমার গিয়েছে গো ছুটে,
সারা জীবন থাকলেও হেথা খেতে পাব জুটে জুটে।
লিখাপড়াতেই যদিও কাঁচা আর যদিও কিছু বেঁটে।
(আমি) আর সব বিদ্যায় পাকা পোক্ত দেখুন না কেন ঘেঁটে ঘুটে।
নিজের পেটের দু'টী ভাত নিজেও (ক'রে) খেতে পারি বটে।
কিন্তু হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলাটা পছন্দ করি না মোটে ॥
আবার সকাল হ'তেই দেখি অনেক খেলার সাথী জোটে।
দিন রাত কাটে সমান ভাবে যেন এসেছি সুখের হাটে ॥
পর পর দু'দিন সিদ্ধি খেয়েছি কালও খেয়েছি বেঁটে।
তামাক সিগারেটের ত কথাই নাই, ওসব চল্‌ছে প্রতি মিনিটে ॥

কোথা হরি দীনতারণ প্রণমি করপুটে
দিবা নিশি হয়ো প্রকাশ এই অধম "হরির" হৃদয় পটে।

কুটিয়া, বারাদি। ৭।২।২৭

—:(০):—

মজাদার।

হারে কি মজাদার ভবের বাজার দেখে অবাক্ হই।
দেখ শুনে প্রাণে প্রাণে লাজে মরে যাই ॥
হিন্দুজাতি ধর্ম্মে মজে, রাধাকৃষ্ণের চরণ ভজে.
পেঙ্গ কেটো পাখীর নামে খোঁকে ছাড়তে পারে কই ॥
বিবেকানন্দের বক্তৃতাতে, কত শত সাহেব মাতে,
আবার খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতাতে (মোরা) মাতোয়ারা হই ॥
বাহবা কেয়া মজাদার, (সাহেবেরা) হবিষ্যান্ন করে আহার,
(পেলে) সাহেবের উচ্ছিষ্ট আবার (মোরা) মনের সুখে খাই ॥

——:(০):——

দামোদর দাদার বিষয়

(১)

এক যে আছেন আমার দাদা নামটী দামোদর
মেজাজটী তাঁর বড়ই কড়া এমনি তিনি গোঁর
সকাল বেলা উঠে তিনি ছাত্র পড়াতে যান।
দশটায় ফিরে এসে পুনঃ করতে যান স্নান ॥

ঘণ্টা খানেক পরে এসে খেতে বসেন ভাত।
কাছারী থাক্‌লেই যেতে হয় নইলে কিস্তিমাৎ॥
মেজাজটী তাঁর বড়ই চড়া কিন্তু বাপের কাছে নয়।
(শুনি) পিতা তাঁকে বক্‌লে সে ঝাল দিদিমাকে শুন্‌তে হয়॥
যদি পিতা বলেন পাজি ছেলে মেরে গুঁড়ো কর্‌বো তোর
হাড়।
(মনে মনে) তিনি বলেন যে দিন পড়বে পিঠে সে দিন হব
পগার পার॥
বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে দিয়ে যে দিকে ছচোক যায় যাব।
একটী পেটের ভাত বইত নয় নিজেই ক'রে খাব॥
(তার উপর) মাতৃকুলেশন যখন পাশ ক'রেছি আমি কি
চাক্‌রীর করি ভয়।
দু তিন বৎসরে হাজার টাকা জমাইব সুনিশ্চয়॥
সেই টাকা দিয়ে কর্‌বো কারবার আর কর্‌বো বিয়ে।
(তখন) মনের সুখে কর্‌ব সংসার পুত্র-পরিবার নিয়ে॥

(২)

(আরও) বলেন পিতা শাপ দিয়েছেন মোরে পাব না
আমি অন্ন।
তা হ'লে কাশীতে গিয়ে কর্‌ব বাস, ভয় কিসের জন্য॥
(শুনেছি) কাশীতে আছে শিবের বর যে সেথায় কেউ
পাবে না কষ্ট অন্নের জন্য।
আমি কোন্ ছার কত শত মূর্খ, সেথায় পাচ্ছে নিত্য অন্ন॥

সেথায় গিয়ে একটী জায়গা কিনে ত্রিতল বাড়ী দেবো।
তখন সংবাদ দিয়ে বাপ ভাইকে আনিয়ে দেখাব॥
(অবশ্য) তারা তখন ভাতের তরে বড়ই কষ্ট পাবে।
তখন প্রত্যেকে এক একখানা বাড়ী কিনে দেওয়া যাবে॥
(আর) তাদের খরচ বাবদ প্রতিমাসে চারশো টাকা দেবো।
(আর) হাজার দু'তিন টাকা দিয়ে বাপ মাকে তীর্থে পাঠাব॥
আর ভগ্নী তিনটীও আছে যখন তাদের দিকেও চাইতে হবে।
বিশেষ কিছু না দিলেও হাজার তিনেক দেওয়া যাবে॥
আর আমার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ডের সংখ্যাও শত খানেক হবে।
প্রত্যেককে হাজার ক'রে লাখ টাকা দেওয়া যাবে॥
(আর) আমার সাধের কীর্ত্তনের দলটী বজায় রাখিতে।
মৃদঙ্গ করতাল বাবদ শতখানেক টাকা হবে দিতে॥
গোটা তিনেক ফ্রেণ্ডকে আবার কাশীতে নিয়ে যেতে হবে।
নইলে মোর সাধের তাসখেলা কেমনে চলিবে॥
তাদের বাড়ীর ভরণ পোষণ জন্য অবশ্য কিছু দিব।
এইরূপে আমার জীবন আনন্দে কাটাব॥
(৩) ওগুলো হ'লো ভবিষ্যৎ জীবনী বর্ত্তমান আরও আছে।
লিখে কি ফুরান যায় ছাই, আবার কাগজো নাই মোর কাছে।
কাগজের আবার যেরূপ দর তাতো সবাই জানেন।
তাতেই এতে যা কিছু আঁটে বলি মন দিয়া শুনেন॥
(দাদার) কাছারী যদি বন্ধ থাকে তাঁর স্ফুর্ত্তি দেখে কে?
মরা মানুষের রাগ হবে তাঁর ব্যবহার দেখ্‌বে যে॥

(ঐ দিনে) সকালবেলা পড়িয়ে এসে স্নান করিয়ে আসেন।
নাকে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েন॥
(নিজের) পাড়ায় যদি জুট্‌লো সাথী খেলা হয় বেশ।
নইলে ধীরেনবাবুর বাড়ী যান পেয়ে মনঃক্লেশ॥
দুজনের মিলনে তাঁদের দুঃখ যায় দূরে।
(তাঁরা) অনন্ত দাদার বাড়ী যান ত্বরা ক'রে॥
তথায় কৃষ্ণনাথ ঠাকুরের আছে পাব্‌লিক প্লে-রুম।
আর একটী জুটিয়ে নিয়ে হয় খেলার ধুম॥
সারাদিন খেলার পরে একসারসাইজ ক'রে আট্‌টায় ফেরেন বাড়ী।
আবার দুটো ভাত খেয়েই বেরোন তাড়াতাড়ি॥
দিদিমারা বলেন যদি, এখন হচ্ছে কোথা গমন?
(বলেন) কীর্ত্তনে যাচ্ছি ঘণ্টা খানেক মধ্যে ফির্‌ব এখন
ওদিকে আবার অন্য বাড়ীতে থাকার নিমন্ত্রণ।
সময়মত বাড়ী আসা ঘটে না কখন॥
কাজেই তাঁর ফিরে আস্‌তে হয় কিছু দেরী।
বাড়ীর লোক মনে করেন কেন হয় এত দেরী॥
নিমন্ত্রণের তাঁরা কিছুই জানেন না তাই মনে করেন অন্য।
কীর্ত্তন বুঝি শেষ হয়েছে দেরী কর্‌ছে খেলার জন্য॥
(৪) আবার একটী কথা রটেছে "ছেলেরা কি কীর্ত্তন করে।
(সবে) কীর্ত্তনের ছুতা দিয়া যায় গোকুলনগরে॥"
এইরূপে নানাজনে নানাকথা কয়।
এ সব কথাগুলো শুনে আমার বড্ড হাসি প

লোকের কথায় কি হবে দাদা! যদি শোন ভাইয়ের কথা।
সময়মত বাড়ীর কাজ ক'রো নইলে খাও মোর মাথা॥
বাড়ীর কাজ ক'রে যদি যাও কীর্ত্তনে কেউ কোনো কথা
বল্‌বে না।
তোমার বাপ মা দিদি ও মোরা মনে ব্যথা পাব না॥
নামটী আমার হরিপ্রসন্ন বুদ্ধিশুদ্ধি নাই।
(দাদা) বড় দুঃখে পড়েই বল্লুম কিছু ক্ষম মোরে ভাই॥
(আমি) বড়ই বাচাল তাইতে লিখ্‌লুম যাহা এল মনে।
(সবে) ক্ষম মোর অপরাধ, করি প্রণাম চরণে॥
বড্ড বেলা হয়ে গেল কাজের হ'ল ক্ষতি।
অতএব এইখানেতেই করিলাম ইতি॥

পাবনা
তাং ২৩শে জ্যৈষ্ঠ
সন ১৩২৫

আপনার স্নেহের—
"হরিপ্রসন্ন"

———:(০):———

সংসার সুখ।

সংসারেতে সুখের আশা দু দিন বই ত নয়।
পদ্মপত্রে জল রাখিলে তা কতক্ষণ বা রয়॥
সবাই করে সুখের আশা, সবাই চায় গো ভালবাসা,
(কিন্তু) কয় জনের বা মিটে আশা, এ সুখ চিরদিনের নয়॥

আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভগ্নী, আমার ভ্রাতা,
(কিন্তু) ম'লেরে ভাই সে মমতা, (তখন) কাহারো কি রয় ?
(যদি) আপনার আপনার হ'তো, ম'লে কি গো ফেলে
দিতো ?
(তারা) সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যজিত, (সেই) অন্তিম সময় ॥
কেন তবে মায়ার ঘোরে, আমার ভাবি সবাকারে,
ভাস্‌ছো সদা আঁখি-নীরে, (তোমার) জীবন করছো ক্ষয় ॥
দীন তারণ বলি তবে, ডাক না কেন উচ্চরবে,
(ও ভাই) তোমার সকল দুঃখ দূরে যাবে, (তখন) হবে
প্রেমোদয় ॥
"দীন হরি" কেঁদে বলে, আছি কেন মায়ায় ভুলে,
(প্রভু) দিও দেখা অন্তিমকালে, (ওহে) বিভু দয়াময় ॥

চাকরী উদ্দেশে।

কর আশীর্ব্বাদ, যেন মনোসাধ, পূর্ণ হয় মাগো বিদায় হই
চরণে।
(আমি) সদা ইচ্ছা করি, করিব চাকুরী, তারই অন্বেষণে
চলিনু এক্ষণে ॥
লেখা পড়া আর ভাল নাহি লাগে,
চাকরী করব আশা, সদা মনে জাগে,
এখন ধরেছে মা মোরে সেই বিষম রোগে,
(মাগো) তোমারে ত্যজিয়া যাই সে কারণে ॥

শৈশবকাল হ'তে কুসঙ্গেতে মাতি.
   করিতাম খেলাধূলা মাগো দিবারাতি,
এখন ঘুচেছে সে মতি, কিন্তু নিভে গেছে সে বাতি.
   মাগো, যে বাতি কেউ না পায় শত আরাধনে ॥
বহুকাল ছিনু কুসঙ্গে মাতিয়া,
   (সদা) পাপ সমুদ্রেতে নিমগ্ন হইয়া,
(এবে) সেই অভ্যাস দোষে চলেছি ভাসিয়া,
   (মাগো) স্রোতের বিষম টানে, ফিরিব কেমনে ॥
(মাগো) বড় আশা ক'রে গর্ভে ধরেছিলে,
   কত কষ্ট সয়ে আমায় পেলেছিলে,
(তোমায়) আমিও পালিব মনে ভেবেছিলে.
   (মাগো) সে আশাতে ছাই পড়্‌ল এতদিনে ॥
দীরঘ দ্বাবিংশ বরষ ধরিয়া,
   পালিয়াছ মোরে বক্ষ রক্ত দিয়া,
(আমার) সুখে সুখী হয়ে, রোগেতে কাঁদিয়ে.
   (মাগো) এই ক্রূর সর্পে পুযেছিলে কেনে ?
আমি এত যে পাষণ্ড তবু লজ্জা নাই,
   ভেসে যাবার লাগি তোমার আশীষ চাই,
(তবুও) তুমি বল কেঁদে বালাই বালাই,
   "রাজা হবি তুই বাপ, ভাবিস্ কেন মনে ?"
দীন তারণ হরি আছ কোন্ স্থানে,
   তোমারে কখনও ডাকিনি জীবনে,
(আজ) মাতার দুঃখে বড় দুঃখ পেলাম প্রাণে,

তাই যাচি পদে তাঁরে রেখো সযতনে॥
শুন মাগো তোমায় বলি শেষ কথা,
চাকরীর উদ্দেশে যাব যথা তথা,
(যদি) তোমার আশীষে টাকা পাই সেথা,
(মাগো) তবেই ফিরে আবার আসিব ভবনে॥
দেশে দেশে আমি ভ্রমিব অগ্রেতে,
প্রাণপণে চেষ্টা করিব তথাতে,
(যদি) মনোসাধ পূর্ণ না হয় ইহাতে,
(মাগো) তবে এই যাওয়াই শেষ স্থির জেন মনে॥
"মা," তোমারই কুপুত্রাধম—

"হরিপ্রসন্ন"
১৩২৭ সাল

———:(০):———

চাকরী।

কেউ কভু পরের চাকরী কর্‌তে চেয়োনা।
কেন চাকরীর আশে, পড়্‌বে ফাঁসে, সইবে যন্ত্রণা॥
যেমন পতঙ্গ ধায় আগুণ দেখে, সুখের আশায়,
আপন দোষে অবশেষে পুড়ে মরে হায়, (তারা)
ক্ষণিক সুখের আশায় প্রাণটী হারায় দেখনা॥ (তারা)

আমরা তেম্‌নি সুখের আশে চাকরী পানে ধাই,
সারা জীবন খেটেও ত ভাই জমেনা এক পাই,
তবু চাকরী তরে করযোড়ে (করি) সবার বন্দনা ॥
মাতাপিতা বাড়ী ঘর সব ছেড়ে দিয়ে,
চাকরী আশে পরবাসে আসি চলিয়ে,
যা রোজগার করি, খরচ ভারি, (আমারই) দিন ত চলেনা ॥
দিনে রেতে নানা মতে খেটেখুটে ভাই,
চোখ রাঙ্গানি কাণমলাটা খাও ত সবাই,
এ সব দেখে শুনে তবু মোদের চোখ্‌তো ফোটেনা ॥
আমিও ত ভাই ভুক্তভোগী, বুঝছি এর কদর,
আজ দু মাস হ'ল বাড়ী ছেড়ে (ঘুর্‌ছি) কলিকাতা সহর,
শেষে মিল্‌লো যদি নিরবধি সইছি লাঞ্ছনা ॥
তবু দেখেও দেখিনা, গালি শুনেও শুনিনা,
হয়ে মুটে মজুর, হুজুর হুজুর, করেও মন ত পাচ্ছি না ॥
তবু চাক্‌রী ছাড়ছি না, তবু দেশে যাচ্ছি না,
প্রাণ যায় চাক্‌রীতেই যাবে, কোন আপশোষ থাক্‌বে না ॥
কিন্তু তোমরা সবাই দেখো যেন আমার পিছু নিও না ॥

——:(০):——

আমার চাকরী

(যদি) শুন্‌বি আমার চাক্‌রীর কথা, (ও ভাই) শোন্‌না
কেন যাস্‌ চলে।
পেয়েছি এমন চাকরী মজাদারী, শুন্‌লে যাবে প্রাণ গলে॥
"B" Course Matriculation পাশ ক'রে ভাই, পড়া
ছাড়্‌লুম খেয়ালে।
ভাব্‌লেম যা শিখেছি এই বিদ্যাতেই যাবে আমার দিন
চলে॥
মা ভাইয়েতে পড়ার জন্য কত ক'রে সাধিলে।
আমি চাকরী তরে বাড়ী ছেড়ে, কল্‌কাতায় এনু চলে॥
ভাগ্যে হিমাইৎপুরের নরেন বাবু কল্‌কাতায় ছিল বলে।
তাই দু মাস ধরে অন্ন দিয়ে, প্রাণটা আমার বাঁচালে॥
চাক্‌রী চাক্‌রী ক'রে ঘুর্‌লাম সকালে আর বিকালে।
ধর্‌লুম বড় বড় অফিসার বাবু আর বড় বড় দালালে॥
কেউ বলেন চেষ্টায় আছি, (কিন্তু) জোটেনা তোমার
কপালে॥
কেউ হয়ে নীরব, দিয়ে দেয় জব, (আবার) কেউ বা দেয়
ভাই কাণমলে॥
(যখন) সকল আশায় নিরাশ হয়ে, ভাস্‌তে লাগলাম
অকূলে।
এমন সময়, দীন দয়াময়, একটী চাক্‌রী জুটালে॥

সেটী হচ্ছে প্রাইভেট টীউসানি, পড়াতে হবে বিকালে।
বেতন দেন নেত্র টাকা মাত্র ত্রিরিশ দিন গেলে॥
ছাত্রটী ভাই বড়ই ভাল, (এমন) দেখিনি ভাই কোন কালে
প্রায়ই বাসায় থাকেন তিনি কষ্ট আমার হয় বলে॥
দু চার দিবস পরেই আবার জুট্‌লো একটী কপালে।
মিত্র এণ্ড কোম্পানীতে (কাজ) রাত্রি আর সকালে॥
চারদিন বেকার খাটার পরে, নিযুক্ত সেথা কর্‌লে।
মাসে একহাত টাকা দেবেন (রোজ) তিন ঘণ্টা খাটিলে॥
অষ্ট বন্ধু এসে যখন জুট্‌লো অভাগার ভালে।
হেনকালে দ্বাদশ রাশিও আস্‌বার তরে কাঁদিলে॥
উনির আফিস্‌ খেংরাপটী সদাই তার বিষে জ্বলে।
যেতেই তথা, পেয়ে ব্যথা, ঝাঁপ দিলে আমার কোলে॥
উঠ্‌লো কোলে, ফেলি কি ব'লে, কাজেই নিনু তাই তুলে।
এখন উঠে মাথায়, সদাই কাঁদায়, দহিতেছি অনলে॥
ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে দৌড়ে কাজে যাই চলে।
নটায় ফিরে দুটী খেয়েই (যাই) দ্বাদশ রাশির গোয়ালে॥
পাঁচটা বাজ্‌লেই দু ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় মানিকতলে।
মিত্র কোম্পানীতে যাই গো (আবার) সপ্ত ঘণ্টা বাজিলে॥
তথাকার কাজ কর্‌তে কর্‌তে ক্ষুধাতে উদর জ্বলে।
যখন রাত্রি হয় ভাই এগারটা বাসাতে আসি চলে॥
প্রায়ই তখন শুক্‌নো অন্ন জোটে আমার কপালে।
কারণ আসি যবে ঘুমায় সবে আহারাদি হইলে॥

খেয়ে দেয়ে শুতে যাই ভাই বারটা একটা বাজিলে ।
আবার ভোরে পাঁচটায় রোজই উঠি, (যখন) ডাকেনা কাক
কোকিলে ॥
"আমার চাকৃরী" কদর এখন বুঝ্‌লে তোমরা সকলে ।
বিংশতি টাকা মাইনেরে ভাই মেলে একটী মাস গেলে ॥
এর উপর মাঝে মাঝে জ্বর হয় আর কুচ্‌কি ফোলে ।
আমার মনিব মশাই দেন না রেহাই এক আধ দিন কামাই
হলে ॥
এই কারণে দু চার টাকা প্রতিমাসেই কম মেলে ।
কল্‌কাতাতে বিশঁ টাকার কম কারো কি ভাই দিন চলে ॥
কাজেকাজেই দুচার টাকা ধার নিতে হয় মাস গেলে ।
(কিন্তু) সবাই ভাবে চাকৃরী কর্‌ছে কত টাকাই বা জমালে ॥
জমান ত ভাই দূরের কথা যখন ক্ষুধাতে নাড়ী জ্বলে ।
(কত) খাবার হেরি কিন্‌তে নারি ভাসি ভাই আঁখি জলে ॥
আমার চাকৃরীর কদর দেখে তোমরা কি ভাই শিখিলে ।
কেউ খেতে না পাও ক্ষুধায় মরো, (তবু) চাকৃরী ক'রোনা
ভুলে ॥
মনের দুঃখ কত কব ভাই এরূপ বছরভরে লিখিলে ।
আমার দুঃখের কথা শেষ হবে না ইতি করি তাই বলে ॥
"দীনহরি" কেঁদে ম'লো, মা কোথায় আছিস্ ভুলে ।
কুপুত্রাধম ব'লে মাগো (যেন) ভুলিস্ না অন্তিমকালে ॥

———:(०):———

আবেগ গীতি।

(এই) সোণার ভারত মাঝে আমিরে কুলের কালা,
মম সম কুলাঙ্গার কোনকালে নাহি ছিলা ॥
শৈশবেতে কুসঙ্গেতে, সতত থাকিতাম মেতে,
খেলাধূলায় মগ্ন হ'য়ে পাঠেতে করিতাম হেলা ॥
তাস, পাশা, দাবা আদি, খেল্‌তাম আমি নিরবধি,
ভাব্‌তাম কত চতুর আমি, সবার চোখে দিচ্ছি ধূলা ॥
পিতামাতা ভ্রাতা যত, ভাল যে বাসিত কত,
(আরও) সবার কনিষ্ঠ বলে, কভু সইনি দুঃখ জ্বালা ॥
পিতা ছিলেন মহৎ উদার, আজও সবে গুণ গাহে তাঁর,
যদিও তিন বরষ হ'ল সাঙ্গ তাঁর হয়েছে এ ভবলীলা ॥
মায়ের দয়া কব কত, (কোথাও) দেখিনি তাঁহার মত,
(যেন) আমি তাঁহার চোখের মণি, আমার তরে সদাই
উতালা ॥
(আবার) দাদাও করেন কত স্নেহ, (বুঝি) পায় না এমন
কেহ,
আমার উন্নতি তরে, প্রাণপণে চেষ্টা করিলা ॥
পড়ার তরে কত ক'রে, সাধ্‌লেন তাঁরা হাতে ধরে,
আমি তাহা না শুনিয়ে, চাকরীর লাগি ছুটি আইলা ॥

(এতে) যদিও কষ্ট পেলেন তাঁরা, তবু আমা লাগি ভেবে সারা।
শতলোকের চেষ্টাতেও মোর একটীও চাকরী না জুটিলা॥
যদিও এখন পেলুম চাকরী, দিনে রেতে খেটে মরি,
তবু তো আমারই খোরাক জোটেনাকো দুইবেলা॥
(আমার) চাকরীর গুমোর কব কত, মনিবের মন যোগাই যত,
(তার) প্রতিদান পাই চোখ রাঙ্গানি, তিরস্কার আর কাণমলা॥
ছুটী ত এক মুহূর্ত্তও নাই, বাঁচো মরো কাজ করা চাই।
কামাই যদি হয় পীড়াতেও কাটা যায় বেতনের বেলা॥
ভাবছি এখন মনে মনে, চাকরী করতে এনু কেনে।
আরো পড়াশুনা করলে (বুঝি) হইত না এত জ্বালা॥
আমি যেমন ঘোর পাষণ্ড, পাচ্ছি না হয় তাহার দণ্ড।
কিন্তু মা ভয়ে যে আমার তরেই কেঁদে মরছেন সারা বেলা॥
একেই মা মোর রোগে শোকে, (সদাই) জীবন্মৃত হয়ে থাকে।
আবার আমার দুঃখে জ্বললে সদা, ফুরাবে যে মোর মা বলা॥
কোথা প্রভু দয়াময়, দেহ পদতরী আশ্রয়।
অকূলে ডুবাইও না, "দীন হরির" জীর্ণভেলা॥

———:(০):———

মনোশিক্ষা।

(সদাই) খারাপ পথে যাস কেন মন, ভাল পথ কি চিনিস্ না।
চিন্‌তে যদি না পারিস্ মন তবে সাধুর সঙ্গ নে না॥

শৈশবকাল হ'তে কুসঙ্গেতে মেতে,
কুকার্য্য করিলি দিনেতে রেতেতে,
ভেবেছিলি চিতে, এম্‌নি ভাবেতে,
চিরকাল রবি মগনা॥

(কভু) শুনিস্ নি কি মন সুখে দুঃখে গড়া,
পরম পিতার সৃষ্টি এই বিশাল ধরা,
(আবার) কর্ম্মফলে হয় রোগ শোক জরা,
জন্মিলে মৃত্যু হয় তাও কি জানিস্ না॥

পাপের পথটা মন দেখেছিস্ বড়ই সোজা,
ভাবছিস্ মনে মনে পাবি খুবই মজা,
শেষে পাবি যখন সাজা, বইবি দুঃখের বোঝা,
তাইতে বলি ও মূঢ় মন ওপথে যাস্‌না॥

ষড় রিপুর বশে মোহের মায়ায়,
ভুলিয়া বিবেকে ভ্রমিছ সদাই,
(ও মন) তবু বিবেক তব পিছু পিছু ধায়।
মোহের ঘোরে একবার ফিরেও দেখিস্ না॥

শুনিলে না মন বিবেকের কথা,
বুঝিলে না মন তাঁর প্রাণের ব্যথা,

মোহমায়ায় ভুলি ভ্রমিলে সর্ব্বথা,
(তবে) কাঁদিস্ কেন এবে পেয়ে যাতনা ॥
"দীনহরি" বলে ওরে মূঢ় মন,
পাপে মগ্ন কেন রইলি অনুক্ষণ,
(এখন) সঁপি প্রাণমন (বল) শ্রীমধুসূদন,
(দেখ) কেঁদে কেঁদে ডেকে পাস্ কি না ॥

১৩২৭ সাল—

বিদেশে পূজা আগমনে।

(যখন) পূজা হবে বাড়ী যাবে ভেবেছিলে মন
বাড়ী গিয়ে মোয়া লাড়ু, খাবে অনুক্ষণ ॥
ভেবেছিলে ক'মাস পরে,
বাড়ী যাবে পূজার তরে,
পূজার ক'দিন আমোদ ক'রে,
হেরিবে স্বজন ॥
বড় আশায় ছিলে মন,
হেরিবে মায়ের চরণ,
তাঁর আদরে ভুলবে এখন,
প্রাণের বেদন ॥

ভাইপো, ভাগ্নে, আছে যারা,
আধস্বরে ডাক্‌বে তারা,
(ও মন) হবে তাতে আত্মহারা,
(বইবে) প্রেম-প্রস্রবণ ॥
সকাল হতে আস্‌বে কত,
বন্ধুবান্ধব শত শত,
সুখের দুঃখের কথা যত,
বলিবে তখন ॥
বৃথা আশা ক'রে মন,
পেলে এবে মনোবেদন,
হয়ে এখন অধোবদন,
ভাব কি কারণ ॥
(পরের) চাকর হয়ে এত আশা,
করেই এবে হলি নিরাশা,
ঠেকে এবে বুঝ্‌লি খাসা,
কভু করিস্‌নি অমন ॥

২৮।৬।২৭—কলিকাতা।

——:(০):——

§ কিঞ্চিৎ মনিব ভক্তি।

("সবাই" ও "আমির" দ্বন্দ)

বেশ্যাভবনবিলাসিনী মনিব আমাদের।
মনিব আমাদের, মনিব আমাদের, আমরা মনিবের,
মনিব আমাদের ॥
সবাই বলে তোমার মনিব থাকে রাঁড়ের বাড়ী,
আমি বলি ভালই তাদের দিচ্ছে টাকা কড়ি,
তারা যে অবলা নারী ॥
সবাই বলে তোমার মনিব কারো বোঝে না সুখ দুঃখ,
আমি বলি দোষ কিবা তাঁর, (আমার) বিধাতা বৈমুখ,
নইলে কে হ'তো ভিক্ষুক ?
সবাই বলে তোমার মনিব ছ্যাঁচড়ার এক শেষ,
আমি বলি সত্য বটে (তাঁর) চেহারা তো বেশ,
ওতেই ধন্য এ দেশ ॥
আমি বলি ওসব শাস্ত্র বচন, শুনে কত লোকে,
সবার কি ভাগ্যে থাকে ?
সবাই বলে তোমার মনিব মদ্য, মাংস খায়,
আমি বলি শুঁড়ি, কসাই, তাতেই বেঁচে যায়,
(আহা) তাঁর কি দয়ার হৃদয় ॥

§ অধম পতিত ভারতে চাকরী ভিন্ন গতি নাই। কিন্তু মনিব-ভক্তি যদি না থাকে, তবে সে কর্ম্মে কোন ধর্ম্ম নাই বরং পতন।

সবাই বলে তোমার মনিব টাকা দেয় না কারো,
আমি বলি ভালই করে, তোমরা বুঝ্‌তে নারো,
অর্থ যে অনর্থকর।
সবাই বলে তোমার মনিব পূজাতে কি দিল ?
আমি বলি কিরূপে দেবে, সব যে ষাঁড়কে দিতেই গেল,
(ওতেই) জনম তাঁর সফল হ'ল।

———:(০):———

বৌদিদির নিকট পত্র।

বৌদিদি!

বহু দিন গত হইল সময়,
তব পত্র কেন নাহি পাই (হায়)
ভুলেছেন কি তবে এই অভাগায়,
স্মরি কোন অপরাধ ?
যদিও বা কিছু ক'রে থাকি দোষ,
উচিত কি তব করা এত রোষ,
ছোট ভাই তব করে আপশোষ,
তবু কেন এত সাধিছ বাদ ?
যে দিনে গেলেন একাকী ফেলিয়া,
কাঁদিনু ক্ষণেক আকুল হইয়া,
বিশাল নগরে একাকী বলিয়া,
মনেতে বড়ই পাইনু ভয়॥

গাড়িখানা যবে হ'ল অদর্শন,
বাসায় ফিরিনু অতি ক্ষুণ্ণমন,
হেরিয়ে গঙ্গার বিচিত্র শোভন,
ক্ষণেকের তরে হ'ল সুখোদয় ॥
পথি মধ্যে হ'ল দিবা অবসান,
হঠাৎ চমকি উঠিল পরাণ,
ভবু আলোকিত হেরি সর্ব্বস্থান,
আশ্বাস পাইয়া চলিনু ত্বরা ॥
বাসায় ফিরিয়াও খাঁ খাঁ করে প্রাণ,
ভাবি কোথায় রহিল আত্মীয় স্বজন,
মাতা বুঝি কতই করিছে রোদন,
সমস্ত রজনী বহিল ধারা ॥
উঠিয়া প্রভাতে নিশা অবসানে,
বাড়িল উৎসাহ পূত গঙ্গাস্নানে,
দাদার উপদেশ স্মরি মনে মনে,
চলিনু সবার সাক্ষাৎ আশে ॥
প্রতিদিন ঘুরি সকালে বিকালে,
নাহি জুটে কাজ অভাগার ভালে,
এরূপে শ্রাবণ মাস গেল চলে,
মনে ভাবি ফিরে যাব কি শেষে ?
হেন কালে বৌদি, তদীয় আশীষে,
তিন টাকা বেতনের কাজ এক আসে,

কেহ করে ব্যঙ্গ, কেহ কেহ হাসে,
কিন্তু মনে মনে ভরসা গণিনু।
দ্বিগুণ উৎসাহে খাটি প্রাণপণ,
সংবাদ পত্র পড়ি দেখি বিজ্ঞাপন,
লাইব্রেরীতে করি গমনাগমন,
পাঁচ টাকা বেতনের কাজটী পেনু॥
দুটী কাজ পেয়ে বাড়িল আশা,
আনন্দ বর্ণিতে নাহিক ভাষা,
কিছু দিন পরে দেখিনু সহসা,
কর্ম্মখালি এক বড়বাজারে॥
বিজ্ঞাপন হেরি জিজ্ঞাসি সবারে,
খেংরাপটী কোথা বলুন আমারে,
খোঁজ পেয়ে যাই দিন দুই পরে,
(সেথা) বার টাকা বেতনে নিযুক্ত করে॥
দেড় মাস মধ্যে তিন কাজ পেয়ে,
ভাবিনু সুখী কেবা মোর চেয়ে,
তিন মনিবের মতে মত দিয়ে,
যাইতে লাগিনু প্রত্যহ কাজে॥
কিন্তু রবিবারে বিষম ব্যাপার,
(একস্থানে) ডবল্ কাজ কর্ব্বো করি স্বীকার,
(আবার) তিন স্থানেই কাজ, মন রাখি কার,
পড়িনু বড়ই সমস্যা মাঝে॥

অগ্রপশ্চাৎ আগে না করি বিচার,
তিন মনিব কোপে পড়ি বারবার,
ছাত্রের পিতা ছিলেন পরম উদার,
তাই সেদিনে দিলেন ছুটী ॥
এরূপে তিন কাজ করিতেছি বটে,
কিন্তু বৎসরেতে ছুটী না থাকায় মোটে,
পড়িয়াছি এবে বিষম সঙ্কটে,
(কারণ) রোগেতে করিতেছি দেহটী মাটী ॥
এই ক'মাস মধ্যে চার পাঁচ বার,
কুচ্‌কি ফোলা, জ্বর, পেটের অসুখ আর,
ঘুরে ফিরে পুনঃ হতেছে আমার,
কেমনে নিবারি উপায় কি ?
তবু ছোট দাদা আছেন বলিয়া,
অসুখ হ'লে সদা দেখেন আসিয়া,
(তাই) ভিজিট ঔষধমূল্য যেতেছি বাঁচিয়া,
(হেথা) রোগে টাকার শ্রাদ্ধ সতত দেখি ॥
আরও বিষম সঙ্কট হয়েছে আমার,
কণ্ট্রাক্টর টাকা দিতেছে না আর,
দু'মাসের বেতন পাওনা আমার,
(মাত্র) সাত টাকা দেছে বহু অনুনয়ে ॥
(থাই) অগ্রিম দিয়া হোটেলে খোরাকী,
অন্য খরচও কম নয় দেখি,

(এর উপর) নরেন বাবুর কুড়ি টাকা বাঁকী,
কি ক'রে চালাব আকুল ভাবিয়ে ॥
অন্য চাকরীর চেষ্টাও সাধ্যমত করি,
কত লোকের নিকট চাকরী তরে ঘুরি,
বুঝিনু না হবে সুখের চাকরী,
এ হেন পিশাচ কুলাঙ্গার ভালে ॥
গুরুজন বাক্য করি অবহেলা,
যেমন চাকরী তরে হইনু উতলা,
(তাই) পেতেছি দিতেছি সবায় কর্ম্মজ্বালা,
(চিরকাল) দগ্ধ হ'তে হবে অনুতাপানলে ॥
ভাবি হৃদয়ের ব্যথা জানাব না কারে,
কিন্তু পূর্ণ মম হৃদি দুঃখ পারাবারে,
সমুদ্র কি কভু স্থির থাকতে পারে,
তাই প্রতি পত্র ভাসে দুঃখের তরঙ্গে ॥
দাদা পত্র দেখি ভাবিবেন মনে,
(শুধু) জ্বালাতেছি তাঁরে দুঃখের আগুণে,
কিন্তু যত দিন বেঁচে রহিব জীবনে,
আরও জ্বালাইব সবার অঙ্গে ॥
তবে আছে এক প্রশস্ত উপায়,
(যেরূপ) ক্রূর সর্প হেরি বিনাশে সবায়,
সেরূপে বিনাশ করিলে আমায়,
তবে যদি প্রাণে শান্তি পান ॥

অমৃতের সেবনেও সর্প যে প্রকার,
সতত করে গরল উদ্গার,
সদুপদেশের ফলও আমার,
ফলিছে ফলিবে সপ্রমাণ ॥
সুবৃক্ষের সুফল ছিনু এককালে,
স্বেচ্ছায় ডুবিয়া তীব্র হলাহলে,
সতত দহিছি বিষের অনলে,
(আরও) দহিছি দহিব স্পর্শিবে যে
যেমতি একটী সুমিষ্ট আম,
খাইবার আশে আকুল পরাণ,
হঠাৎ বিষ্ঠায় হইলে পতন,
ত্যজে সে আশা তখন সে ॥
আমায়ও তদ্রুপ ভেবেছিলেন সবে,
দেখুন না পড়েছি বিষ্ঠার স্বভাবে,
আমারও আশা ত্যজুন এবে,
আমি যে এবে অস্পৃশ্য সবার
একবার শুধু স্নেহ মায়া ভুলে,
আপনারা সবায় একত্র মিলে,
স্মৃতি পথ হ'তে দিন মুছে ফেলে,
অথবা জীবন করুন সংহার ॥
দয়ামায়া আদি যত গুণ আছে,
সকলেই ত্যাগ করিয়া গেছে,

আপনারা কেন এখনও পিছে,
স্বচক্ষে দেখেও কি না হয় প্রত্যয় ॥
(যদি) যে কোনও গুণের কণাও থাকিত,
এ সকল দোষ ঘুচিয়া যাইত,
অভাগার জীবন ধন্য হইত,
হায় সেদিন আর হবে না উদয় ॥
দেব প্রকৃতি ভ্রাতাগণ যার,
(এমন) স্নেহময়ী বৌদি হয় ক'জনার,
ভগিনীগণের স্নেহ ত অপার,
মাতৃদেবীর ত কথাই নাই ॥
এতেতেও যে না হয় সুখী,
কেহ নাই ভবে তার মত দুঃখী,
নিতান্তই আমি ঘোর নারকী,
সুখের জীবনে দুঃখ ভাই ॥
বল দেখি বৌদি মোর মত পাপী,
দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন কুত্রাপি,
সব বুঝি পাপ করেছি তত্রাপি,
কেন হেন মতি হতেছে আমার ॥
থাকিয়া সকলে দূর দেশান্তরে,
চিঠিপত্র দেয় শান্তি দিবার তরে,
(সবে) কিন্তু মম পত্রে ভাসে আঁখি নীরে,
শোকে জ্বলে জ্বলে হয় মর মর ॥

(শুনি) যতন করিলে রতন মিলে,
কিন্তু মোরে যত্ন করি কি রতন পেলে ?
অপূর্ব্ব রতনে শোভিছ সকলে,
আহা, বুকভরা শোক চোকভরা জল॥
কাঁদুন সকলে করি হাহাকার,
(গগন) বিদার্ণ হউক শুনিলে চিৎকার,
হেরিয়া নয়নে যাতনা সবার,
হাসিব আমি খিল্ খিল্ খিল্॥
পশু পাখীদেরও দয়ামায়া আছে,
পিশাচও বুঝি নম্র ওর কাছে,
মোর দয়ামায়া সকলই গিছে,
(কারণ) পিশাচেরও অধম আমি গো এবে
স্বেচ্ছায় স্বকৃত পাপের ফলে,
জ্বলিতেছি বৌদি প্রতি পলে পলে,
না জানি আরও কত আছে ভালে,
(শুধু) কুলে কালি দিতে জনম ভবে॥
প্রাণে দয়ামায়া যদিও নাই,
লোকাচার হেতু কুশল চাই,
যোগমায়া, তারা ভাল ত সবাই,
আশীর্ব্বাদ দিতেও মনেতে ভয়॥
দাদা ও আপনি মিলি দুই জন,
করিবেন অভাগার প্রণাম গ্রহণ,

পত্র শেষ তবে করিনু এখন,
আফিস বন্ধেরও হল সময় ॥
কণ্ট্রাক্টরের জ্বর হয়েছে বলে,
একা আফিসেতে বসিয়ে বিরলে,
পত্রখানি দিনু চরণকমলে,
উত্তর দিবেন যদি না হয় ঘৃণা ॥
আমি আপাততঃ ভালই আছি,
মাঝে সাত দিন জ্বরে ভুগিয়াছি,
যোগমায়া, তারার পোষাক কিনিয়াছি,
বড় দাদার রিংও হয়েছে কেনা ॥

*　　*　　*　　*

পত্রোত্তরে আবার লিখ্‌বো,
(আপনারই) হতভাগা ঠাকুরপো,
মাথা, মুণ্ডু কি লিখ্‌লাম মনে এল যাহা,
সেবক অধম শ্রীহরিপ্রসন্ন সাহা ॥

তাং ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল।

———:(০):———

উত্তর।

(বৌদিদির)

(১)

আর না, আর না, কেঁদো না, কেঁদো না,
ঠাকুরপো তোমায় করিতেছি মানা,
কেন দুঃখ এত, কেন শিরে হানা,
ভুলিলে কি তুমি মায়ের শ্রীচরণ ?

(২)

দেখেছি বুঝেছি তোমায় বহরমপুরে,
পাপতাপানলে তোমার মাথা গেছে ঘুরে,
পাপ না করিয়ে কে আছে সংসারে,
কেন দুঃখ ? পূজ, সেব অনুক্ষণ ॥

(৩)

আমরাও অতি অধম মহাপাপী,
তাই দুঃখানলে হতেছি সন্তাপী,
দু'বৎসর ধ'রে * শোক মনস্তাপী,
দেখেও কি তোমার হয় না জ্ঞান ॥

---

* গোরাপ্রসন্ন নামে একটী দু'বৎসরের পুত্র বহরমপুরে পরলোক প্রাপ্তিতে।

(৪)

দেবতা যাঁহারা এসেছে সংসারে,
মানবজন্ম লয়ে পাপ স্পর্শ না করে,
জীব শিক্ষা হেতু আসে ধরাপরে,
স্বকার্য্য সাধিয়ে করেন গমন ॥

(৫)

আমরা হয়েছি ভোগাকাঙ্ক্ষী জীব,
তাই ভোগালম্ভে কাটাই নিশি দিব,
পাই দুঃখ পরে হই অধম জীব,
পুনঃ পুনঃ সদা আসি এ সংসারে ॥

(৬)

কত জন্মে কত ভোগাকাঙ্ক্ষা করেছি,
তাই জন্ম লইয়ে সংসারে এসেছি,
হেথায় সুখের আশা, শুধু মিছেমিছি,
কেন কাঁদ ভাই ব্যাকুল অন্তরে ?

(৭)

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দিও না দুঃখ,
শোকে তাপে সদা ভেঙ্গে গেছে বুক,
না জানি আরও কত ভাগ্যে আছে শোক,
তাই মাতাপিতা নামটী রেখেছে ॥

(৮)

জানিও সংসারে যে আলস্য করে,
পশিল সে জন পাপের আগারে,
কার সাধ্য এবে আর রক্ষা করে,
ঘোর বিলাসে সে জন ডুবেছে ॥

(৯)

কর্ম্মক্ষেত্রে এসে কর্ম্ম কর ভাই,
কাঁদিবার হাসিবার আর সময় নাই,
মায়ের শ্রীচরণ স্মরিয়া সদাই,
সাধ্য কি তোমায় পাপ স্পর্শ করে ?

(১০)

যে দিন ভুলিবে মায়ের কাজ,
সে দিন শিরে হানিলে বাজ,
যত দুঃখ পাপ আর বাজে কাজ,
আসিবে তোমার মস্তক উপরে ॥

(১১)

লইবে তখন মায়ের শরণ,
মা মা ব'লে কাঁদ, কাঁদ অনুক্ষণ,
মোরাও তাতে দিব যোগদান,
পুণ্যপথে যাব (সদা) তাঁহারে ধরিয়া ॥

(১২)

জানিও সদা এই আছে উপায়,
আর কেন ভাই কর হায় হায়,
শুধু মনস্তাপ আর ভাবনায়,
অমূল্য সময় যায় অবহেলে ॥

(১৩)

মায়ের সেবা করহ গ্রহণ,
ধরহ মোদের আশীষ বচন,
যাহাই অর্জ্জিবে করহ অর্পণ,
পুষ্ট দেহ কর মায়ের প্রসাদে ॥

(১৪)

কে আছে মোদের বিনে মাতৃদেবী
স্মররে জপরে সদা ঐ ছবি,
ভাবিতে হইলে ঐ চরণ (যেন) ভাবি,
এই ভগবান করিও অবোধে ॥

(১৫)

আর কি লিখিব শুন ঠাকুরপো,
সরল পথেতে চলিও বাপু,
মাতৃসেবায় তুষ্ট হবে বিভু,
এক টাকা দিলে লক্ষ টাকা পাবে ॥

(১৬)

মাতাপিতার ভাব জান না কি তুমি,
লও তাঁদের আশীষ সদাই প্রণমি,
তাঁদের কার্য্যেতে ধন্য হও শ্রমি,
তাঁরা তা জানিলে কত শান্তি পাবে

(১৭)

তাঁদের কৃপাতে যোগমায়া, তারা,
এবে কিছু সুস্থ হয়েছে ইহারা,
পূর্ব্বের বাসায় একা আছি আমরা,
রাজবাটী সম্মুখে শোভিছে ॥

(১৮)

মহাপুণ্যময় রাজা যে ইঁহারা,
কত কীর্ত্তি, দান, শোভে রাজ্য ভরা,
শান্তি যেন আছে এই রাজ্য ভরা,
মন্দিরাদি যেন গগন স্পর্শিছে ॥

(১৯)

আজি এবে ভাই লইনু বিদায়,
সেবার সময় চলিয়া যায়,
মিছে সময় গেলে মনস্তাপ হয়,
চলে গেল বুঝি জীবনটী মিছে ॥

(২০)

পিতার তুমি যে কনিষ্ঠ ছেলে,
তোমার জীবন যাবে না বিফলে,
তাঁদের স্নেহ ও আশীষ বলে,
সদা পুণ্যশীল হইবে পাছে ॥

আশীর্ব্বাদিকা তোমার বড় বৌদি—
"শ্রীমতী অশ্রুমতী"
পার্লাকিমিডি।

স্বদেশ-প্রীতি।

কেন ওরে মন, হলিরে এমন, এই মধুময় বয়সে।
কেন অহরহঃ করিছ রোদন, কিবা দুঃখ তব মানসে ॥
এখনই তুমি এমন ধারা,
নবীন বয়সে ধরেছে কি জরা ?
হিতাহিত জ্ঞান হইয়াছ সারা,
কেন বা কাঁদিছ সরোষে ॥
কাঁদাকাটী এখন সকলই মিছে,
যতই কাঁদিবে পড়িবে পিছে,
যা' যাবার গিয়েছে এখনও যা আছে,
(তা নিয়েও) থাকিতে তো পার হরষে।

(দেখ) নব-জাগরণে জাগিতেছে সবে,
তুমি চিরকাল এমনই কি রবে ?
বাজে চিন্তা ত্যজি ছুট দেখি তবে,
(আর) ডুবিয়া থেক না অলসে ॥

ছুটে যাও মন প্রতি ঘরে ঘরে
(সবারে) বাড়াও উৎসাহ "চরকা" প্রচারে,
যেন বিদেশী কাপড় কেহ নাহি পরে,
যেন বিদেশী জিনিষ না পরশে ॥

এ ভারত ভূমে ছিল এক দিন,
কোন কর্ম্মে কেহ ছিল নাকো হীন,
সুধু অলস বিলাসে ডুবে দিন দিন,
(আহা) কাঁদে না কি প্রাণ দরশে

দুর্ভিক্ষ

* ১৯২০।১৩২৭ সাল।

একি হ'ল হ'ল ভাই, হাহাকারে দেশ ভেসে যায় ঐ,
ধনীর আঁখিও আজ ভাসে জলে (ভাইরে),
দীন দুঃখীর ত কথাই নাই ॥

* এই সনের পূর্ব্ব বৎসর গঞ্জাম জেলায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ বৎসরাবধি থাকে। গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৩৬ ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ঐ পার্লাকিমিডির (ধর্ম্মের রাজ্য) লোকে তত কষ্ট পায় নাই। ঠিক তথাতে যথেষ্ট ধান্য হইয়াছিল। অন্য ১৬টী রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ নিজে দেখিয়াছি।

ছ'টাকা মণ ধান লাগিল, লোকে এখন কি খাবে বল,
চিনা, ভুরা, তাও যে দেশে নাই;
বুঝি কচুর ডগা সার ক'রতে হবে, (ভাইরে)
এ ছাড়া আর উপায় কৈ ॥
লোকে আর কি পরবে বল, ছেঁড়া ট্যানা করুক সম্বল,
কাপড় ত আর কিনবার উপায় নাই;
ডোর কৌপীন এঁটে, উপোসী পেটে (ভাইরে)
এসে কেঁদে কেঁদে মারা যাই ॥
রাজার দেশে যুদ্ধ হ'ল,(মোদের) দেশের জিনিষ শুষে নিল
মোদের দুঃখ দেখিল না কেউ;
ধন্য মোদের দয়াল রাজা (ভাইরে)
(মোদের আর) কোন সুখের বাঁকী নাই ॥
"দীন হরিপ্রসন্ন" বলে, কেউ শুনেছ কি কোন কালে,
এমন প্রজারঞ্জক রাজার কথা ভাই,
আমরা খাই বা না খাই, (তাঁর) গুণ গেতে হবে ভাইরে;
আমরা ম'লেও তাঁর ত ক্ষতি নাই ॥

ছাতক, কাবারী খোলা।
১৪।১।২৭

———:(০):———

শরণাগত।

(একবার) শোন্ মা ও তোর 'হরি'র কথা।
বল্ মা আর কত দিবি ব্যথা ?
জানি না মা তোর সাধনা,
কেবল তোমার নামটী বিনা,
ঢেলে দে মা কৃপাকণা, ভুলে আছিস্ বল মা কোথা ?
(আমি) কর্ম্মদোষে কুসঙ্গেতে,
আছি গো মা সদাই মেতে,
(এখনও) কুচর্চ্চা আর কুকার্য্যেতে, মতি কেন হয় গো মাতা
(ক'দিন) বড় দাদার উপদেশে,
[illegible] যাচ্ছে ত শেষ হয়ে,
কা'ল হতে কি ভাগ্যদোষে, হতেছে মা এর অন্যথা ॥
একেই মা নাই মনের বল,
(শুধু) ভরসা মা তুমিই কেবল,
এবার কি মা করলি পাগল, ভুলিয়ে স্নেহ-মমতা ॥
কি বলবো মা তোরে আর,
বলবার সাহস নাই গো আমার,
নিজ গুণে মা ক্ষমা কর (মা) আমি যে তোর পদাশ্রিতা ॥

কলিকাতা
২২শে বৈশাখ, ১৩৩০ সাল।

বৌদিদির নিকট পত্র :

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

স্নেহময়ী বৌদিদি গতকল্য প্রাতে।
স্নেহপূর্ণ পত্র পেয়ে আছি আনন্দেতে ॥
অপার করুণা তব অভাগার প্রতি।
তব ঋণে মহাঋণী আমি হীনমতি।
কিবা দিব প্রতিদান খুঁজিয়া না পাই।
এইরূপ স্নেহোচ্ছ্বাস আজীবন চাই ॥
শুধু এ জীবনে সাধ মিটিবে কি মোর।
জন্ম জন্মান্তরেও যেন পাই তব ক্রোড় ॥
আর একটী কথা বৌদি নিবেদি চরণে।
বড় ব'লে ভক্তি পেতে সাধ তব মনে ॥
মহাপাপী দুরাচার কুলাঙ্গার আমি।
কুভাবেতে পূর্ণ আমি কুপথ অনুগামী ॥
এ হেন দীনের কি হবে সে ভাগ্য উদয় ?
শুধু এক ভরসা যদি তব কৃপা রয় ॥
ভ্রমেও যদ্যপি কভু ভুলি শ্রীচরণ।
ক্ষমা ক'রে স্নেহ ক'রো এই আকিঞ্চন ॥
সদা তরঙ্গায়িত মম পাপ পারাবার।
আত্মসুখ স্বার্থাকাঙ্ক্ষা সতত আমার।

পঞ্চবিংশ বয়ঃক্রম কেটে গেল হায়।
না মিটিল ভোগাশক্তি সুখের আশায়॥

দাদার আদিষ্ট সব উপদেশগুলি।
যদিও মনেতে ভাবি ঐ ভাবে চলি॥

কিন্তু দুরদৃষ্ট বশে পারি না সকল।
শুধু প্রাতঃস্নানান্তে বই নিয়ে বসিই কেবল॥

পড়ি "কর্ম্মই সাধন, কর্ম্ম ভগবান, কর্ম্মে জন্ম নিবারণ।"
মনে বলি "কর্ম্মই কঠিন আমা হ'তে কর্ম্ম নাহি
হইবে সাধন॥"

শুধুই এইরূপ যদিও ঘটিত প্রতিদিন।
বুঝিতাম সুভাব ক্রমে আসিবে একদিন॥

কোন দিন মুখে শুধু পড়ে যাই অন্তরে ঢুকে না;
অন্তরের চিন্তা কেবল স্বার্থ উপাসনা॥

একেই দুর্ব্বল মন তাতে পাপচিন্তা আসি।
পাপানল জ্বেলে দেয় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসি—
"একদিন সত্য পথে করি বিচরণ
কি লভিলে? হ'লো কি তব অভিষ্ট পূরণ?"
আর একটী কথা বৌদি বলি গো তোমায়
সুপথে চলিতে দেখি বহু অন্তরায়
সৎ পুস্তক কয়েকখানি রেখেছি সাজায়ে,
অবসর মত পাঠ করিব মনেতে ভাবিয়ে,

বই খুলে ২।১ পাতা পড়িতে পড়িতে,
(মহা) ঘুমঘোরে নিদ্রিত হই আচম্বিতে,
কিন্তু যদি শতাধিকও নাটক নভেল পাওয়া যায়,
ঘুম ত আস্‌বে না মোটেই ক্ষুধা তৃষ্ণাও না হয়॥
এইরূপে নানা বিঘ্নে দহিছে আমায়।
প্রাণে বল দাও মাগো নাশ পাপ ভয়॥
আহা প্রাণের আবেগে, তব স্নেহ অনুরাগে,
কিবা মধুময় নামটী গো।
ফেলেছি লিখিয়ে, যা গেছে ফুরায়ে
সুদীর্ঘ বরষ পরে গো॥
প্রতি কার্য্যে প্রতি পত্রে, প্রতিদিন প্রতি রাত্রে
তব স্নেহবাণী ভাবি গো।
তাই বুঝি আজ, ত্যজি লোক লাজ,
(প্রাণ) তোমারেই বলিল মাগো॥
শুনেছি লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়ারে মাতৃ সম্বোধনে,
আজীবন করেছেন সেবা মাতৃসমজ্ঞানে।
আমি অতি দুরাশয়,
না হবে সে ভাগ্যোদয়,
বিশেষতঃ তব স্নেহ আত্মজ সন্তানসম,
(তাই) ভাই ছেড়ে বাপ্ বলে পুরাবেন সাধ মম॥
'বাবা হরি' বলে পত্র তো মা বহুকাল পাই না।
তাই বুঝি দিবানিশি ভুঞ্জি এত যাতনা॥

হয়েছি কি দিশেহারা
মা থাকিতে মা হারা (আমি)
একবার বাবা বলে ডাক্‌লে জুড়াবে মোর প্রাণ।
মায়ের টানে পাপ তাপ হ'তে নিশ্চয় পাইব ত্রাণ॥
সন্তান ত্যজিয়ে, নির্দ্দয় হইয়ে,
মা কি কোথাও যায়?
বুঝিনু নিশ্চয়, ত্যজি জীর্ণকায়,
তোমারি অন্তরে রয়।
তাহার প্রমাণ, প্রত্যক্ষ শ্রবণ,
মা লিখ্‌তো খেতে আম।
তোমারি পত্রেতে, পাইনু দেখিতে,
সেই আদেশ "খেও আম"।
তাই বলি মা, আর ভুলাইও না,
সন্তানে লও গো বুকে।
তব ক্রোড়াশ্রয়ে, পাপ বিনাশিয়ে,
রহিব পরম সুখে॥
মায়ের নামেতে ৬০৲ টাকার সেয়ার,
আজ হ'তে মা হ'লো গো তোমার,
ব্যাঙ্কের টাকা পেলে এইবার
তোমারই তা হবে।
সেয়ার সার্টিফিকেট্‌খানি,
নিতে যদি চান আপনি,

লিখ্‌লে পাঠাব তখনি,
যেরূপ আদেশ দিবে॥
প্রতি মাসে একটী টাকা,
এ মাস হতেই পাবে দেখা,
আবশ্যক মত হলে লিখা,
যে কোন জিনিস তরে।
সাধ্যমত অবশ্যই,
পাঠাবার চেষ্টা কর্ব্বোই,
এতে যদি বিমুখ হই,
বাজ পড়ে যেন শিরে॥
সময় সময় সংসার চিন্তায় করে আকুলিত,
মেজ দাদার ব্যবহারে বড় হয়েছি ব্যথিত।
হঠাৎ ইতিমধ্যে আমাদের বাসায়,
দিগেন্দ্রনাথ সাহা আসি উপনীত হয়॥
জিজ্ঞাসিতে সুদের টাকা পেয়েছেন কিনা।
বলিলেন ৭।৮ মাস হ'তে আদৌ পাই না॥
অথচ আমি মেজ দাদার কাছে গত মাঘ মাসেতে।
চৈত্র পর্য্যন্ত শোধ করি পাঠায়েছি সবেতে॥
এরূপ হইলে মোদের কি হবে উপায়।
তাঁহাকেও দিই আমি যখন যা চায়॥
ইহাতেও এইভাবে সব সংসারে চালিলে,
খুচরা দেনা শোধ নাহি হবে কোন কালে।

নিজে খাই বা না খাই কায়ক্লেশে কত,
পাঠায়েছি ৭।৮ জনের টাকা শোধিয়া হিসাবমত ॥
সে সমস্ত টাকাগুলি দিতেছেন কি না।
২।৩ খানা পত্র লিখেও জান্‌তে পাচ্ছি না ॥
এ হেন ব্যবহারে দয়া কার হয় ?
ভবিষ্যতে এক পয়সাও দিব না তাঁহায় ॥
এ কথা স্পষ্টই আমি লিখেছি তাঁহারে।
তাই বুঝি পত্র আর দেন না ক্রোধভরে ॥
বড় দাদা পুনঃ বদ্‌লি হইলেন আস্কায়।
অবশ্য মঙ্গল তরে মায়ের ইচ্ছায় ॥
তবে মায়াময় জীব মোরা বুঝিবারে নারি।
তাই এত দুঃখ বোধ অধৈর্য্য হয়ে পড়ি ॥
কি মাসে কোন্ তারিখে যাইবেন তথায়।
যথাযথ লিখিবেন উত্তরে আমায় ॥
তাঁর পত্রোত্তর হতে কেন মা বঞ্চিত।
তিনি কি আমার প্রতি হয়েছেন কুপিত ?
অজানিত অপরাধে যদি দোষী হই।
ক্ষমিয়া পত্রোত্তর দিতে বলিবেন অবশ্যই ॥
আগতকাল রবিবার ছুটী আছে মোর।
শনিবার রাত্রি প্রায় হয়ে এল ভোর ॥
একখানি পত্র লিখ্‌তে এক রাত্রি গেল।
ঘুম্‌টী হইল জব্দ একটু লাভ হ'লো ॥

বড়দিদি, ছোটদিদির সংবাদ প্রায়ই পাই।
বড়দিদিরা ভালই আছেন, ছোটদিদিরাও তাই॥

তবে জামাই বাবুর নাকি বুকের বেদনা তাই।
কুষ্টিয়াতে বাসায় আছেন ভয়ের কারণ নাই॥

হেথায় আমরা দু'ভাই কুশলেই আছি মা।
পত্রোত্তরে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা॥

আমার আর একটু সুখের কথা করুন শ্রবণ।
মা'র ঘরটীতেই একা আছি অনুক্ষণ॥

নিজের লণ্ঠন আর বিছানাদি লয়ে।
একটু স্বাধীনভাবেই আছি আগেকার চেয়ে॥

রোজ সকালেতে স্নানপাঠাদি সারিয়া।
কিছু জলযোগ করে কাজে যাই বাহিরিয়া॥

সে জন্য ছোট একটী মেটে কলসী কিনিয়াছি।
চিড়া ও মিষ্টি কিছু কিনে রাখিয়াছি॥

আম তত এখানে এখনও লাগেনি উঠিয়া।
সস্তা হ'লে দু' একটী খাইব কিনিয়া॥

আশাকরি শ্রীমান শ্রীমতীসহ আপনারা।
কুশলেই আছেন, পত্রোত্তর দিবেন ত্বরা॥

অধমের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবে সবে।
শ্রীমান শ্রীমতীদিগে আশীর্ব্বাদ দিবে॥

অধিক আর কি লিখিব রাত্রি শেষ হ'লো।
অতএব এইখানেই ইতি করা গেল॥
শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

সেবকাধম—
স্নেহের "হরি"

উত্তর।

(বৌদিদির)

শ্রীশ্রীচরণ সহায়। ১০ই মে।

পরমকল্যাণবরেষু—

ভাই, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আশাকরি সদাসর্ব্বদা তোমাদের শারীরিক কুশল সংবাদে সুখী করিবে। তোমার দাদার সহিত সত্বর দেখা হইবে। তিনি বদলি করা জন্য ৩ তিন মাসের ছুটী লইয়া ৺পুরী-ধামে তিন দিন হইল গিয়াছেন। ঠাকুরঝিকে দর্শন করাইয়া বাড়ী যাইবেন। শ্রীমানদের লইয়া আমি বাসাতে আছি। তুমি বুড়িদিদির কাছে আহারাদি করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। তোমাকে মায়ের ন্যায় যত্ন করিয়া খাইতে দেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

আমার কথা তাঁহাকে বলিবে। ভগবান কি চিরজীবন কষ্ট দেন; তাঁহার কি দয়া নাই? আমরা মহাপাপী কিছু বুঝিতে পারি না। ভাই তোমাকে আর একটী কথা লিখি। প্রাণের কথা প্রকাশ করিও না। সমস্ত বিষয় সহ্য কর, তাহা হইলে তোমার গুণ বৃদ্ধি হইবে। গুরুজন অন্যায় করিলেও তুমি তাঁহার প্রাণে কষ্ট দিও না। কাহারও মনে কষ্ট দিও না, তাহাতে পাপ হয়। যে যাহা শুনিতে ভালবাসে না, তাহাকে সে কথা লিখিয়া কষ্ট দিও না। তুমি সৎপথে চলিয়া মাতাপিতার শ্রীচরণে ভক্তি রাখিলে অবশ্য ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। ভাই আমি তোমার টাকা কিংবা জিনিষের আশা করি না। তোমার ভাল দেখিতে চাই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্রের বুকপোষ্ট ভাল না হওয়াতে চার পয়সা দিয়া লইয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার বৌদিদি।

এই পত্রের উপর লাল কালিতে হরিপ্রসন্নের নোট—

মাতৃস্বরূপিনী বৌদিদি, তুমি এমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াই তো আমাকে স্নেহের জালে আবদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু আমি যে বড় মহাপাপী। তোমার স্নেহের ঋণ শতজন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে হৃদয়ের সমস্ত কুভাব দূর হইয়া পবিত্র নির্ম্মলভাব আইসে।

গুরুআজ্ঞা বলবান্।

১৬।৫।২৩

দাদা!

আজ যে বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ভয়ে প্রাণ বড়ই ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, কি করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কর্ত্তব্য পালনই বড় কি আদেশ পালনই বড়। গতকল্য নিজে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি "আজ যথাসময়ে নিয়মিত কাজে উপস্থিত হইব।" এদিকে বাসায় আসিয়া শুনিলাম আপনার আদেশ—"যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ যেন হরি অপেক্ষা করে।" কি করিব কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। কাল আপনার আদেশ সত্বেও কাজে যাই নাই সেই পাপেই বোধ হয় আজ এই সমস্যায় পড়িয়া আতঙ্কে সারা হইতেছি। বড়ই ভয় ও লজ্জা হইতেছে আজ কি করিয়া গিয়া মুখ দেখাইব। প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইতে চলিল তবুও আপনার দেখা নাই। দাদা, কৃপা করুন, শীঘ্র আসিয়া আমাকে মুক্তি দিন। আমি যে পিঞ্জরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। মাগো বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি। করুণাময়ী কৃপাকণাদানে কেন বঞ্চিত করিতেছ? আমি মহাপাপী, তাই এত দুঃখ এত কষ্ট; শান্তিময়ী মা

আমার প্রাণে শান্তি দাও মা। মা মা মা এস মা, লহ মা, তোমার আদরের ধন হরিকে ক্রোড়ে লইয়া অভয় দাও মা, শান্তি দাও মা।

গুরুজন আশীর্ব্বাদ।

২৭।৫।২৩

পিতামাতা, দাদা, বৌদিদি ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জনের প্রাণের টান থাকিলে ও শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিলে মহাপাতকীরও মহাকল্যাণ সাধিত হয়। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি। এমন কি পাপ আছে যাহা আমি করি নাই। সর্ব্বদা কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কুপুস্তক পাঠাদিতে কুচিন্তানলে দগ্ধ হইতেছিলাম। দিন দিন পাপের মহাসমুদ্রে প্রবল বেগে ছুটিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু কি শুভক্ষণেই আমার প্রাণের অশান্তিরাশিপূর্ণ পত্র পরম পূজনীয়া মাতৃস্বরূপিণী বড় বৌদিদির শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছিলাম, তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বড় দাদাকে পাঠাইয়া সতুপদেশ দিয়া স্রোতের মুখ হইতে টানিয়া লইয়া অপার স্নেহের জলে অভিষিক্ত করিয়া আমার পাপকালিমাময় প্রাণে সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রাণে শান্তির উৎস বসাইয়া দিতেছেন; যাহা আগে স্বপ্নের অতীত ছিল,

আজ তাহা আমার করায়ত্ত হইয়াছে। প্রতি কার্য্যেই প্রতি বিষয়েই তাঁহাদের অপার করুণারাশি প্রতিফলিত হইতেছে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর সামান্য হোটেল-ওয়ালী পর্য্যন্ত আপন নাতীর মত আদর যত্নে কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিতেছে। মাঝে ২ ত মাছ দুগ্ধ দিয়া অপরিসীম স্নেহের পরিচয় দিয়াই থাকে, আজ কিন্তু আরও একটী ব্যাপারে বড়ই পুলকিত হইয়াছি। একজন একটী ভাল আমের আধখানা তাহাকে খাইতে দিল, যাহার আম সে খাইয়া বলিতে লাগিল খাইয়া দেখ কি সুন্দর আম। আচ্ছা খাব পরে বলিয়া বসিয়া রহিল। তাহার প্রিয় সত্যনারায়ণ বাবু, সন্তোষ বাবু প্রভৃতি ৩.৪ জন খেতে বসিয়াছিল; একে একে সবাই খাইয়া উঠিয়া যাইতেই, সেই আমখানি আমার পাতে পতিত হইল। আমি দেখিয়া অবাক যে এতগুলি লোকের মধ্যে এই মহানারকীই তাহার একমাত্র প্রিয়. নতুবা নিজের মুখের খাবার তাহা আবার অতিমিষ্ট শুনিয়া এক মা ছাড়া কে নিজে বঞ্চিত হইয়া পরের মুখে তুলিয়া দিতে পারে? কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! আমরা আপন ভাই, ভগিণী, ভাইপো, ভাগ্নে বা পিতামাতাকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারি না, আর আমি নিঃসম্পর্ক সামান্য হোটেলের খরিদ্দার হইয়া এত স্নেহভাজন, এত আদরের হইলাম কি করিয়া? আমার আকৃতি কদর্য্য, বাক্য

কর্কশ, ব্যবহারও ভাল নহে। তবে কোন্ গুণে আমাকে এত আদর এত যত্ন করে, ইহাই গুরুজনের, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জনের প্রাণের আশীর্ব্বাদ। কিন্তু কি অকৃতজ্ঞ আমি যে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিলাম না বা কাহাকেও এই স্নেহের প্রতিদান দিতে পারিলাম না, আমার কি হবে? মা মা আমায় রক্ষা কর মা; আর পাপসাগরে ডুবাইয়া অশান্তি অনলে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিও না; আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল, কৃপা কর মা, রক্ষা কর মা, ক্ষমা কর মা, দয়া কর মা।

কিঞ্চিৎ সংবাদ।

সন ১৩৩০ সাল।

(বড় দাদার নিত্যক্রিয়াদির খাতা হইতে উদ্ধৃত)

প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ তোমায় বুঝ্‌তে পেরেছি।
যে দিনেতে ভাবে প্রাণে কথা শুনেছি॥
অতি সুন্দর মনোহর প্রেম ভাব দাতা।
ঐ ভাবের বলে অবহেলে সবই সৃষ্টিকর্ত্তা॥
আনন্দ ও ভাবেই খেল তুমি সবার হৃদে।
ভক্তজনে 'তুমি' কৃপা কর পদে পদে॥

তোমার তরে হৃদয় মন সাজিয়ে রেখেছি।
যে দিনেতে হৃদয় মাঝে বাঁশী শুনেছি॥
দেওয়া ভাব দেওয়া কার্য্যে সদা দিয়ে মন
'আমি' হারা হয়ে তোমায় কর্‌ব আকর্ষণ
হৃদয়, প্রাণ, গৃহ, ধন সব সঁপে দিব।
শ্রীচরণ স্পর্শ পেয়ে কবে মূর্চ্ছা যাব!

মাতৃ আশা।

"যাও পুত্র উন্নতির উচ্চ শির পরে।
মাতা পিতা গুরু গুণ প্রচার সংসারে॥
প্রতি চিন্তা, প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য তরে।
স্মরণ মনন কর শ্রীভগবানেরে॥
প্রেম, জ্ঞান, সেবানন্দে মাতাবে বিশ্বেরে।
বড় আশা বহু দিন রেখেছি অন্তরে॥
বিশ্বাস করিও শুধু মোরা সব দাতা।
সুরে সুর মিলাইয়ে নাশ দরিদ্রতা॥
ভক্তি, সেবা সুরে মেতে 'আমি' ভুলে যাও।
পূর্ণানন্দে দিব মোরা তুমি যাহা চাও॥
লীলাচ্ছলে ভাল মন্দ হইয়াছি মোরা।
মহাবিশ্ব প্রেমে বাঁধ সর্ব্ব বসুন্ধরা॥

বহু পাপ করিয়াছি ভেব না কখন।
সর্ব্ব চিন্তা, কার্য্য মোদের করহ অর্পণ ॥
'আমি চিন্তা, ভোগসুখ স্পর্শ না করিবে।
সর্ব্বাত্মারে সেবি শুধু মোদেরে তুষিবে ॥'

-:*:

দুরদৃষ্ট।

(সন ১৩৩০ সাল, ১৯শে আষাঢ়, বুধবার)
অনেকেই মনে মনে বহু আশা করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনে সাধ নাহি পুরে ॥
কেহ ভাবে হব রাজা, (কেহ) হতে চায় সুখী।
কারো প্রাণ ব্যাকুলিত প্রিয়রূপ দেখি ॥
কেহ শুনি আশাবাণী হরষিত মনে।
আশাপূর্ণ লাগি দিন সততই গুণে ॥
হবে কি না আশাপূর্ণ সদা এই ভয়।
আশালোক যত দেখে তত হর্ষ হয়।
নিঠুর অদৃষ্ট দোষে (আর) বিধির বিধানে।
নিরাশ হইলে তার বুকে বজ্র হানে ॥
মণিহারা ফণী যথা হয় ক্ষিপ্তপ্রায়।
ততোধিক বিষানলে দহে তার কায় ॥

———:*:———

ক্রন্দন।

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কি গো এ জীবন হবে ক্ষয়।
সুখ দুঃখে গড়া জগৎ তবে কেন লোকে কয়॥
শৈশবে মাতৃ কোলেতে, ছিলাম বল কি সুখেতে,
(তখন) পরমুখাপেক্ষী ছাড়া না ছিল কোন উপায়।
বাল্যেতে কিঞ্চিৎ সুখে, তবু লেখাপড়ার দুঃখে,
গোলামী সুখের আশায় না হইত সুখোদয়॥
কৈশরে মিশি কুসঙ্গে, যদিও ছিলাম মহারঙ্গে,
পিতামাতার তিরস্কারে দহিত সদা হৃদয়॥
যৌবনের প্রারম্ভেতে, নিয়োজিত গোলামীতে,
দিন রাত খেটে যা উপায় করি আমার পেট চলা দায়।
(হেরি) সংসারের দুঃখরাশি, সদা দুঃখানলে ভাসি,
কভু কাঁদি কভু হাসি ভাবি সুখের আশায়॥
নিজের পেট চলাই দায়, তবু বিয়ে করাই চাই,
(যেমন) সুখ আশে মরে পুড়ে পতঙ্গ আলোতে হায়।
জেনে শুনে খেয়ে গরল, না শুখাইল আঁখি জল,
আত্মসুখ আর স্বার্থচিন্তায় এ জন্ম গেল বৃথায়॥
(আজ) কোথা স্নেহময়ী মাতঃ, (তব) হরি আজ মর্ম্মাহত,
আদরে লও গো বুকে, নাশি পাপতাপ ভয়॥

২৬।৭।২৩

———:(০):———

দিদির পত্র।

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব

ভরসা।

পুরীধাম

(মাতৃআশ্রম)

কল্যাণবরেষু,

ভাই হরিপ্রসন্ন, এইমাত্র তোমার একখানা পত্র পাইয়া প্রাণ বড়ই ব্যাকুলিত হইল। আমি তোমাকে বার বার বুঝাইয়া পত্র লিখি বা বলি তাহা তুমি বুঝ না। বার বার পাগলের মত মনে যাহা আইসে তাহা লিখ। কি করিব ভাই আমি সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথের নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা ও কাঁদাকাটী করিতেছি। তিনি দয়াময় অবশ্যই তোমার প্রাণে শান্তি দিবেন। মা মা করিয়া কাঁদিয়াছিলে বা স্বপ্ন দেখিয়াছিলে সেটা তোমার মঙ্গলের জন্যই। তাহাতে ভীত হইও না। আশঙ্কা করিও না। তোমার বড়দাদা পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ভরসা করে, শ্রী৺জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পড়ে আছেন। জগন্নাথের প্রসাদাদি পেয়ে মঙ্গলেই আছেন। ভাই, তোর মন যদি পুরীধামে আসিতে চায় তাহা হইলে চারি দিনের ছুটী লইয়া এই পত্র পাঠ মাত্র চলিয়া আসিবা। তাহাতে

কোন দুর্ভাবনা ভাবিও না। যত সত্বর পার আসিবার চেষ্টা করিবা। তুমিও দেবীপ্রসন্ন আমাদের প্রাণের আশীর্ব্বাদ জানিবা। শ্রীমানেরা শ্রীমতীরা ভগবান কৃপায় ভাল আছে জানিবা। আমি বাটীর পত্রাদি না পাইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি। ভগবান কৃপায় শ্রীমানেরা কুশলে থাকুক এই প্রার্থনা। পত্র পাঠ তোমাদের কুশল সহ পত্র লিখিয়া আমাদের প্রাণে শান্তি দিবা। ইতি—

পুঃ। তোমার আসার বিষয় বধূমাতা ও বড়দাদা প্রফুল্লচিত্তে বলিতেছেন, আমিও বলিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমার বড় দিদি

:*:-

পত্রোত্তরে।

(৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল)

(আর) কেন মিছে কাঁদাকাটী ?
যতই কেন কাঁদ না তোমরা ততই আমি হব মাটী ॥
(ভবে) হাসাতে তো সবাই আসে
পারে না কেবল কর্ম্মদোষে,
আমার কান্না শুনে কেঁদে কেঁদে
(পুনঃ) হাস্‌বে যখন বুঝ্‌বে খাঁটী ॥

বড় আশায় লিখেছ দিদি,
ওখানে গিয়ে হাসি যদি,
তোমার সে আশাতেও বাদ সাধিব,
(তখন) কেঁদে খাবে লুটোপুটী ॥

বিশ্বাসেতে হয় সকলি,
(আমি) হই অবিশ্বাসের পুতুলি,
যার হবার হয় তার একেই হয় গো,
আমার হবে না থাকৃতে এ দেহটী ॥

(সবাই) যেতে যখন লিখেছ পুরী,
যেতেও আমি তৈয়েরী,
কিন্তু ফির্‌তে বল্‌লেও আর ফির্‌ব না,
জানিয়ে রাখ্‌ছি মোটামুটী ॥

জগন্নাথ দেখে ফির্‌বে এ মন,
ভরসাও হয় না তেমন,
যদি অঘটন ঘটে এ ভালে,
(তবেই) বুঝ্‌বো তোমাদের কাঁদা খাঁটী ॥

হায় জগন্নাথ দুঃখহরা,
(আমি) কি তোমার জগৎ ছাড়া ?
(অগাধ) পাপসাগরে দিশেহারা,
(একবার) দেখাও রাঙ্গাচরণ দুটী ॥

(তোমার) স্বভাবেতে কুভাব নাশি,
অহঙ্কারে করো মাটী,
প্রাণে ভক্তি-বারি ঢেলে দিয়ে,
ঘুরাও আমার রসনাটী ॥
(শুধু নামামৃত পান করার লাগি)

৭।৮।৩০
কলিকাতা।

-:*:-

পুরীধামের বাটীর বর্ণনা।

আহা কিবা পরিপাটী, পুরীধামের বাড়ীটী,
মন মাতান প্রাণ জুড়ান স্থানটী বটে এই,
স্বার্থচিন্তা, খুঁটীনাটীর লেশটী মাত্র নেই,
এমন স্থান আর জগৎ মাঝে কোথা পাবে তুমি,
জগন্নাথের মাটী এ যে যেন স্বর্গভূমি ॥

রাত্রি শেষে জাগি যবে, সমুদ্রের হুঙ্কার রবে,
জাগায় যেন সবার প্রাণে জগন্নাথের স্তুতি,
আনন্দে প্রাণ নেচে উঠে হই না হীনমতি,
এমন স্থান আর জগৎ মাঝে কোথা পাবে তুমি,
জগন্নাথের মাটী এ যে যেন স্বর্গভূমি ॥

প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ে, কি আনন্দ দেখ্‌তে চেয়ে,
রোহিতরাগে, পূর্ব্বদিকে কিবা হাসির ছটা,
এমন কালে দুঃখে জ্বলে কাহার বুকের পাটা ?
এমন স্থান আর জগৎ মাঝে কোথা পাবে তুমি,
জগন্নাথের মাটী এ যে যেন স্বর্গভূমি ॥

নাইতে গিয়ে কিবা রঙ্গ, (যেন) খেল্‌তে আসে তরঙ্গ,
সবার সাথে কত মতে করে যেন খেলা,
(কারেও) ফেলে দিয়ে চুবুন্ খাইয়ে রগড় করে ভালা,
এমন স্থান আর জগৎ মাঝে কোথা পাবে তুমি,
জগন্নাথের মাটী এ যে যেন স্বর্গভূমি ॥

(আবার) জগন্নাথ দর্শনকালে, কি আনন্দ প্রাণে খেলে,
কত রূপে কত ভাবে দর্শন দেন তিনি,
যেরূপেতে যেভাবেতে দেখ্‌তে চান যিনি,
এমন স্থান আর জগৎ মাঝে কোথা পাবে তুমি,
জগন্নাথের মাটী এ যে যেন স্বর্গভূমি ॥ ১১।৮।৩০

পুরীধাম।

আক্ষেপ।

কত আশা ক'রে আমি এসেছিলাম পুরী।
সকল আশায় হলেম নিরাশ তাইতে ভেবে মরি।

আশা ছিল হেথা হবে জগন্নাথের দয়া।
ধন্য হয়ে কর্ম্মে পুনঃ যাইব ফিরিয়া॥
মাস খানেক স্থলে চারি মাস গত হ'ল প্রায়।
দিনে দিনে দুঃখরাশি বাড়িতেছে হায়॥
বড়দা, বৌদি, বড়দি শুধু আমার হিতের তরে।
দিবানিশি করেন চিন্তা ভাসি আঁখি নীরে॥
কেঁদে কেঁদে বলেন তাঁরা "কেন কাঁদিস্ ভাই।
তোর দুঃখ দেখ্‌লে প্রাণে বড়ই আঘাত পাই॥
তুই যে মোদের প্রাণের হরি সবার ছোট ভাই।
কিসে তোর মঙ্গল হবে ভাব্‌ছি সদাই॥
পিতামাতা সঁপে গেছেন মোদের হাতে তোরে।
মা মা বলে কাঁদিস্ কেন আমরা কি কেউ নইরে॥"
(তাঁদের) আবেগ ভরা প্রাণ কাঁদান কথা শুনি যবে।
(ভাবি) আমার মতন সৌভাগ্যবান্ কেহ নাই এই ভবে॥
ক্ষণেক পরেই সেই ভাবটী কোথা ছুটে যায়।
"এঁদের লোক দেখান ভালবাসা" কে যেন কয়॥

অম্‌নি স্বার্থচিন্তা আসি, নাশিয়া সুভাবরাশি,
দেখায় মোরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে।
"দাদা যদি তোদের হবে, দেনা কেন শোধে না তবে,"
তাহা শুনি নেচে উঠে হিয়ে॥
"যাঁদের সংসারে দেনা, কেমনে যায় বাটী কেনা,
হাজার টাকা মণ্ডপ তুলিতে।

দেনার উপর দেনা ক'রে, তোদিকে প্রাণেতে মেরে,
কাজ কিবা বাটী মেরামতে ?
দু'ভায়ে যা করিস্ উপায়, তাতে পেট চলাই দায়,
নিরুপায়ী অপর একজন।
দাদা যা উপায় করে, তাঁর খরচও ত কম্ নয় রে,
আবার তিন কন্যা দিছে ভগবান॥

সুবুদ্ধির কথা ঃ—

তাদের পালন ক'রে, তোদিকে সাহায্য করে
এমন অবস্থা নহে তাঁর।
তবু শুধু ভক্তি বলে, বাপ মার ইচ্ছা বুঝে চলে
(করি) পূজা পার্ব্বন সাধু সেবা আর॥
বিশ্বাসে সকলি হয়, অবিশ্বাসে ডুবে যায়,
যেমন তোরা ভাই তিন জন।
দাদা তোদের স্থিরমতি, সদা আনন্দেতে মাতি,
ধর্ম্মে কর্ম্মে কাটায় জীবন॥
তোরা খুঁজ্‌বি আত্ম-সুখ, তাঁর কাছে তা মহাদুখ,
তাঁর কাছে না পাইবি তাহা।
যাবি যদি রসাতলে, পৃথক হ তা হইলে,
(তাঁর) বুকে শেল বিঁধিবেক যাহা॥
যদি পুত্র দুরাচার হয়, পিতা কি ত্যজে তাহায়,
(করে) সদা তার মঙ্গল কামনা।

তোরাও হইলে ভিন্ন, (তিনি) কাঁদিবেন তোদের জন্য,
অন্তরে পাইয়ে বেদনা ॥
তোদের জ্যাঠা মহাশয়, বলেগেছেন মৃত্যু-সময়,
"ভায়ে ভায়ে পৃথক না হবি।"
(শুধু) সেই আদেশ পালন তরে, দাদা তোদের হাত ধরে,
বলেন "ভাই কেন রে ডুবিবি ॥"
বয়সে প্রবীন যাঁরা, বুদ্ধিহীন নহে তাঁরা,
দৃঢ় মনে স্মরি তাঁদের আজ্ঞা।
সদা চলে যেই জন, সেই ত পুরুষ রতন,
স্বার্থচিন্তায় করে সে অবজ্ঞা ॥
বুঝে এখন দেখ মন, ভেবে কর নিরূপণ,
ক'রে যেন ভাবিও না শেষে।
বিষম অনুতাপানলে, সতত মরিবে জ্বলে,
প্রাণ যাবে দারুণ আপ্‌শোষে ॥
হা প্রভু জগন্নাথ, যদি জগতের নাথ (তুমি)
পতিত পাবন দুঃখহারী।
বুদ্ধি দোষে পাপ ক'রে, সদা দুঃখে জ্বলে মরে,
মহাপতিত এ অনাথ "হরি" ॥
জানিনে তোমার স্তুতি, আমি অতি হীনমতি,
স্বার্থচিন্তা স্বসুখে মগন।
তুমি যদি নিজ গুণে, কৃপাকণা বিতরণে,
না ফিরাবে এই মূঢ় মন ;

কেঁদে কেঁদে দিন ফুরাবে, আমা লাগি কাঁদ্‌বে সবে,
দাদা, বৌদি আর দিদিগণ।
আমার না হয় পাপের ফল, তাঁদের কেন অশ্রুজল,
তাঁরা দুঃখী (শুধু) আমারই কারণ ॥
তাই ওহে হৃদয়-স্বামী, সকাতরে বলি আমি,
তাঁদের দুঃখ কর নিবারণ।
বুঝিয়া মনের কথা, কর তব ইচ্ছা যথা,
এই মোর শেষ নিবেদন ॥

পুরী,
২৭ ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল।

দুটী দোষ।

(কেন) মন হ'ল গো এমন ধারা ?
দিবানিশি চায় আত্ম-সুখ হ'য়ে যেন পাগলপারা ॥
গুরুজনের অবাধ্য হয়ে ঘুরে বেড়ায় পাড়া পাড়া।
(তাঁরা) দিবানিশি মরে কেঁদে আমা লাগি ভেবে সারা ॥
বলেন তাঁরা "চল মোদের মতে হইয়ে আপন হারা।
তোর পরম সুখে দিন কাটিবে দেখে সুখী হব মোরা ॥"
বলেন তোর আত্মবুদ্ধি, স্বার্থচিন্তাদুটীই সর্ব্বনাশের গোড়া।
তাতে অনেক বন্ধু জোটে ভাইরে, কিন্তু যে তারা মস্থরা ॥

"আদেশ পালন" মহামন্ত্র বলেই (আজ) রাজ্য চালায়
ইংরাজেরা ॥
ঐটী অমান্য ক'রেই অধঃপাতে যাচ্ছি মোরা ॥
(ও মন) আত্মসুখ আর স্বার্থচিন্তায় হতেছি যে লক্ষ্মীছাড়া।
ঠেকেও তুমি শিখ্‌ছ না মন শেষে কেঁদে হবি সারা ॥
কোথা প্রভু জগন্নাথ সর্ব্বদুঃখতাপহরা।
কৃপা কর এ অধমে (আমি) নহিতো জগৎ ছাড়া ॥
তেলেমাথায় তেল ঢালিলে কি তোমার পৌরষ যাবে বাড়া॥
এ মহাপতিতকে রক্ষা করি দেখাও তোমার দয়ার ধারা ॥
(বড়) দাদার বাধ্য থাকি যেন হইয়ে " আমি" হারা।
আমা লাগি ভেবে ভেবে চক্ষে তাঁহার বহে ধারা ॥
তিনি তোমার পরম ভক্ত জানেন না যে তোমা ছাড়া।
তাঁহার বাঞ্ছাই পূর্ণ কর আমি যদি হতচ্ছাড়া ॥

২৮।১১।৩০
পুরী

সুভাব প্রার্থনা।

(এখন) মনরে তুই কি করিবি ?
(হেথা) ব্যবসা ক'রে দেখ্‌বি চেষ্টা কি গোলামীই (ফের)
করতে যাবি ॥
হেথা ব্যবসা কর্‌লে রে তুই দাদার হাতের মধ্যে রবি।
থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁর কাছেতে তাঁর ভাবটী তুইও পাবি

"আদেশ পালন," "নির্ভরতা" হেথা থাক্‌লেই শিখিবি।
(হেথা) আত্মবুদ্ধি আর স্বার্থচিন্তা দুটোকেই ছাড়তে পার্ব্বি॥
হৃদয়টা তোর কুভাবময়, অন্তরে তোর কু-ছবি,
কুকার্য্য না কর্‌তে হবে কুসঙ্গ না হেথা পাবি॥
মন তুই পদে পদে দিয়ে বাধা কি দাদায় শুধু কাঁদাবি?
যে কাজ কর্‌তে বলবেন তিনি আনন্দে তা করিবি॥
যেতে বল্লে কলকাতাতে তুই যদি চিল্কা যাবি।
আবার থাকৃতে বল্লে পোঁট্‌লা বেঁধে যাবার জন্য গোঁ ধরিবি॥
এইরূপে অশান্তি দিয়ে সবায় যদি জ্বালাবি।
এখনই দূর হ'য়ে যা না, শেষে কি সবায় মজাবি?
হা প্রভু জগন্নাথ! আমার জীবন কি এমনি যাবি।
যদি এ নারকীকে না কর দয়া, কে তোমায় (আর) দয়াল কবি॥
নিজ গুণে দয়া ক'রে হৃদাকাশে দাও সুভাব রবি।
যার প্রভাবে দূরে যাবে কুচিন্তা কুবুদ্ধি সবই॥

২৯।১১।৩০
পুরী

———:(০):———

শান্তি প্রার্থনা।

(সদা) আত্মসুখ আশা, গেল না পিয়াসা, মনুষ্য জনম হ'ল অকারণ।
যতই সুখ খুঁজি, ততই দুঃখে মজি, দিবানিশি সহি অসহ্য বেদন॥

বড় আশা ক'রে এলাম জগন্নাথে,
প্রাণে পাব শান্তি ভেবেছিলাম চিতে,
হেথাতেও অশান্তি ভাগ্য দোষেতে,
কেমনে হইবে দুঃখ নিবারণ ॥

সংসারেতে দেখি সবাই টাকার দাস,
(আমি) মা হারা হয়ে হয়েছি উদাস,
(শুধু) বুদ্ধির দোষেতে ঘটে সর্ব্বনাশ,
(তাই) বৃথা কাজে করি সময় ক্ষেপণ ॥

অবিশ্বাস করি ঈশ্বরের কার্য্য,
পিতৃমাতৃ-পদ (আর) তাঁদের ঔদার্য্য,
ভুলিয়েই হারাই সকল ঐশ্বর্য্য,
দিনে দিনে তাই হইছে পতন ॥

দেবতা সদৃশ বড়দাদা মম,
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তাঁর সম,
পরসেবা কার্য্যে বিপুল বিক্রম,
(আমি) বুদ্ধি দোষে তাঁর অবাধ্য এখন

মাতৃ আশীর্ব্বাদে ঢুকে ৩৲ টাকা বেতনে,
৩০৲।৩৫৲ টাকা বেতন পেতেছিলাম এক্ষণে,
সে চাকরীটী বুঝি গেল এত দিনে,
জানি না এভাবে যাবে কত দিন ॥

ওহে প্রভু জগন্নাথ দুঃখহারী,
অকুলে পড়িয়া কাঁদে দীন "হরি,"

আর সহে না সহে না সদা জ্বলে মরি,
ছুটে এসে কর শান্তি বরিষণ ॥

২৯।১১।৩০
পুরী

"বাঁচি কার মুখ চাহিয়া।"

(১)

যেদিন হইতে মাগো আমি তোমারে হয়েছি হারা।
সেদিন হইতে দিবানিশি মাগো চক্ষে বহিছে ধারা ॥
যত দিন মাগো তুমি মোর ছিলে কখন কিছু ভাবিনি।
ভেবেছিনু চিতে, তেমনি ভাবেতে, কাটিবে দিন-যামিনী ॥
সহসা মাগো কি পাপেতে মোর তুমি গেলে মোরে ছাড়িয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

(২)

তুমি মা থাকিতে এত স্বার্থ-চিন্তা আত্মবুদ্ধি তো ছিল না।
মোরে একা পেয়ে নানা শত্রু মিলে দিতেছে অশেষ যাতনা ॥
যাঁদের হাতেতে সঁপিয়া গিয়াছ তাঁদের অবাধ্য হইয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

(৩)

তব আশীর্ব্বাদে চাকরীতে ঢুকিয়া লভিতেছিনু গো উন্নতি।
(কিন্তু) কুসঙ্গে পড়িয়া কুচিন্তা করিয়া হয়েছে বিষম দুর্গতি ॥

(বড়) দাদার আদেশে চারি মাস হ'ল আছি মা পুরীতে
আসিয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

(৪)

দাদা বলেন মাগো তুমি নাকি আছ আমাদেরই অন্তরে।
না করি প্রত্যয় খুঁজি বিশ্বময় নিরাশায় ভাসি আঁখি নীরে ॥
সতত তোমারে হেরিতে বাসনা তাই মা মরিগো কাঁদিয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

(৫)

চারি ভাইয়ের মাঝে মাগো উঠিছে আবার বিষম গণ্ডগোল।
জানি না কি হবে কেমনে মিটিবে পরস্পরে পুনঃ দিবে কোল
চারিদিক হ'তে নানা বিপদ আসি উঠিতেছে মাগো গর্জ্জিয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

(৬)

জানি না গো মা কোথা তুমি আছ কোন্ সুদূর প্রদেশে,
তোমার স্নেহের 'হরি' মরিছে কাঁদিয়া বুকে তুলে মাগো
নাও এসে।
নতুবা তোমার আদরের ধন, অকালে যাইবে ভাসিয়া।
দিবানিশি পাই অশেষ যাতনা বাঁচি কার মুখ চাহিয়া ॥

৩০।১১।৩০
পুরী।

-০:*:০-

নিদান ব্যবস্থা।

৩রা আষাঢ়, সন ১৩৩০ সাল, সোমবার

দেনা ঃ—

১। হোটেলে—২রা আষাঢ় পর্য্যন্ত শোধ মোট ৸/০ তের আনা পাইবে।

২। চুণীলাল সাহা—কাপড় ধোলাই দরুণ ৵০ দুই আনা পাইবে।

৩। লক্ষ্মণ উড়ে রজক—(নাম কোকিন রজক) তাহার অন্য লোক কালা রং বেঁটে।
২৮শে জ্যৈষ্ঠের দঃ ৩ খানা এবং ১লা আষাঢ়ের দঃ ৫ খানা মোট ৮ খানা কাপড় দিলে ৵১৫+।০ ।৵১৫ পৌণে সাত আনা পাইবে।

৪। পাবনায় আমার মামাত ভাই দামোদর সাহা হারাহারিতে /॥০ সের রসগোল্লার যাহা দাম হয় পাইবে।

৫। বিজয়কৃষ্ণ নেফিউদের যে একচল্লিশ ৪১৲ টাকা হারাইয়াছি তাহারও দায়ী (যদি তাঁহারা দাবী করেন)।

৬। সাহাপুরের ফাতাদিদি ও বৌদিদি (দলুদার স্ত্রী) সেমিজ ইত্যাদি কিনিবার জন্য ৪৲ টাকা দিয়াছে, পাইবে।

পাওনা ঃ—

১। বিজয়কৃষ্ণ নেফিউস্ ৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্—জুন মাসের যে কয়েক দিনের হয়, বেতন মাসিক ২৪৲ হিসাবে পাইব।

২। যতীশচন্দ্র সাহা, সাতবাড়ীয়া—হাওলাত বাবদ ১৲ এক টাকা, ৫।৬ বৎসর হইল লইয়াছে, পাইব।

(৯)

"পয়সা"

(এ) ভবে পয়সা নাইকো যার।
বিফল জনম তার॥
যার যখন 'পয়সা' থাকে না,
কেউ তারে ভালবাসে না,
মায়েও করে আনাগোণা।
বাপে বলে বেরো বেরো॥
যাই যদি শ্বশুর বাড়ী,
বিরক্ত হন শাশুড়ী,
বলে কে চড়াবে হাঁড়ি.
শুনে অঙ্গ জর জর॥
গহনা-গঞ্জনা-ভয়ে,
স্ত্রী-সহবাস উঠিয়ে দিয়ে,

একধারে থাকি শুয়ে,
তবু বলে সর সর ॥
(আবার) সেই পুরুষের পয়সা হ'লে,
স্ত্রী তখন ঘোম্‌টা খুলে,
আড় নয়নে মুচ্‌কি হেসে
(বলে) খাও প্রাণনাথ জলখাবার ॥
সবাই তখন আদর করে,
বাপে ডাকেন স্নেহের স্বরে,
মাতা বলেন আদর ক'রে,
(যাদু) পিত্তি পড়্‌বে খাও খাবার ॥
ধন্য ওহে পয়সা তুমি,
বশ করেছ ভারত-ভূমি,
সত্যেন্ তখন উঠে বলে
পয়সা তোমায় নমস্কার ॥

২৩।১০।৩৩

---

(২)

উনপঞ্চাশী।

(বিজলী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

জয় ধন জয় অর্থ রাজমূর্ত্তি ধর।
রৌপ্য খণ্ড কর কৃপা সুখের সাগর ॥

জয় মুদ্রা, জয় টাকা, জয় জয় আধুলী ।
কৃপণের প্রাণ ধন, দাতার কাছে ধূলি ॥
টাকা নাম পয়সা নাম বড়ই মধুর ।
যে জন না ভজে টাকা সে হয় ফতুর ॥
(যেমন আমি)
টাকা টাকা ভজ জীব আর সব মিছে ।
পলাইতে পথ নাই তাগাদা আছে পিছে ॥
টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু ।
অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাবাচ্যাকা হৈনু ॥
বন্যার মতন পুত্র-কন্যা এল ঘরে ।
কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে ॥
যখন টাকা জন্ম নিল টাকৃশাল ভিতরে ।
মর্ত্ত্যলোকে নরগণ লোভ বৃষ্টি করে ॥
উত্তমর্ণ রাখি আইল অধমর্ণ-ঘরে ।
সুদরূপে তথা প্রভু দিনে দিনে বাড়ে ॥
দেনদার রাখিল নাম কর্জ্জ আর দেনা ।
মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা ॥
(কিবা ভীষণ নাম)
পশ্চিমবঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে ।
পূর্ব্ববঙ্গবাসীসব টাহা ব'লে ডাকে ॥
সাহেব রাখিল নাম 'রূপি' আর 'মনি' ॥
বিলাতে হইল নাম পাউণ্ড, শিলিং, গিণি ।

'রূপেয়া' রাখিল নাম দেশোয়ালী ভাই।
টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই॥
তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী।
"ফেয়ার" রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানী॥
"ভিজিট" রাখিল নাম ডাক্তারের দলে।
"ফি" নাম রাখিল সব মোক্তার উকিলে॥
খাজনা ও সেস্ নাম রাখিল ভূস্বামী।
গুরুদেব নাম রাখে 'বার্ষিকী প্রণামী'॥
'দক্ষিণা' রাখিল নাম পুরুত ঠাকুরে।
বেতন, মাহিনা নাম রাখিল চাকুরে॥
লাভ নাম রাখিলেন যিনি ভাগ্যবান্।
দেউলিয়া দুঃখে নাম রাখিল লোকসান॥
উপরি পাওনা নাম রাখে ঘুস্খোর।
মামাল রাখিল নাম ডাকাইত চোর॥
মাণি নাম রাখিলেন শিল্পকরগণ।
খোরাকী রাখিল নাম পেয়াদা পিওন॥
ডালি নাম রাখিলেন উপরওয়ালা।
পণ নাম দিল যত বেটা বেচাকলা॥
টি, এ, নাম রাখিলেন টুরিং অফিসার।
"হল্‌টিং" ও মাইলেজ্ নামান্তর যার॥
সরকার রাখিল নাম ট্যাক্স ক রকম।
প্রফেসানেল, লেট্রিণ আর ইনকাম॥

নজর, সেলামী রাখে জমিদার ধনী।
গোমস্তা রাখিল নাম নিকাশী পার্ব্বণী॥
ভৃত্যগণ নাম রাখে ইনাম বক্‌সিশ্‌।
নোট নাম প্রকাশিল কারেন্সি আফিস॥
ফৌজদারী আসামী রাখে নাম জরিমানা।
না দিতে পারিলে তার ভাগ্যে জেলখানা।
ভোগ ও মালসা নাম দেবতা-মন্দিরে।
সিন্নি নাম রাখিলেন মুসলমানী পীরে॥
দালালসকলে নাম রাখিল দালালী।
'বলি' নাম অভিহিত করিল মা'কালী॥
তীর্থের স্থানেও তব বাঁধা আছে রেট্।
জগন্নাথে আট্‌কে আর বৃন্দাবনে ভেট॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি সারৎসার।
তুমি বিনা দেখি প্রভু সব অন্ধকার॥
তব পদে কোটী কোটী নমস্কার করি।
উনপঞ্চাশৎ নাম রাখিল দীন 'হরি'॥
ভোরে উঠে এই নাম যে করে বর্ণন।
হ'লেও হ'তে পারে তার দারিদ্র্য মোচন

———:(*):-

(৩)

আজি এসেছি আজি এসেছি, এসেছি বঁধুহে নিয়ে এই
হাসিরূপ গান।
আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমারে করিতে সব দান ॥
আজি তোমারি চরণ তলে, রাখি এ কুসুম হার,
এ হার তোমার গলে দেই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি, কর বঁধু কর তায়
পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা, তোমাতেই
হউক অবসান ॥
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল জলদ কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি, জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ
স্বরগ সমান ॥
আজি তোমার চরণ তলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবন তলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়ন তলে, শয়ন লভিব বলে, আসিয়াছি তোমারি
নিদান।
আজি সব আশা সব বাকু, নীরব হইয়া থাক, প্রাণে শুধু
মিশে থাক প্রাণ ॥

(৪)

যদি বারণ কর তবে আসিব না।
যদি সরম লাগে তবে গাহিব না॥
[illegible] বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পায়ে বাধা,
তোমারি ফুলবনে যাইব না;
যদি থমকি থেমে যাও পথ মাঝে,
আমি চমকি চলে যাব অন্য কাজে,
তোমারি নদীকূলে, জলে কেউ ঢেউ তুলে,
আমারি তরিখানি বাহিব না।

(৫)

প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো,
চরণ চিররেখা আঁকিয়ে যে গো।
লুটায়ে আস ধূলে, মোহন অঞ্চল,
নূপুর মুখরিত চরণ চঞ্চল,
দুধারে ফুটায়ে বাসনারাশি,
আবেগে প্রেম-গাথা শুনাইয়া গো;
একটু সুধা হাসি আবেগ প্রেম গান,
কামনা ফুলদুটী শুষ্ক হীনপ্রাণ,
এখনও প'ড়ে আছে, চরণ রেখা পাশে,
মুগ্ধ হয়ে আছি তাই নিয়ে গো॥

(৬)

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভুলা যায়।
জমায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়॥

মৃদু সরলতা মাখা, তুলিতে নয়ন আঁকা,
চাহিলে করুণে ধরা, চরণে বিকাতে চায়।
অধরে সারাটী বেলা, হাসি করে ছেলে খেলা,
নীরবে নিশীথে ধীরে অধরে পড়ি ঘুমায়।
যদি দুটী কথা কহে, প্রাণে সুধা নদী বহে,
নিমিষে নিখিল ধরা মোহন সঙ্গীত গায়॥

(৭)

ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে।
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে॥
নীরসতা ভরা, এ নিদয় ধরা,
শুকায়ে ছিল কলি উষ্ণ শ্বাসে॥
দুদিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল,
দুদিন ভেসেছিল সুখ বিলাসে॥
না হ'তে পাতা দুটী, নীরবে গেল টুটি,
বাসনাময় প্রাণে মধু পিয়াসে।
সুখ স্বপন সম, তপ্ত বুকে মম,
বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটী ভাসে॥

সত্যসুখ।

২।২।২৮

কেন মন, বৃথা খোঁজ সুখ সুখ করে।
দেখ না কি এক ভাই গেল জ্বলে মরে ॥
সুখ নাহি বিষয়েতে, কিংবা নিজ ভোগে।
যতই ধরিবে তাহা, জ্বলিবে শোকে রোগে ॥
খোঁজ সুখ 'তুমি' তরে যে আছে অন্তরে।
প্রদত্ত তাঁর ভাব, আদেশ সদা পালন ক'রে ॥
সেই সুখে জগৎ সুখী, সেই দুঃখে দুঃখী।
"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট" (এই) সত্য ভুলিলে কি ?
সুনিয়মে কর কার্য্য যা দিয়েছেন তিনি।
কোন কার্য্য রেখ না বাকী, তাঁর দুঃখ জানি ॥
দিনান্তে দেখ একবার, কি রহিল বাঁকী ?
নিজ-সুখ বা স্বার্থ তরে দিয়েছ কি ফাঁকী ?
যদি দিয়ে থাক তাহা করি অনুতাপ।
প্রাণপণ কর মন করিবে না ও পাপ ॥
মাতাপিতা, গুরু প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে।
শরণ নিয়ে সাধন কর ভয় কেন মিছে ?
তাঁহাদের কৃপায় নিশ্চয় হইবে সফল।
নিজ-সুখে যা করিবে সকলি বিফল ॥

"আমার" "আমার" বৃথা ভেব না সংসারে।
বোঝা, পাপ উঠিবেক মস্তক উপরে ॥
সবই তাঁরই দত্ত জেনে করহ অর্পণ।
দৃঢ় নিষ্ঠায় তাঁর সেবা কর অনুক্ষণ ॥
সেই সুখ, সেই সত্য, সেই আনন্দময়।
সেবা-গুণে প্রাণপণে নিশ্চয় প্রেমোদয় ॥
সেই প্রেমে কৃষ্ণ বাঁধা, যে করে রাধা রাধা।
প্রেম পেয়ে) আর কিছু চেও না মন, তুমি যে তাঁরই আধা

ব্রজ।

(প্রেমে দ্রুতশ্রম ও সেবা)

"Act act in the living present,
heart within and God overhead"

চল চল চল মন দ্রুত, দত্তভাব কার্য্য কর শত শত,
হওরে ঠিক রাধারাণী র মত, ভাবে, প্রেমে, নিয়মে।
প্রকৃতি যাঁর হয় এই ধরিত্রী, ভাব প্রেমই হয় সর্ব্বকর্ত্রী
সর্ব্বজীবন মূলে স্নেহ মাতৃ, দেখ বুঝিয়ে মরমে ॥
('তুমি'র) আদেশ পালনে যত্ন, করলে মিলবে রত্ন,
প্রাণপণে হ'লে সতৃষ্ণ, দিবে নিয়ম ও প্রেমে।

(সেই) প্রেম ও নিয়মে সেবে, ক্রমে নিষ্ঠাদি হবে,
(Like nature) দৃঢ় নিষ্ঠায় পাবে ব্রজভাবে, ব্রজগোপী ধরমে।
(Irregular) নিয়ম, নিষ্ঠা নাহি যাঁর, তাঁর শুধু শ্রমই সার,
স্বার্থ তরে বারে বার, জন্মে জন্মে আসিবে।
পড়িয়ে ভব রৌরবে, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে,
রোগে শোকে কাতর হবে, বৃথা জীবন যাবে ॥
(লও) বাঙ্গালীর উদার প্রেম, মান্দ্রাজীর মহাশ্রম,
পশ্চিমের সাহস নিষ্ঠা, মারহাট্টার জাতীয় ভাবে।
প্রকৃতির ন্যায় নিষ্কাম সেবা, কর মন নিশি দিবা,
সদা যত মঙ্গল করিবা, দত্ত 'তুমি'কে সেবে ॥
হ'ক সে তোমার মনিব, পতি, কিংবা সন্তান ও সতী,
না হয় জ্ঞাতি বা স্বজাতি, যাকে নিকটে পাবে ॥
(মন) তোমার যে ভাব লাগে ভাল, সেই ভাবে সেবে চল,
ব্রজে যাবার বেলা যে গেল, পড়িয়ে এ রৌরবে ॥
নিয়ম, নিষ্ঠা, স্মরণ, মনন, প্রদত্ত ঐ ভজন সেবন,
ভুল নারে মন প্রাণপণ, ভুলিলেই পতন হবে।
সেই পতনে বড় দুঃখ, বিষয়ে করে বহির্মুখ,
এসে ঘাড়ে অনিত্য ভোগ, বড় যাতনা দিবে ॥

১৯।১।২৮ ২৬।১।২৮

জাগরণ ।

জাগো জাগো ভারতবাসী সত্য ধর্ম্ম তরে ।
শুদ্ধ ধর্ম্ম লয়ে নিতাই দ্বারে দ্বারে ফিরে ॥
মা'র খাইয়ে দয়াল নিতাই নাম ও প্রেম যাচে ।
ঐ নামেই নামী পাবে নিশ্চয়, কহে সবার কাছে ॥
শুধু প্রাণপণে ভাই ভজতে হবে, স্মরণে মননে ।
সত্য ধর্ম্ম উঠবে ফুটে, জীবে প্রেমদানে ॥
জীবের দুঃখ বুঝি সদা যাহা 'তুমি' দিবে ।
সে তোমার দান নহে ভাই, সঞ্চয় জানিবে ॥
কাঁদ সদা জীবের তরে, দেখ কত কষ্ট পায় ।
মাতা, গোমাতা, দেবতা দুঃখ কহা নাহি যায় ॥

১।২।২৮

ভক্তি বা প্রেম ।

(প্রত্যূষে ১।২।২৮)

ভক্তি নহে কথার কথা, প্রেম নহে সহজ ।
সহজ বটে নিজ আত্মাসনে, যদি নিশ্চয় বুঝ ॥

সেই প্রেম অন্য পানে যাবে গো কখন।
স্ববাসনা, স্বার্থ ত্যজি যবে শুদ্ধ হবে মন॥
ভোগ, সুখ, ধন নিজ তরে নাহি আকাঙ্ক্ষিবে।
প্রেমাস্পদ তরে নিজ প্রাণও আনন্দেতে দিবে॥
যেমন মাতা দেয়গো প্রাণ নিজ সন্তান তরে।
(যেমন) সতী দেয় গো নিজ দেহ, যবে পতি মরে॥

তারই নাম প্রেম কিংবা সত্য শুদ্ধ ভক্তি।
যাদের হৃদয়ে আছে তাহা, তাঁহারে প্রণতি॥

(শুনি) সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আর রাধারাণী।
অনায়াসে পতি তরে দিতে পারে প্রাণী॥

'তুমি' নিত্য সত্য জানি, 'আমি' কিছুই নহি।
(দেহে) ছিলাম না আর থাকব না, শুধু তব গুণে বহি॥

('তুমি') পিতা, গুরু, মনিবরূপে সদা বাঁচাও মোরে।
মনজন আহার জ্ঞান দিচ্ছ কত দয়া ক'রে॥

তবে কেন ভাবি মুই, মোর শ্রমে সব পাই!
কিংবা জ্ঞান ও বিদ্যাবলে সব নিজেই জুটাই॥

যাঁর ওসব গুণ নাই, অতি নিতান্ত দুর্ব্বল।
'তুমি' তাঁরেও কৃপা করি জোটাও সকল॥

তোমার কৃপা নাহি হ'লে মুহূর্ত্ত বাঁচতে নারি।
আর যেন অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী না হই (ভাবি) আনি
দিয়া কড়ি॥

'তুমি' কত দিনে, কত বিপদে, কত ভাব সাহায্য দানে।
কত কৃপা করিয়াছ, এবে কৃপা কর প্রেমদানে॥

১।২।২৮

শুধু স্বরূপসিদ্ধি।

(পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ, গুরুপ্রণালী জ্ঞাতব্য)

স্বরূপ মোর নহে গ্রহণ, সেবা, দান ও প্রেমে।
স্মরণ মনন করি প্রাণপণ আর জপি তব নামে॥
তুমি মোর নিত্য নাগর, তোমাদের সনে।
আকুলিত রব গো মুই, ছুটব তব পানে॥
আঁধার, নিশা, বন, পবন কি মেঘের গর্জ্জনে।
ভীত নহি হব মুই আর, (শুধু) তোমার স্মরণ মননে॥
কত দূরে আছ ব'লে আর বসি নাহি রব।
মধুর মূরতি স্মরণ মননে শুধু ছুটে ছুটে যাব॥
তোমার নিত্য আনন্দ লীলা দরশন আসে।
ধনজন শক্তি সঞ্চয় করব দ্রুত হেসে হেসে॥
তোমার বিস্মরণ হ'লে জানি স্বরূপে ভুলেছি।
অসতীর ন্যায় নিজ সুখ আশে, মোহেতে ডুবেছি॥
তোমার সুখে কত আশা, কত দিব দান।
সেই দানেই 'তুমি' হবে সুখী, আশা করবে প্রাণ॥

তোমায় দেখি, কত সুখী, হবে মোর আঁখি।
তোমার বচন, শুন্‌লে শ্রবণ, হবে বড়ই সুখী॥
তোমার স্পর্শে, হৃদয় হর্ষে, নাচ্‌বে রমন আশে।
তোমার তরে, সাজ্‌ব ধীরে, অতি মধুর বেশে॥
তোমায় দেখি ভুলে রব, ভুলিব নিজ দুঃখ।
শুধু তোমার পানে চেয়ে রব, হয়ে অন্তর্মুখ॥
তোমার কথা, ভাব, আদেশ শুন্‌ব অন্তঃকানে।
প্রাণপণে দ্রুত পালনে সুখে রব বৃন্দাবনে॥

৩১।১।২৮

——:(০):-

তাঁর শ্রীচরণে।

(১১১।২৭)

শেষ শান্তি।

(১)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে
এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।
ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥
তাঁরই সুখে হব সুখী, তাঁর দুঃখে বড়ই দুঃখী,
তাঁর সেবায় যেন মেতে থাকি,
আমায় এই শিখিয়ে দেগো।

(২)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

নিজের সুখ ভোগ ও আরামে, নিয়ম সংযম আর বিরামে,

যাহাতে তাহার হয় গো অসেবা,

তাহা সর্ব্ব ভুলিয়ে দেগো॥

(৩)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

যত ব্রত নিয়ম করেছিনু, সেই ব্রত ফলে তাঁরে লভিনু,

আর কেন সেই নিয়ম, ব্রত,

এবে সেবা ব্রত মোরে দেগো॥

(৪)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

প্রেম ব্রত ও স্মরণ মননে, সেবিব তাঁরে দেহ মনে,

ধন্য হবে জীবন জনম তাঁরি শ্রীচরণ লভি গো॥

(৫)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

ঘুচাব তাঁর মনের দুঃখ, প্রতি পদে পদে দিব তাঁরে সুখ,

সে যে বড় ভালবাসে মোরে, তাই মোরে ডাকে গো॥

(৬)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

তোদের সনে ধূলা খেলা, সাঙ্গ হ'ল এই সাঁঝের বেলা,

পতি সেবা সার বুঝেছি জীবনে, এখন বিদায় দেগো॥

(৭)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

ভুলিয়ে তাঁর সেবা পূজা, রিপু হয়েছিল যেন মোর রাজা,

পদে পদে কত দিয়েছে সাজা, বৃথা সুখ দিবে বলে গো॥

(৮)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে

এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।

ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো॥

যেমনে তিনি হবেন সুখী, তাই যেন সব স্মরণ রাখি,
স্তরে স্তরে সেবাকাজগুলি রাখি, যেন যতনে তাহা করিগো ॥

(৯)

আমি ছুটে যাব আজ তাঁর শ্রীচরণে
এসে তোরা সাজিয়ে দেগো।
ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা সর্ব্ব ঘুচিয়ে দেগো ॥
তাহে প্রচারিব তাঁরই নাম, সবাকে জানাব এ তাঁহারই কাম,
মুই শুধু সেবাদাসী মাত্র তাঁর,
ভাব, আদেশ মাত্র পালি গো।

—:*:—

'তুমি'!

কে যেন মোরে Essay লিখায় অতি উচ্চ ভাব দানে।
কে যেন দেয় অমিত বল রক্ষায় পিতৃ সম্মানে ॥
কে যেন মোরে দেয় গো শক্তি ঐ যোগমাতা দর্শনে।
কে যেন করায় সিংহাসন, কূপ, গোশালা, পিতৃ ভবনে ॥
কে যেন লয় গোপালপুরে, খাটায় Civil Surgeon
সৎকারে।
স্বজাতি, দরিদ্র, দেব, ব্রাহ্মণ রক্ষায়, কে যেন হৃদে
রমন করে ॥
কে যেন স্বপনে আসে হৃদে, ওগো সে যে চিতচোর।
গুরু মোরে এনে দাও ঐ রসের নাগর ॥

আনন্দ কখন ?

ভিতরে 'তুমি', আছ প্রাণস্বামী, কবে সত্যরূপে বুঝিব ;
বিবেক, শাস্ত্র, গুরুগৌরাঙ্গে কবে সত্য সত্য মানিব ?
স্মরণ মনন আদেশ পালনে বিশ্বাসে কবে সেবিব।
নানা সুখ দানে, সদা প্রাণপণে, (কবে) আপনা আপনি
হাসিব ॥
সেই হাসি তেজে, তব প্রেমে মজে, তোমারি গুণই গাহিব।
নাম কীর্ত্তনে, প্রেম সেবা দানে, কবে প্রকৃতি সনে মিলিব ?

---*---

কে ?
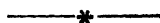
কে যেন মোরে, তুলে ঘাড় ধরে, (শুধু) স্মরণ মনন গুণে ॥
কে যেন মোরে, নিত্য ধামে টেনে, আনন্দ দান করে ॥
কে যেন মোরে, ফিরায় অন্তরে, বাহির ভোগাদি হতে।
কে যেন বিবেকে, কথা কয়ে থাকে, বিপদ ও সুপদেতে ॥
কে যেন মোরে, বিপদে উদ্ধারে, আদেশ শুনিগো যবে।
কে যেন মোরে, কার্য্যে সহায় করে, মাতাপিতা গুরুভাবে।
সেই মাতাপিতা, গুরু মনিব কথা, না ভুলি রব কবে।
আদেশ পালিয়ে, নিত্য দেহ পেয়ে, আশীষে ব্রজে লবে ?

'তুমি' ইচ্ছা বলবান্।

"Thy will be done" (৩।২।২৮ শেষরাত্রি)

(১) ঋণ শোধ, (২) আমেরিকা গমন ও (৩) হরির বিবাহাদি।
(৪) নিয়ম, (৫) সংযম ও (৬) মনিবাদেশ পালন, (৭) স্বার্থ
সুখ ব্যাধি॥
পূর্ণ কি তোর হ'ল মন কত হিসাব নিকাশ করি।
(৮) অসুখ বিসুখ ও (৯) Drawing Branchএ দেখি কিছু
নাহি পারি॥
(১০) দিদির বাটী মেরামত, (১১) দুই শ্রাদ্ধ ও (১২) সবার
বিবাহে;
দেখি ঈশ্বরের ও মাতাপিতার ইচ্ছা পূর্ণ রহে॥
(১৩) পুস্তক লিখন, (১৪) দু'শত দান আর (১৫) নগেন্দ্রে
সাহায্য।
(১৬) ঋণ শোধ, (১৭) মণ্ডপ তৈয়ারী যেন করি ভুলি বাহ্য॥
(১৮) মাতৃ আশ্রম, (১৯) পিতৃ ভবন, (২০) গোশালা
(২১) সিংহাসন।

---

(১) হইতে (৯) পর্য্যন্ত কার্য্য কত দুশ্চিন্তা ও ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও সিদ্ধ হয় নাই (নিজের ইচ্ছা ও পুরুষাকারে)। (১০) হইতে (৩৩) পর্য্যন্ত কার্য্যাদি অনায়াসে যেন যন্ত্রের ন্যায় হইয়াছে। শুধু স্মরণ মনন বা শরণ গ্রহণে অনায়াসে হয়।

(২২) Civil surgeon সৎকার, (২৩) পূজারী ও
(২৪) ব্রাহ্মণ রক্ষণ ॥
(২৫) জাতীয় পুস্তক, (২৬) পার্লা বদ্‌লি, (২৭) আর জরুর
কূপে।
(২৮) হনুমান সাগর, (২৯) রসের নাগর আর (৩০) আহ্নিক
(৩১) জপে ॥
যেন যন্ত্রের ন্যায় করায় মোরে বিনে পুরুষাকারে।
(৩২) পদ্য লিখায় (৩৩) তাহা ছাপায় যেন ঘাড় ধরে ॥
'তুমি' ইচ্ছা বলবান্, তোর ইচ্ছা কিছু নয়।
গুরু-আজ্ঞার নিকট দেখি পিতৃ ইচ্ছাও ভ্রষ্ট হয় ॥
আবার মনিব-ইচ্ছাও হয় নষ্ট তিন ইঞ্জিনিয়ারে দেখি।
বিবেক, শাস্ত্র ও গুরু-ইচ্ছা পানে তাই চেয়ে থাকি ॥

শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও সেবক।

তোমারি চরণ হইতে ফুটিয়া সবে প্রকাশিছে এই ধরাতে।
'তুমি' ভিন্ন আর কোন রাজা পারে সর্ব্বজীবে পালিতে ?
তোমারি প্রেম, তোমারি গুণ, তোমারি সেবা কীর্ত্তনে।
স্মরণ মননে তোমারি চরণ প্রাণপণে যাব তোমা পানে ॥

১৪।৮।২৭

কাতর ক্রন্দন।

কত দিনে আসিবে নাথ, (দেখি) কষ্ট, নিয়ম ও ক্রন্দনে।
সুন্দর কার্য্য দর্শন (আশে) কিংবা প্রাণপণ আদেশ পালনে॥
তোমারি ইচ্ছা, ভাব, আদেশ আর নানা সুখ দানে।
আত্ম নিবেদনে (আমি) কর্‌ব, কার্য্য প্রাণপণে॥
তোমারি শ্রীমূর্ত্তি কর্‌ব ধ্যান, জানাব তাঁরে কামনা।
এই জীবন, যৌবন, শক্তি, ভক্তি দিলেও কি তোমায়
পাব না?
তোমারি সন্তান, ভক্ত দাসে কিংবা শ্রীমূর্ত্তি পূজনে।
প্রেম, গুণ, সেবা করাও প্রচার যাহা টান্‌বে বিশ্বজনে॥
স্বসুখ, স্বার্থ, ভোগ, আরামে দিলে নানা যন্ত্রণা।
তাতে মায়া, রৌরব জানি যেন আলস্য স্পর্শ করি না॥
(শেষরাত্রি ১৩।৮।২৭)

ভবপারে।

তোমার ধনজনের হিসাব নিকাশ আর তাঁদের উন্নতি।
'তুমি' আনন্দে করাও প্রভু আমার সত্যই নাই কোন প্রীতি॥
দিয়ে প্রেম, নিষ্কাম সেবা আর মধুর বচন ও ব্যবহারে।
তাঁদের তুষ্টি ও আশীষে যেন যাই অবহেলে ভবপারে॥
১৪।৮।২৭

সত্য প্রেম উদ্‌যাপন্।

(প্রাণপণ দুঃখ ও দানে)

আরামে, আলস্যে, নির্জ্জনে, সত্যাই তোমায় চাহিনে।
বিশ্বাসী নহি, নহি তব দাস, নহিলে কেন ভোগে টানে ?
সে যে অভ্যাসেতে পুনঃ পুনঃ, যত সাধিয়াছি দুর্গুণ,
উল্টা অভ্যাস, দাওগো প্রভু, (দিয়ে) ত্যাগ, প্রেম সেবা
নিজ গুণে ॥
নতুবা যে যায়গো প্রাণ, স্বার্থ ভোগে বিষম টান্,
হ'ল না বিশ্বাস, স্মরণ মনন, তাই পাপ করিগো গোপনে ॥
সত্যাই যদি তোমা দেখি, যদি খুলে দাও নিত্য আঁখি,
সাধ্য কি আর দিইগো ফাঁকি, তব নিত্য প্রেম দরশনে ॥
তোমার কথা শুনি কানে, তোমার মঙ্গল আদেশ পালনে,
কত সুখ ও শান্তি পেয়ে, তবুও তোমারে চাহিনে ॥
তোমারি স্মরণ মননে, কিংবা তব লীলা গানে,
শ্রীকীর্ত্তনে দাও মহাবল, মজিয়ে এই অধম-জনে ॥
ভাবেতে রমন করিয়ে ভাবে, সুকার্য্যেতে আনন্দ দিবে,
নিত্য সত্য কতবার দেখি, কেন তব ভাবে মজিনে ?
তোমার ভক্তের নাইক নাশ, অভক্তের হয় সর্ব্বনাশ,
শাস্ত্রে, বিবেকে, জ্ঞানে দেখি, কিঞ্চিৎ ভক্তিও করিনে ॥

শুধু সুখ সুখ ভোগই চাই, তাই পড়ি মোহ মায়ায়,
কত যে মহাদুঃখ পাই, তবুও নিজ সুখ ছাড়ি নে॥

এবে তোমায় দিতে মহাসুখ, করাও মোরে অন্তর্মুখ,
স্মরণ মনন, জপ, দান করাও, সর্ব্ব স্বার্থ ত্যজি প্রাণপণে॥
পেয়ে তাহায় মহাদুঃখ, বাড়াই যেন তব প্রাণের সুখ,
শ্রীরাধারাণী কি গোপীজন ন্যায়, পূর্ণ আত্ম বিস্মরণে॥
তোমার সুখ শান্তি লাগি, প্রাণপণে দেবগণে ডাকি,
যেন অশ্রুজলে (তব) ভাসে আঁখি, মোর দুঃখ প্রেমাদি
স্মরণে॥ (১৮।৯।২৭)

আমার উদ্ধার।

{ কালের প্রভাব ও জীবের দুঃখে পুনঃ পুনঃ কাঁদিয়া ১।১১।২৭ }

আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো।
যে দিন চোর, বিশ্বাসঘাতক, অসতী সতী সবে উদ্ধার হবে গো
রহিবে না কোন মহাপাপী, পতিত, অধম ও সন্তাপী,
যে দিন সবে প্রাণ ভরিয়া শ্রীনিতাই জয় দিবে গো॥
(আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো)
যে দিন ভবে শ্রীহরি নাম, জীবে লবে গো অবিরাম,
ঐ নামের সংখ্যায় ঘুচে যাবে সর্ব্বপাপের কাল গো।
[আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো]

যে দিন ঠাকুর হরিদাসে, পূজ্‌বে যত দেশ বিদেশে,
সবাই জপিবে প্রদত্ত শ্রীনাম, ঐ নামে নামী পাবে গো।
(আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো)
যে দিন সবে বাসিব ভাল, অতি পাপী ও অধম কাল,
বল্‌বো সবে হরি হরি বল, তাঁদের চরণ ধ'রে গো।
{ আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো }
গোপীর ন্যায় কেঁদে কেঁদে, প্রতি জীবে সেধে সেধে,
দন্তে তৃণ ধরি বল্‌ব, একবার গৌর ভজ গো।
(আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো)
গুরু কৃপায় বিলাস কুঞ্জে, শ্রীগৌর সনে রব মজে,
নানারূপে তাঁর শ্রীচরণ পূজে, নিত্য ধামে যাব গো।
[আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো]
গোপনেতে ভজব স্বামী, হয়ে * সতী চরণ অনুগামী,
আড়াই দিন বেশী যাব না দূরে, ঐ পতি সেবা ছাড়ি গো।
(আমার উদ্ধার কবে হবে নিতাই কৃপায় বল গো)

———:(০):———

গোপীবেশই সার।

[ব্যাকুল বেশে]

আমার সেবা শ্রমই আনন্দ, আর কাঠিন্যতাই বন্ধু।
যদি বিপদ পাই তাই অলঙ্কার, যাহে দেখি কৃপাসিন্ধু॥

---

* পৌর্ণমাসি ভগবতী ২॥ দিনের বেশী পিত্রালয়ে থাকেন না।

আমার স্মরণ মননই ধ্যান, আর সুখ দানই ধর্ম্ম।
পিতা ও গুরু আদেশে বুঝেছি ঐ মর্ম্ম॥
আমার 'তুমি'র ভোগই ভোগ, আর 'তুমি'র দুঃখে রোগ,
'তুমি' বিহনে দুর্ব্বলতা, আর বিরহে দুঃখ ভোগ।
'তুমি' আমার পতি, আর ব্রজই আমার গতি,
সংসার আমার প্রদত্ত সন্তান, যাঁদের দেখ্‌ব আনন্দ অতি।
'তুমি'র ধামই আমার গৃহ, অধামেতে মরু।
এই সত্য ভাব জাগিয়ে হৃদে কবে বা দিবে গুরু?
নিজ ভোগেই সত্য দুঃখ, যাতে সর্ব্ব পাপ আসে।
নিজ আরামই মোর দুর্ভাগ্য, যখন পাপ হৃদে প্রবেশে॥
নিজ বিষয় মোর বিষ, যাতে শেষে মৃত্যু হয়।
দুঃখ, জ্বালা পেয়ে নানা, তবে ছাড়্‌তে হয়॥
নিজ পতিই মোর সার, আর সর্ব্ব অসার।
নিতাই নরহরি গুরু কর মোরে পার॥

যুগল ভজনই সার।

(শেষরাত্রি ৭।১২।২৬)

[দু আঙ্গুল পূর্ণে সব পূর্ণ, দুজন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট]

আদেশ শুনিয়ে যারে,
তুষ্ট কর মন তাঁরে,
যাঁর প্রীতি হ'লে হয় সব তুষ্ট অন্তর ও বাহিরে॥

মনিবরূপে স্বামী,
ভিতরে রয়েছ 'তুমি',
এই দুয়ে তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, বুঝেছ এত দিন পরে ॥
না যদি হয় কেহ তুষ্ট,
শুধু দেখি স্বার্থ বা ইষ্ট,
কষ্ট নাহি হবে তব মন, যদি 'তুমি' হাসে ভিতরে।
দিও না 'তুমি'কে ফাঁকি,
সেবাদি ফেল না বাঁকী,
হবে ঋণী, বড়ই দুঃখী, যদি ভোগ রোগাদি ধরে ॥
ত্যাগ, দানে প্রেম বৃদ্ধি,
প্রাণপণ শ্রমে সব সিদ্ধি,
যাহাতে হয় 'তুমি' কৃপা, যদি নয়নাশ্রু ঝরে।
দেখ্ছ এই পিতৃ ভবনে,
যদি না কর চিন্তা প্রাণপণে,
হয় সেবা ত্রুটী, দ্রব্য হয় মাটী, কেহ না আইসে
সেবা তরে।
(তাই) Routine, Programme ধরি,
যাও মন কার্য্য করি (নিষ্ঠায়),
প্রাণপণে আর সুখদানে শুধু আদেশ বিশ্বাস করি
বসাও তাঁহারে আনি,
সেব দিয়ে এই প্রাণী,
দানই ধর্ম্ম, সেবাই কর্ম্ম, যাতে পাবে ব্রজপুরী ॥

(

যতই দ্রুত সেবার্থে চলিবে ও পর পর কার্য্য সাধিবে, ততই সসম্মানে সবে রাস্তা ছাড়িয়া দিবে, স্বাধীনতা, আনন্দ ও প্রেম পাইবে। দীর্ঘসূত্রতা, জড়তা, অলসতায় কখনই উন্নতি ও আনন্দ নাই—পতন)

জীবের ধন্য জ্ঞান।

১৩।১।২৬

আমায় ভুলায় যেমন আলিসে,
তেম্‌নি ভুলায় সব মানুষে,
ব্যাকুল ভাবাদি দূর ক'রে দিয়ে, লয় যে অধাম প্রদেশে।
অবসর পেয়ে রিপুগণে,
(ভুলিয়ে) মা, মনিব আর ঐ মোহনে,
ত্যজিয়ে বৈষ্ণব, গোপীজনে, সবলে মোর ঘাড়ে আসে ॥
তাই নিতাই গুরু গৌর বিনে,
উপায় দেখি না এ জীবনে,
যাঁদের গুণ, গৌরব স্মরণ মননে, গুরু সেবি ভালবেসে ॥
অন্তরে শুনি তাঁরি কথা,
বাহিরে শাস্ত্র, মাতাপিতা,
মানি যেন গুরু গৌর দেবতা, পালি তাঁদের সর্ব্বাদেশে ॥

তাঁদের কর্‌তে সুখদান,
যায় যদি এ নশ্বর প্রাণ,
তাহে মানি ধন্য জ্ঞান, ঐ সেবা প্রেমে দেহ নাশে

শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের বিশেষ গুণ।

২।২।২৮

শ্রীরাধার শুদ্ধ প্রেম অস্বাদন আশে।
এসেছে ঐ গোরারায় শ্রীরাধা ভাবাবেশে॥
ভাল ভাল জানা গেল পুরুষাভিমানে।
হ'ল না কি আস্বাদন ঐ মধুর বৃন্দাবনে?
কহে এই মধুমতী, শুনে রাধা সতী।
ব্রজঙ্গনা গোপীজন, আর যতেক যুবতী॥
শুদ্ধ প্রেমের কি মাধুর্য্য, কিবা আকর্ষণ।
কিরূপ সেই অশ্রু, পুলক, স্বেদ ও কম্পন॥
জানে শুধু পোপীজন, আর জানে শ্রীরাধা।
বৃন্দাবনের অধিকার তাঁদের (আছে) তাই সদা।
পুরুষরূপী দেবতাও যেতে নাহি পারে।
কিবা রস, কিবা শক্তি কিছু বুঝ্‌তে নারে॥
পরমাত্মা কৃষ্ণ শক্তি, জীব শক্তি রাধা।
দুই যেন মহারসে ভাবে আছে বাঁধা॥

সেই রস শ্রীরাধা হৃদে পূর্ণরূপে স্থিতি।
যে রসে সব ভুলিয়ে দেয় গো, ঐ মহান্ পিরীতি॥
সেই প্রেমে, কামে কিংবা আত্ম নিবেদনে।
কি মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য আছে জানে গোপীজনে॥
সেই প্রেম সাধনা করে বসি কত দেবগণ।
কৃপা নহিলে, বুঝ্তে নারে তার আস্বাদন॥
মানুষ হয়ে দ্বিজদাস তাহা কেন চায়?
(কারণ) খণ্ডে বসি নরহরি তাহা আজও যে বিলায়॥

শ্রীরাধাবিলাস।

রমন।

(১)

মন রে, 'তুমি' ভাবাদেশে মজি,
'তুমি'র ইচ্ছাতে সাজি,
'তুমি'র সনে কর রমন নিজ সুখ সব ত্যজি।

(২)

বুঝিয়ে তাঁর সব ইচ্ছা,
পুরিয়ে নানা বাঞ্ছা,
আত্মায় আত্মায় চলুক রমন হয়ে কাজের কাজি॥

(৩)

আনন্দে ভাসিবেন তিনি;
গুণ্ গাবে আপ্না আপ্নি,
দিবে তোমায় নানা সম্পদ, কিন্তু যেওনা তাতে মজি।

(৪)

চাহিবে যদি চাও শুদ্ধ প্রেম,
যাতে তাঁর পুরাবে সব কাম,
নিজ কামনা সব যাবে দূরে, তাঁর চরণ সদা পূজি ॥

(৫)

ভক্তি, সেবা ও 'তুমি'র নামে,
স্মরণ মনন ও রমন প্রেমে,
এ ছাড়া আর কিছু চেওনা, দূরে যাবে তোমায় ত্যজি।

(৬)

কাঁদ কাঁদ মন অনিবার,
(কর) মনিব, পতি বা গুরু সার,
পুরাও পূর্ণ ইচ্ছা তাঁর, ঐ নিত্য নাগরে ভজি ॥

পতনের সার্থকতা।

(যদি) পতন না হ'ত, রতন না মিলিত,
যাতনা পেতাম কোথা ?
ব্যথিত জনের, সন্ধান না পেতেম,
জীবনটী যে যেত বৃথা ॥
বিবেক ভিতরে, কে মধুর স্বরে,
সান্ত্বনা দিত গো মোরে।

ভাব, আদেশ দানে, টানিয়ে যতনে,
কে লইত গো ব্রজপুরে ?
পশুর মতন, ভোগেতে মাতিয়ে
সহজে কাটিত কাল।
রহিতাম অন্ধ, হ'ত জ্ঞান, প্রেম বন্ধ,
নাহি জানি মন্দ ভাল।
মরণ সময়ে, অতীব সভয়ে,
ধরিতাম ধনে জনে।
(তাঁরা) রাখিতে নারিত, কেহ নাহি যেত
সেদিন মোর সনে॥
(এবে) জানিয়েছে ব্যথা, কেহ নাহি হেথা,
শেষের সাথের সাথী।
একজনই আছেন, পরাণ ভিতরে,
আজন্ম ব্যথার ব্যথী॥
তাঁরই অন্বেষণে, চল ব্রজ পানে,
ওরে মোর মূঢ় মন।
রাধে রাধে বলি, হয়ে কুতূহলী,
লয়ে প্রেম সেবা ধন॥
এথাকার রূপ, সব ভুলে যাও
পুড়িয়ে প্রেমের আগুনে।
—নিত্য রূপ ধর, কুঞ্জে বিলাস কর
ঐ যুগল মূরতি সনে॥

বিধবা বিবাহে।

২৭।২।৩১

বিধবা বিবাহ হচ্চে আজকাল ইন্দ্রিয় ভোগে সুখে।
ভেবে ভেবে গুম্‌রে গুম্‌রে মরি মনো দুঃখে॥
আর্য্য সন্তান, শুধু বলবান, আর্য্য ধর্ম্ম লয়ে।
(সেই) হিন্দুস্থানে, 'আমি' দেহ জ্ঞানে, যাচ্ছে ভোগে ধেয়ে
নিতান্ত পতঙ্গমত, অগ্নি পানে ধায়।
সুখ আশে, মোহ বশে, জীবন দিতে যায়॥
কোথা গেল সে যোগী, ঋষি, পণ্ডিত সাগর।
বেদ, গীতা, ভাগবত মহা মহা শাস্ত্রকার॥
যাঁদের পুণ্যে আজও ধন্য এই দরিদ্র ভারতবাসী।
দুঃখে রোগে জর্জ্জরিত তবু ফুটে ধর্ম্মের হাসি॥
ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য কোথা আজ, কোথা ওজঃ বীর্য্য।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠিরাদি, অর্জ্জুন কাত্যাবীর্য্য॥
যাঁদের শ্রীচরণ স্পর্শে এই ধরা ধন্য হ'ল।
তাঁরা কি এই অসতীত্ব ক'র্‌তে আজ্ঞা দিল?
কভু নহে, কভু নহে, ভোগে নাহি সুখ।
এ দেহ ভোগ নিত্য নহে তাহে পরম দুঃখ॥
প্রাণ খুলে প্রসন্নে কয়, আর কহে জ্ঞানী জনে।
প্রেমে, দানে, ত্যাগে ধর্ম্ম, আত্মায় রমনে॥

দেহ প্রীতি, কামে মতি, দিতে নারে সুখ।
বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু, গান্ধী ভোগে পায় দুঃখ॥
তাঁদের ত্যাগে, দেশ জাগে, ফুটে বিশ্ব প্রেম।
চোখে আঙ্গুলো দেখাচ্ছেন তাঁরা ভোগে স্বার্থ কাম॥
তবুও কি জ্ঞান হ'ল না মন, দুঃখে বল সুখ।
সুরেন্দ্র বানার্জ্জির দুর্দ্দশা দেখ, (শেষে) স্বার্থে পেল দুঃখ॥
এই দেহ যদি একজনে করয়ে বরণ।
কেমনে সে দেহ অন্য করিবে গ্রহণ॥
এক ধন পুনঃ পুনঃ দিব কয় জনে ?
ইহাতে কি ধর্ম্ম হয় কহ পণ্ডিতগণে॥
নবমবর্ষে পিসিমা মোর মালতী সুন্দরী।
বিধবা হয়েও দেবীর মত কর্‌ল বাহাদুরী॥
প্রায় পঞ্চাশ বর্ষে মৃত্যুকালে বলিল বচন।
"কাঁদিস্ কেন তোরা সবে (মুই) করি শ্রীগুরু দর্শন"॥
অন্তিমের সেই কথা আজও কানে বাজে।
চরণ দাও সতী পিসিমা আমায় টান মধুর ব্রজে॥

——:(*):——

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" বা সুখ।

১০।২।৩১

(১)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
কে বুঝে ঐ মরম বেদনা কারে বা জানাই॥
কত জন্মের সাধা দেহ, কত জন্মের মায়া মোহ,
যাদের দাসত্ব কর্‌ছি আমি, কেমনে পালাই।
পালাতে গেলেও ছাড়ে না তারা এ বড় বালাই॥

(২)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
অসীম এই ভব সাগরে কাণ্ডারী কি নাই?
আছে নাকি ঐ শ্রীগুরু, যিনি প্রেমে কল্পতরু,
জন্মে জন্মে দিচ্ছেন প্রাণে, মুই যাঁরে চাই।
চিনালেও মুই চাই না তাঁরে, ভোগ প্রতি ধাই॥

(৩)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
শুনেছি তাই এসেছে ভবে শ্রীগৌর নিতাই॥
অতি অকিঞ্চন বেশে, যায় নাকি তাঁরা দেশে দেশে,
প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে নাম প্রেম বিলায়।
তাতে ত মোর নাহি রুচি কি হবে উপায়॥

(৪)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
শুনি বিদ্যাসাগর, দাস, গান্ধী জন্মেছেন তাই॥
ত্যাগের পথে চল্‌ছে তারা, হয়ে পূর্ণ স্বার্থ হারা,
(হয়ে) স্বদেশ প্রেমে মাতোয়ারা, ডাক্‌ছে আয় আয়,
সে পথেও যে যেতে নারি মুই ভোগ সুখই চাই॥

(৫)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
আছে নাকি ত্যাগে সুখ শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই॥
"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" বেদে বলে, কিন্তু কটী লোক ঐ
পথে চলে,
তাই নিজ সুখ ও স্বার্থে ভুলে, কত যাতনা পাই।
এই পাপী তাপী তরাইতে আজ কি কেহ নাই?

(৬)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
এ দুঃখ যাতনা, মরম বেদনা, কাহারে জানাই॥
শুন শুন শুন গুরু, হৃদি করেছি শুষ্ক মরু,
তুমি প্রেম সলিলে, অশ্রুজলে, ভাসাও এই চাই।
মুই শরণাগত আর্ত্তজীব, মোর কোন শক্তি নাই॥

(৭)

ভোগের দেহ বেয়ে যেতে বড়ই কষ্ট পাই।
গুরু বলে যবে শরণ নিলি কোন পাপ নাই॥

চল্ ঠিক শুধু যন্ত্রমত, হ'য়ে মোর অনুগত,
যেমন চালাব, তেম্‌নি চল্‌বি পাপ পুণ্য নাই।
দেখ ঐ নবীন নাগর, রসের সাগর, হেসে ২ যায় ॥

(৮)

ভোগের দেহ ঘুচে গেল আর কোন কষ্ট নাই।
চল্ মন ছুটে, ঐ প্রেমের হাটে যথা গোরারায় ॥
পাপ পুণ্যে কিবা কাজ, সঞ্চয়, স্বার্থে পড়ুক বাজ,
গৌর পথের পথিক মুই ঐ সেবাই চাই।
তাঁর সুখেতে হব সুখী, মোর অন্য আশা নাই ॥

নিত্যগতি।

১৫।৩।৩১

(১)

যেমন নিয়ম নিষ্ঠায় জপ,
তেম্‌নি কর্‌তে হবে সব,
কর মন ঠিক অনুভব,
যদি মুক্তি চাস্ রে।

(২)

নতুবা মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা,
নহে মন কথার কথা,
(কর) প্রকৃতি সনে মিত্রতা,
নইলে গতি নাই রে ॥

(৩)

দেখ কেমন কর্‌ছে সেবা,
চল্‌ছে প্রকৃতি নিশি দিবা,
দ্রুত, নিষ্কাম, পবিত্র কিবা,
দেখ দেখ মন দেখ রে।

(৪)

মাসের পর বর্ষ আসে,
(কেমন) ছয়টী ঋতু পরকাশে,
জীবের সেবা কর্‌বে আশে,
তার অন্য স্বার্থ নাই রে॥

(৫)

তেম্‌নি তুই সুনিয়মে,
কর্‌বি ভজন ক্রমে ক্রমে,
তবে গতি নিত্য ধামে,
দিবে গুরুরাজ রে।

(৬)

সাধ্য কি তোর পুরুষাকারে,
যদি গুরু নাহি কৃপা করে,
কোন শক্তি, ভক্তি হবে নারে,
তাই তাঁরে বিশ্বাস কর রে॥

(৭)

হ তাঁর আদেশে অগ্রসর,
নিয়ম, নিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠপর,

(যখন) প্রেমে হবি জড় জড়,

তবে কৃপা পাবি রে।

(৮)

(তখন) উঠ্‌তে বস্‌তে আস্‌বে কান্না.

কৃষ্ণ সুখাদি হবে ভাবনা,

স্বার্থ. ভোগ আর রবে না,

তবে নিত্য ধামে যাবিরে ॥

——:*:——

ভবপারের উপায়।

৫।৩।৩১

কতদূরে আছ প্রভু ! অতীব গোপনে।

ক্ষীণ ভক্তি. শক্তি দেহে পৌঁছিব কেমনে ?

কর্ত্তব্যের মহাগিরি রাখিয়াছ মাঝে।

নিন্দা, অহঙ্কার, আত্ম প্রশংসা তাহাতে বিরাজে ॥

এই তিন হিংস্র জন্তু, ছয় রিপু আর।

মোরে গ্রাস করিছে সদা, (যেন) দেখি অন্ধকার ॥

ভক্তি, বিরহ মহাবন্ধু, তব বিবেকবাণী আর।

গোপনে বলিছে কত কর্‌বে মোরে পার ॥

সাধু সঙ্গ মহাবীর, আর শ্রীগুরু আজ্ঞাবাণী।

শ্রদ্ধা, বিশ্বাসে, সাহসে বল্‌ছে তারা তরাবে আপনি ॥

——*——

নরহরির প্রাণ গৌর।

(সত্যব্রজে বাস)   ১০।২।৩১

(১)

স্বরগের ভোগ করিয়ে নিয়োগ, সেবিব শ্রীগৌর রতনে।
সুনিয়মেতে মোরা জাগাব তাঁরে পূজিব যুগল চরণে॥
শ্রেষ্ঠ রত্ন মণি করিব দান, অশ্রুজলে অর্ঘ্য দিব প্রাণ,
শয়ন, ভোজন, আসন দিব, দিব তাম্বুল বদনে।
নরহরির প্রাণ গৌরাঙ্গ সুন্দরে হেরিব এ পাপ নয়নে॥

(২)

স্বরগের ভোগ, করিয়ে নিয়োগ, সেবিব শ্রীগৌর রতনে।
শ্রীখণ্ডের যত নরনারী সবে হেরিবে ব্যাকুল পরাণে॥
নিত্য নিয়মে হইবে আরতি, গোঘৃত, কর্পূরে দীপ্ত ভাতি,
সুবর্ণ থালা, পাত্র আদি সব, রতন নুপুর চরণে।
বাজিবে মধুর রুণু রুণু ঝুনু; পশিবে পাপ শ্রবণে॥

(৩)

স্বরগের ভোগ, করিয়ে নিয়োগ, সেবিব শ্রীগৌর রতনে।
সুগন্ধ কবারি, সুবর্ণেরি ঝাড়ি, পুষ্পিত স্বর্ণ আসনে॥
গাহিবে যত বৈষ্ণবগণ, তাল মৃদঙ্গে ধরিয়ে তান,
উজান বহিবে গঙ্গা যমুনা, সেই মধুর কীর্ত্তনে।
নৃত্য করিবে পশু পাখী সব, স্তব্ধ হইবে চেতনে॥

(৪)

স্বরগের ভোগ, করিয়ে নিয়োগ, সেবিব শ্রীগৌর রতনে
বিলাস মঞ্চে বসাব তাঁরে, হেরিব মধুর বদনে ॥
শুনিয়ে তাঁর মধুর বাণী, হইবে ব্যাকুলা এই প্রাণী,
বিকাইব দেহ, মন ও প্রাণ, সফল হইব জীবনে ।
নরহরিগৌর পিরীতি সার করিব জীবন মরণে ॥
"(ঠাকুর) নরহরির প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে"
শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের গান ।